সোনারগাঁও জাদুঘরের বার্ষিক

# প্রতিবেদন

## ২০১৬ ও ২০১৭

সম্পাদক : রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সোনারগাঁও জাদুঘরের বার্ষিক

# প্রতিবেদন

## ২০১৬ ও ২০১৭

সম্পাদক : রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ ও ২০১৭
# Annual Report 2016 & 2017

সম্পাদনা পরিষদ
**মোঃ রবিউল ইসলাম**
**একেএম মুজ্জাম্মিল হক**

প্রচ্ছদ শিল্পী
**রবীন্দ্র গোপ**
**একেএম আজাদ সরকার**

আলোকচিত্র শিল্পী
**মোঃ শফিকুর রহমান**

প্রকাশনায়
**বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন**
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৪২৪, জুন ২০১৭

মুদ্রণ
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৫১৫, ০১৭১১৬০২৪৪২

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-33-7464-6

**Annual Report 2016 & 2017 :** Edited by Rabindra Gope, Director, Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation. Published by Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation. Sonargaon, Narayanganj, Bangladesh. First Edition : June 2017, Price Tk. 400.00
Phone : (+88 02) 7656331, 7656309, Email : director.s.museum@gmail.com, Web : www.fms.gov.bd

উৎসর্গ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁর প্রথম আর্থিক সাহায্য, পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ
একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

# সামান্য নিবেদন

সোনারগাঁও বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়কে চিরভাস্বর করার প্রত্যয়ে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের শ্রমে-ঘামে সৃজনশীলতায় গড়ে ওঠে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রবহমান রাখার প্রয়াসে লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনই এর লক্ষ্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শ ও অর্থ-সাহায্যে এবং এ দেশের মাটি ও মানুষের শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। ইতোমধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ৪২ বছর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেছে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্থাপন করেন শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প আইন মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয় এবং ৬ মে ১৯৯৮ তারিখের গেজেটে তা প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে সোনারগাঁয়ে কারুশিল্পগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের কাজও আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই সম্পন্ন হয়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পুনর্বার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের আওতায় ফাউন্ডেশনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, 'বনছায়া' অফিসার্স কোয়ার্টার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ছায়ানীড় স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ, গাড়ি পার্কিং ময়দান নির্মাণ, কারুপল্লী এলাকা উন্নয়ন, প্রধান গেইট নির্মাণ, টিকিট কাউন্টার কাম গার্ড হাউস নির্মাণ, মিউজিয়াম ও প্রশাসনিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, অভ্যন্তরীণ আলোকিত করণ কাজ, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ফাইবার গ্লাসের প্যাডেল বোট, ভিডিও স্টিল ক্যামেরা ও ইমারজেন্সি জেনারেটর ক্রয়, কারুপল্লীতে ৪৮টি সেমিপাকা স্টল নির্মাণ, ময়ূরঙ্খী নৌকার আদলে 'সোনারতরী' মঞ্চ নির্মাণ, আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ আসবাবপত্র এবং জাদুঘর নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখের পুষ্পিত বাগানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণদানের আদলে তামার তৈরি সুউচ্চ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। এটি সোনারগাঁও এলাকার জনগণের জন্য সর্বোপরি বাঙালি জাতির জন্য গৌরবের বিষয়। ফাউন্ডেশন দেশীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি পর্যটকদের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের স্মারক চিহ্ন যুগ যুগ ধরে বাঙালির গৌরবগাথা তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

এখানে ইতোমধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল-এর ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৩৮ বছর পর ২০১২ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের জন্য অবসরকালীন পেনশন ভাতা প্রবর্তনও করেছে বর্তমান সরকার।

এছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের মধ্যে ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর-বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজের ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ধরনের চুক্তি বাংলাদেশে এটিই প্রথম। চট্টগ্রাম কেইপিজেডের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মি.কিহাক সাং বাংলাদেশ-কোরিয়া'র সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে ঐতিহাসিক বড়সরদারবাড়ির রাজসিকতা ফিরিয়ে

আনতে দীর্ঘ ৫ বছর রেস্টোরেশন কাজ পরিচালনা করছেন। এটি এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। আমার বিশ্বাস দেশের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বড়সরদারবাড়িতে বাংলার প্রাচীন রাজধানীর জৌলুস পুনরায় পর্যটকগণ অবলোকন করতে পারবেন।

প্রতি বছর এই উপমহাদেশের দর্শনীয় স্থান সোনারগাঁ পরিভ্রমণে আসেন প্রায় দশলক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যটক। অদূর ভবিষ্যতে ফাউন্ডেশনটির আরো সৌন্দর্য বর্ধন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ফাউন্ডেশনে প্রকাশনা ও গবেষণার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

লোকশিল্পের বিকাশ ও প্রসারে প্রতিবছর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয়। এ ধরনের উৎসব সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার এবং জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করে বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখবে যা আমাদেরকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিবে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তাৎপর্যের দিক থেকে বাংলাদেশেরই ক্ষুদ্রাকার অবয়ব বলা চলে। এখানে রূপসী বাংলাদেশের অপরূপ প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। এ ফাউন্ডেশন প্রতিনিধিত্ব করছে হাজার বছরের লোকমানুষের পরম্পরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির। ঐতিহ্যের ক্রমপুঞ্জিত ধারায় আয়োজিত ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব এখন একটি প্রতিষ্ঠিত মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। লোকজ ঐতিহ্যকে অকৃত্রিমভাবে উপস্থাপন করা আর নতুন প্রজন্মের কাছে এর পরিচিতি তুলে ধরতে ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজন। মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ ও ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যাপক পণ্যসামগ্রীর সমারোহ ঘটেছে। লোক ও কারুশিল্পকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করার প্রয়াসে আয়োজিত মেলায় দেশের প্রত্যন্ত এলাকার কারুশিল্পীরা স্বচ্ছন্দে তাদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে কারুশিল্পের বাজার সম্প্রসারিত হবে। ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী এই দীর্ঘ আয়োজনে গ্রাম-বাংলার চিরায়তরূপ তুলে ধরা হয়। প্রতিদিন দেশি-বিদেশি হাজারো পর্যটক ফাউন্ডেশনের এই বৃহৎ আয়োজন পরিদর্শনে আসেন।

বাঙালির গর্ব ও গৌরবের লোকজ ঐতিহ্যের অনন্য উপাদানের পুনরুজ্জীবনে মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ আয়োজনে যারা সহায়তা দিয়েছেন, বিশেষ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. ইব্রাহীম হোসেন খান, নারায়ণগঞ্জ-০৩ আসনের সাবেক সংসদ-সদস্য জনাব অব্দুল্লাহ্-আল-কায়সার, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন, সোনারগাঁ উপজেলা প্রশাসন, সোনারগাঁও পৌরসভা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় জনসাধারণ এর অগ্রগতি ও সফল আয়োজনে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রায় ৭০ হাজার দর্শনার্থী ফাউন্ডেশনের বর্ণাঢ্য বর্ষবরণের আনন্দযজ্ঞ উপভোগ করেন। এ উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী বসে গ্রামীণ লোকমেলা।

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ ও ২০১৭ এর তথ্যাবলী আলোচিত প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য। তবে এর সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে এবার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের জরিপ ও দলিলীকরণের আওতায় সোনারগাঁ এবং রূপগঞ্জ উপজেলায় আলোচ্য জরিপ কাজ পরিচালনার এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এবার বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক, ভাষাসংগ্রামী জনাব আহমদ রফিক রচিত *জাতিরাষ্ট্রগঠনে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রায়িকতার গুরুত্ব*, বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ সাংবাদিক, ভাষাসংগ্রামী জনাব কামাল লোহানী রচিত *ভাষা আন্দোলন ও প্রথম প্রামাণ্য দলিল গ্রন্থ*, জনাব শামসুদ্দোহা চৌধুরী রচিত *দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ঘর হতে দুপা ফেলিয়া সোনারগাঁয়ের লোক ও কারুশিল্প বিজড়িত সমৃদ্ধ গ্রামের সন্ধানে* শীর্ষক প্রবন্ধ, জনাব ইয়ামিন খান রচিত *সার্ভে প্রতিবেদন ২০১৬* জনাব একেএম মুজ্জাম্মিল হক বিরচিত *সোনারগাঁ উপজেলায় লোক ও কারুশিল্পের জরিপ প্রতিবেদন*, সোনারগাঁ ও রূপগঞ্জ উপজেলা থেকে সংগৃহীত জামদানি ও অন্যান্য শিল্পীদের তালিকা, এক নজরে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ ও ২০১৭ এবং উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান, ফাউন্ডশন পরিচালিত কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তথ্যাদি, প্রশাসন, ফাউন্ডেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নিজস্ব ও রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিবরণীসহ ফাউন্ডেশন প্রদত্ত কারুশিল্পী পদক প্রাপ্তদের

জীবনবৃত্তান্ত/তথ্যাবলী আলোচ্য প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এবার অনিবার্য কারণবশত প্রতিবেদন মুদ্রণে বিলম্ব হলো। লোক ও কারুশিল্পের উপর যাঁদের লেখা জমা দেওয়ার কথা ছিল, তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লেখা জমা দেননি। এজন্য লোক ও কারুশিল্প বিষয়ক বিশেষজ্ঞ লেখকগণের কাছে সময়মতো লেখা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাই।

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ ও ২০১৭ সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে আয়োজনে যারা আন্তরিক সহযোগিতা, শ্রম, মেধা ও পরামর্শ দিয়েছেন আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার প্রীতিমুগ্ধ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আমার পাশে থেকে মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজনে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা অবশ্যই মনে রাখার মতো। মেলা পরিদর্শন করুন, সমৃদ্ধময় লোক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হোন।

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা মাননীয় সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এক সময়ের সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিনকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যাঁর ভূমিকা অতুলনীয়, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ যাঁর হৃদয় বিস্মৃত কবি সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হককে। তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন এই প্রাণের প্রতিষ্ঠান সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনকে।

একই সাথে স্মরণ করছি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. রণজিৎ বিশ্বাসকে। আগ্রহী পাঠকের কাছে ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ ও ২০১৭-এর তথ্যাবলী সমাদৃত হবে বলে আশা রাখি। সত্য সুন্দরের জয় হোক ।

রবীন্দ্র গোপ
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারয়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

# সূচি


| | |
|---|---|
| সামান্য নিবেদন – রবীন্দ্র গোপ | ০৫ |
| জাতিরাষ্ট্রগঠনে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার গুরুত্ব – আহমদ রফিক | ১১ |
| ভাষা আন্দোলন ও প্রথম প্রামাণ্য দলিল-গ্রন্থ – কামাল লোহানী | ১৬ |
| সোনারগাঁয়ের লোক ও কারুশিল্প বিজড়িত সমৃদ্ধ গ্রামের সন্ধানে – শামসুদ্দোহা চৌধুরী | ২০ |
| সার্ভে প্রতিবেদন ২০১৬ – মো. ইয়ামিন খান | ২৫ |
| সোনারগাঁ উপজেলায় লোক ও কারুশিল্পের জরিপ – একেএম মুজ্জাম্মিল হক | ২৮ |
| লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ | ৩৪ |
| লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ | ৪৭ |
| বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের নিজস্ব প্রাপ্তি | ৫৯ |
| বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের নিজস্ব বাজেট ও ব্যয় | ৬১ |
| বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের রাজস্ব (আবর্তক) মঞ্জুরীর বাজেট ও ব্যয় | ৬২ |
| বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আয়ের হিসাব | ৬৫ |
| বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিজস্ব প্রাপ্তির বাজেট ও ব্যায় | ৬৬ |
| বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের (আবর্তক) মঞ্জুরীর বাজেট ও ব্যয় | ৬৮ |
| সোনারগাঁ ও রূপগঞ্জ উপজেলা থেকে সংগৃহীত জামদানি ও অন্যান্য কারুশিল্পীদের তালিকা | ৭০ |
| বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রদত্ত কারুশিল্পী পদক প্রাপ্ত শিল্পীদের তথ্যাবলী ২০১০-২০১৬ | ৯৪ |
| বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পরিচালিত কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তথ্যাদি ২০১৬ – ২০১৭ | ১০৯ |
| **প্রশাসন** | |
| ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ফাউন্ডেশনের শূন্যপদে নিয়োগ | ১২১ |
| নতুন পদ সৃজনে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ | ১২১ |
| ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ | ১২১ |
| ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত | ১২৩ |
| বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পরিচালনা বোর্ড | ১২৯ |
| স্মৃতির পাতা থেকে | ১৩৩ |

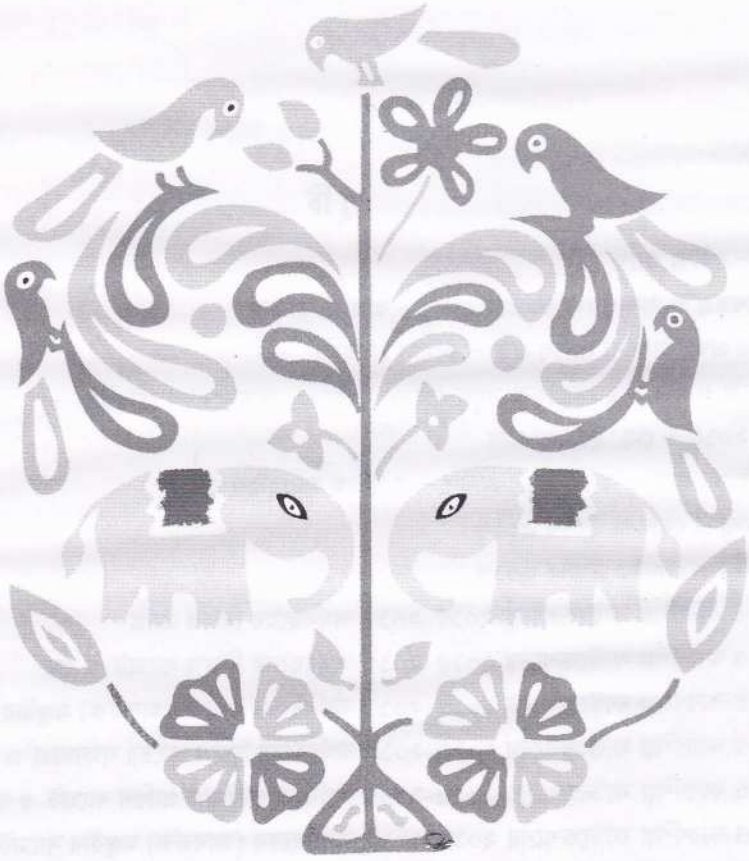

# জাতিরাষ্ট্রগঠনে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার গুরুত্ব

আহমদ রফিক

বিশ শতকের ষাটের দশকে আমরা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে 'বাংলা-বাঙালি-বাঙালিয়ানা' নিয়ে মেতে উঠেছিলাম। জাতি পরিচয় নিয়ে তখন ব্যাপক উত্তেজনা, বিপুল উত্তেজনার প্রকাশ দেখা গেছে। অবশ্য তা শিক্ষিত শ্রেণিতে এবং মূলত প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায়। এর প্রকাশ দেখা গেছে বড় বড় শহর গুলোতে। এ আবেগের সূচনা অবশ্য রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন, বিশেষত একুশের (১৯৫২) ভাষা আন্দোলন থেকে।

এর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিস্তার ঘটে ঊনসত্তরের গণজাগরণে, সত্তরের নির্বাচনী জয়ে এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। খদ্দরের পাঞ্জাবি তখন বাঙালিয়ানার অন্যতম প্রতীক। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ এ মার্চ (১৯৭১) থেকে সূচিত গণহত্যা, পাকসেনাদের বর্বরতা, অবশেষে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় (ডিসেম্বর ১৯৭১)।

তখন কি আমরা জনমানসে এই বাঙালিয়ানার চেতনায় জনমনে যে, শিক্ষিত মানসে শুদ্ধ ভিত্তি ছিলনা। ছিল আবেগের বুদবুদ ও আপাতসুশ্রী ফেনা। ভেতরটা ফাঁপা। তাই সত্যটা উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর অনেকের চেতনায় বেদনা ও বিস্ময়। দেখা গেল সমাজের ও রাজনীতির একটি অংশে সম্প্রদায়বাদী চেতনার প্রকাশ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, তাদের দুর্বল অংশের জমি-ভিটা সম্পদ দখল রাজনৈতিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতিরোধ, প্রতিকার যথেষ্ঠ নয়। বাঙালিয়ানার 'মিথ' অদৃশ্য। পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রেত দৃশ্যমান। একাত্তরে তাকে পরাজিত করা হয়েছিল, কিন্তু সমাজ থেকে বিতাড়িত করা হয়নি। তার বীজতলা ধ্বংস করা হয়নি।

## ॥ দুই ॥

এর বড় কারণ, একাত্তরে আমরা ভুলরাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েই আবেগে উচ্ছ্বাসে উল্লসিত হয়েছিলাম। ভেবেছি, সব অর্জন শেষ। সমাজ থেকে ভূত তাড়ানোর চেষ্টা কারো হিসাবে ছিলনা। এর বড় দায় শিক্ষিত শ্রেণির রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তৎপরতার অভাব। অভাব সমাজ বদলের সচেতন চেষ্টার।

এটাও সত্য যে বাঙালি জাতিসত্তার আদি পরিচয়, এর রূপান্তর, এর অসম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বাঙালি মুসলমান যে প্রধানত বাহিরাগত আরব-তুর্কি-ইরানিদের বংশধর নয় তারা এমাটির ধর্মান্তরিত সন্তান, এই নৃতাত্ত্বিক জাতিতাত্ত্বিক সত্য অনেকের আজানা। যারা জানেন, এ সত্য মানতে হয়তো তাদের অভিজাত বা মর্যাদায় বাধে।

বাঙালির আদি ও মূল জাতিসত্তা যে বহুজাতিক মিশ্র রক্তের এক শংকর চরিত্রের, এ বাস্তবতা কী হিন্দু কী উভয়ের জন্য অপ্রিয় সত্য। বাঙালি হিন্দুর মধ্যে বৈদিক আর্য রক্তের উপস্থিতি নামমাত্র এটা মানতে বড় কষ্ট। তেমনি বাঙালি মুসলমান অনেকে নিজদের বহিরাগত বিজয়ীর উত্তরপুরুষ বলে মনে করেন। উভয় পক্ষেই এ ভ্রান্ত ধারণা যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। মূলত নৃতাত্ত্বিক-জনতাত্ত্বিক অজ্ঞতাই এর কারণ। এ জাতীয় অজ্ঞতাই প্রধান দুই বাঙালি সম্প্রদায় হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক বিভেদ বিরূপতার অন্তত একটি কারণ।

নৃতত্ত্বের মতো কঠিন বিষয়ের বিশদ আলোচনায় না যেয়ে বাঙালি জাতিসত্তার মূলচরিত্র সম্পর্কে স্বীকৃত তথ্যটুকু উদ্ধৃত করাই বোধ হয় যথেষ্ট। বিশেষজ্ঞদের মতে আদিস্তরে অস্টিকভাষা আদি অস্ট্রেলীয় এরপর ভূমধ্যসাগরীয় অবৈদিক নরগোষ্ঠী (আল্‌পাইন) বাঙালি জনগোষ্ঠীর মূল কাঠামো গড়ে তুলেছে। এর সংগে কিছু মাত্রায় যুক্ত মেলান্ডি এবং আর্যভাষা জনগোষ্ঠীর গৌণ প্রভাব। আরা পরে একই গৌণ মাত্রায় আরবি-তুর্কি-ইরানি জনগোষ্ঠীর বিক্ষিপ্ত সংমিশ্রণ। ইংরেজ আমলের প্রায় দুশো বছরে মিশেছে কিছু খ্রিস্টীয় রক্ত। মঙ্গোলীয় প্রভাব নামমাত্র, তাও উত্তর পূর্বপ্রান্তিক অঞ্চলে। এ বক্তব্য ড. নীহাররঞ্জন রায়ের (বাঙালির ইতিহাস : আদি পর্ব) তাই কোনো কবি যদি তার কবিতায় বলেন, 'আমরা তামাটে জাতি অর্থাৎ মঙ্গোলীয় পীতরঙ জনগোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ, তা বিশেষজ্ঞদের মতে টেকেনা। ড. নীহাররঞ্জনের মতে এর মধ্যে আস্টিকভাষী, অস্ট্রিক সংস্কৃতির প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি। এখনো বহু অষ্ট্রিকভাষার শব্দ বাংলাভাষায় প্রচলিত, সমাজ জীবনে তা দৃশ্যমান।

যেমন 'লাঙল, ডোঙ্গা, বাণ, বাইগন, কামরাঙ্গা পান ইত্যাদি। অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠী ছিল মূলত কৃষিজীবী, বৃক্ষপূজারি, প্রকৃতি উপাসক। তাদের জীবনাচারণের সংস্কৃতিতে ছিল কলা, মাছ, ভাত ইত্যাদি খাদ্যের ব্যবহার। এরা প্রধানত মৎসাহারী। ফুলপাতার আল্পনাও এই অস্ট্রিক সংস্কৃতির দান। এদের লোকায়ত মাটির শিল্পে মাছ, পাতা, কলা, ফুল, লতার প্রাদুর্ভাব। আল্পনা হিন্দু সংস্কৃতির দান, রক্ষণশীল বাঙালি মুসলমানের এ ধারণা ভুল।

বাঙালি, বাংলাদেশ এখনো কৃষি প্রধান উৎপাদন ও কৃষি সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। অর্থ্যাৎ অস্ট্রিক সংস্কৃতির প্রাধান্য। এখনো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পান, সুপারি, কলা ইত্যাদি পণ্যের গণনায় অস্টিক পদ্ধতির ব্যবহার প্রচলিত যেমন গণ্ডা, কুড়ি, পণ ইত্যাদি সংখ্যার গণনা সূচক প্রচলিত।

ড. নীহাররঞ্জনের মতে আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান যন্ত্র 'লাঙ্গল' শব্দটি একান্ত ভাবেই অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত। এরা বৈদিক আর্যভাষায়, সংস্কৃতে 'লাঙল' শব্দের অস্তিত্ব ছিলনা। পরে কৃষি উৎপাদনে যুক্ত হওয়ার উপলক্ষে 'লাঙল' শব্দটির অন্ত র্ভুক্তি। সেই সূত্রে বাংলায় লাঙল শব্দের ব্যাপক ব্যবহার সাহিত্যে, কাব্যে, রাজনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট জীবনে। যেমন 'লাঙল যার, জমি তার শ্লোগান।

ড. রায়ের বিশ্বাস, প্রাচীন বঙ্গীয় জনপদ বিভক্ত অঞ্চল বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, সুক্ষ্ম প্রভৃতির কোনো কোনোটিতে খ্রিস্টাপূর্ব ষষ্ঠ শতকেও অস্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল। পরে সংস্কৃতির আধিপত্যে, সংস্কৃতচর্চার প্রভাবে এদেশ থেকে অস্ট্রিক ভাষার বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু সাংস্কৃতিক অবশেষ এবং ব্যবহার্য ফলমূলের ও খাদ্যদ্রব্যের কারণে কিছু অস্ট্রিক শব্দ এখনো টিকে আছে, যদিও আমরা সে খবর জানি না।

জানি না, এ অঞ্চলে ধান চাষের প্রবর্তন ওই জনগোষ্ঠীর হাত ধরে। তাই ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য, তেমনি সহযোগী খাদ্য মাছ এবং কিছু শাকসবজি। নৃতত্ত্ববিদগণের মতে ভারতের অন্যঅংশে জব-গম চাষের প্রবর্তন করে দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী। তাই খাদ্যভাসে বাঙালির সঙ্গে উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রভেদ মূলত প্রধান জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে। পরিবর্তন ভাষারদিক থেকেও।

বাংলাভাষাকে সংস্কৃতের দুহিতা বলা হলেও অনেক পরিবর্তন, অনেক ভাষিক অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে সিংহভাগ বাঙালির লৌকিক ভাষা গড়ে উঠেছে। যদিও উচ্চশিক্ষিত, এলিট শ্রেণির ভাষা বা সাহিত্যের ভাষায় তৎসম চরিত্রের প্রভাব অনেক বেশি। ভাষাও এভাবে শ্রেণিগত ভাবে বিভাজিত হয়েছে। যেমন প্রাচীন ভারতে জ্ঞানচর্চা ও যুক্তিবাদী দর্শনের বিভাজন লোকায়তিক (চার্বাকীয়) ও শাস্ত্রীয় ভাববাদী ধারায়। অন্যদিকে 'দ্রাবিড়ভাষীদের নগর সভ্যতা-সংস্কৃতি বাংলাদেশকে সামান্যই স্পর্শ করেছে। কোনো কোনো সমাজ বিজ্ঞানীর এমনটাই অভিমত।

## ॥ তিন ॥

জনজীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার চরিত্রও অনেকাংশে গ্রামীণ ও লোকায়তিক এবং কৃষি সভ্যতা কেন্দ্রিক। বিশেষভাবে বঙ্গ পুন্ড্র, রাঢ়, সুক্ষ্ম জনপদ পর্ব পার হয়েও পরবর্তীকালে এই ধারারই প্রভাব সমাজে সর্বাধিক। প্রাচীন ঐতিহাসিক কালের ধর্মগ্রন্থে সাহিত্যে লোক প্রবাদ এবং নীতিগাথায় তেমন প্রমাণ মেলে। সেই সঙ্গে কিছু সামাজিক সাংস্কৃতিক আচরণ যেমন ধানদুর্বা, গায়ে হলুদ, পান সুপারি এবং বড় মাছ ও কলার তত্ত্ব কালের স্রোতধারায় একালের গ্রামবাংলার সমাজে বেঁচে আছে।

গ্রামবাংলার মানুষ এখনো, সাম্প্রদায়িক ভেদ চেতনার যুগেও সেসব আচার-অনুষ্ঠান সম্প্রদায় বিশেষের মনে করে বর্জন করেনি। বরং নববর্ষ, নবান্ন ইত্যাদি লৌকিক অনুষ্ঠান এখন রাজধানীসহ শহরে নগরে ভিন্ন আবেগে যথারীতি চলছে। কৃষি সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় বস্ত্রশিল্প ও লোকশিল্পেরও প্রসার ঘটেছে কালান্তরে এসে। এর চরিত্র মূলত গ্রামীণ।

ভূমি সংশ্লিষ্ট, মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ জীবনাচরণের উদাহরণ শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগেই নয়, আধুনিক যুগেও লক্ষ্য করার মতো। দিঘি বা জলাশয়ের ধারে বসে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মসলিনের সুক্ষ্ম সুতা কাটার যুগ যদিও বহুকাল আগে শেষ হয়ে গেছে, নরম পলল মাটি দিয়ে, রকমারি পুতুল, মৃৎপাত্র, খেলনা, ঘোমটা পরা ছোট বউ ও রকমারি ক্ষুদ্র শিল্পকর্মের নির্মাণ এখনো শৈল্পিক ধারা হিসেবে চলমান।

সেই সঙ্গে নকশিকাঁথা এবং বাঁশ ও বেতের নিপুণ কারুকার্যে কুটির শিল্পের প্রকাশ এখনো যথেষ্ট মাত্রায় জনপ্রিয়।

আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগেও দেখেছি গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারে পাটের আঁশের সুতোয় তৈরি মনোহর শিকায় চাল থেকে ঝুলত হাড়ি কুড়ি কলসি। সেগুলোতেও আবার নানারঙের কারুকার্য। বাকস- পেটরার পরিবর্তে বড় বড় হাঁড়িতে কাপড় চোপড়, আর কলসিতে চালডাল শস্যদানা। পিঠার গায়ে খেজুরকাঁটা দিয়ে গ্রামীণ ললনাদের কারুকর্ম কৃষি সংস্কৃতির রকমারি পরিচয় তুলে ধরেছে।

একালের প্রধানত বিশশতক থেকে সূচিত আধুনিকতার টানে গ্রামীণ কৃষি-সংস্কৃতির পরিচয় চিহ্নগুলো হারিয়ে গেছে। তবে নকশিকাঁথার কারুকর্ম সর্বাধুনিক শহরে সভ্যতা সংস্কৃতিকে জয় করেছে। এবং তা এতটাই যে আধুনিকতাদের খুব প্রিয় দামি শাড়িতে কাঁথাশিল্পের নকশা ও আঁকিবুকি (কাঁথা স্টিচ)। মহানগর ঢাকায় ঐতিহ্যের নামে পিঠা পুলিসহ রকমারি পিঠার সমাহার 'পিঠাঘর' জাতীয় নামের পিঠার দোকান গুলোতে। ধনী নগরবাসীর এক ধরনের গ্রামীণ ঐতিহ্য-বিলাসিতা। যেমন পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে সুদর্শন দামি গাড়ি থেকে নেমে এসে রমনার উদ্যানে ইলিশ-পান্তা বা শুটকি পান্তা-খাওয়া। একদিনকা রেওযাজ।

॥ চার ॥

বাঙালি জনগোষ্ঠীর এই আদি ঐতিহ্য এখন ক্রমশ গ্রাম থেকেও লুপ্ত হতে চলেছে। তবে কিছু কিছু এখনো সমাজ জীবনে বেঁচে আছে। এর পরিশীলিত রূপ মহানাগরিক সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করছে মূলত অসচেতনভাবে, ইতিহাসের বাস্তবতা না জেনে। সংস্কৃতির এই রূপ রূপান্ত র ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিশেষ করে অষ্টম শতকের পাল যুগ থেকে পরবর্তী স্বাধীন সুলতানি আমলের বাংলায়।

হাজার বছরের সে ঐতিহ্য (যদি অস্ট্রোবঙ্গীয় আদিযুগের কথা বাদ ও দিই) ভাষা ও সাহিত্যে চর্যাপদ থেকে যে লৌকিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছে বিশশতকের গ্রামে এমন কি শহরেও তা মরমিয়া- লোকায়তিক গানের চর্চায় পরিস্ফুট। যেখানে বাউল-মারফতি কীর্তন ভজন ও সুফিচেতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গছে এবং তা হিন্দু বৌদ্ধ জৈনপর্বশেষে মুসলমান খ্রিস্টান নির্বিশেষে।

লক্ষ্য করার বিষয় সম্প্রতি সাহিত্য সংস্কৃতিমনস্ক তরুণ মুসলমান প্রজন্মে শিকড় ছোঁয়া ঐতিহ্যের সন্ধান ও চর্চায় এক ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। যা তাদের ভাষায় লোকসংস্কৃতি, যা চরিত্র ধর্মে লোকায়তিকও বটে। এধারাটির পুর্বরূপ কিছুকাল আগেও সাতমুড়া গ্রামে মনমোহন সাধু ও আফতাবউদ্দিন ফকির (শিবপুরে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বড় ভাই) একই চালার নিচে ও গাছগাছালির ছায়ায় সাধন ভজনে মগ্ন ছিলেন। সম্প্রদায়গত ভিন্নতা তাদের চেতনায় কোনো ছাপ আঁকেনি।

এই সাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনার উদার মরমীয়া সহজিয়া গ্রামীণ ঐতিহ্য আমাদের মহানাগরিক সংস্কৃতি চর্চা সর্বাংশে অন্তরে ধারণ করতে পারেনি। পারেনি কিছু ব্যতিক্রম বাদে বাঙালি মুসলমান বিত্তবান বা মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণি। ইতিহাস চর্চা বিশেষ করে প্রাচীন ইতিহাস, আদি বঙ্গীয় সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চার অভাব বা উদাসীনতা এর বড় কারণ।

তাই সম্প্রদায় চেতনা বা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ, যে নামেই তাকে চিহ্নিত করিনা কেন, বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণির চেতনা থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। এর কারণ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। একটু পেছন ফিরে তাকালে এই কারণের নেপথ্য বাস্তবতায় লক্ষ্য করা যায় অবিভক্ত ভারতে-বঙ্গে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবলতা যা গভীর প্রভাব রেখেছিল বাঙালি মুসলমান সমাজে-সংস্কৃতিতে।

এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদী শ্রেণি স্বার্থের প্রভাব ছিল প্রকট যা চরিত্র বিচারে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক। সেই অন্ধ টানে তৎকালীন সেকুলার রাজনীতির গঠন ধারা হালে পানি পায়নি কী হিন্দু কী মুসলমান সমাজে। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ তখন প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছে। সে প্রতাপ চেতনায় এতটা বিভোর ভাবে কেটেছিল যে পরবর্তীকালে উদার ও প্রগতিবাদী সংস্কৃতিচর্চা তা পুরোপুরি মুছে ফেলতে বা ভরাট করে ফেলতে পারেনি।

পারেনি বিশেষকরে শ্রেণি স্বার্থের রাজনীতির আবসান না ঘটায়। ইতিহাস চর্চায় নিবিষ্ট কোনো কোনো গবেষক

বিষয়টা স্বীকার করেছেন কিছুটা আক্ষেপের সঙ্গে। তাদের মতে এই প্রকাশ মূলত নাগরিক শিক্ষিত সমাজের একাংশ থেকে। সে অংশটি খুব একটা ছোট নয়। এর ধর্মীয় চেতনার আত্মাভিমানী, শিক্ষিত, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর নাগরিক। বিত্তবৈভবেত্ত সমৃদ্ধ।

এদের শ্রেণি স্বার্থই বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধর্মীয় সংকীর্ণতায় বিলম্বিত করে চলেছে। ইতিহাসবিদ মমতাজুর রহমান তরফদার বলতে পেরেছেন;

*'ভাষা-সাহিত্য ও মননের উত্তরাধিকার ছাড়াও বাঙালি জনগোষ্ঠীর আরও একটি উত্তরাধিকার আছে। তা হচ্ছে বিশেষ ধরণের কতকগুলো মানসিক অভ্যাস, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কার ও আচার আচরণের উত্তরাধিকার যা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে এসেছে অস্ট্রিক ও কয়েকটি অনার্য জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে জাতীয়তার বিষয়টি শিক্ষিত বাঙালির কাছেই বিতর্কের বিষয়। ধর্ম ও রুচির নানা বিভেদ নিয়েও অশিক্ষিত কৃষক-কারিগর শ্রেণি জীবন ও জীবিকার দিক দিয়ে ঘাঁটি বাঙালি।'*

শুধু জীবিকায়ই নয়, গ্রামীণ জনসাধারণ (মোল্লা-মৌলবী ও ধর্মীয় রক্ষণশীলদের কথা বাদ দিলে) তাদের মানসিক জীবনাচরণে, সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্থ, সেকুলার, মরমীয় উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। ভাষার লৌকিকরূপের ব্যবহারের পাশাপাশি তারা এখনো বাংলা বছরের দিন তারিখ ও বৈশাখী নববর্ষ পালনে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার আচরণে বাঙালিয়ানার প্রকৃত রূপের প্রকাশ ঘটায়। মুসকিল হয় যখন শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বার্থের টানে ভিন্নতর ধারায় সামাজিক সুস্থতার ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে।

## ॥ পাঁচ ॥

প্রসঙ্গত আরো একটি বিষয় ভেবে দেখার মতো যে, সেকুলার জাতিরাষ্ট্র ও সেকুলার জাতীয়তাবাদ যদি ইতিহাস-নির্ধারিত বিষয় হয়ে থাকে, যেমনটি দেখা যায় ইউরোপীয় আদর্শ জাতিরাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এত প্রচার সত্ত্বেও বাঙালি জাতিসত্তার সেকুলার আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রগতি বিরোধী চেতনার কাছে পরাজিত হচ্ছে কেন?

কেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি দ্বিভাজিত হল? হল সুনির্দিষ্ট জনসমর্থনের প্রভাবে। কেন সম্প্রদায়বাদী হামলার ঘটনা বারবার ঘটছে। এমনকি এই একুশ শতকে পৌঁছেও। নাসিরনগর, গোবিন্দগঞ্জ, অভয়নগরের ঘটনা তার প্রমাণ। এখানে সংশ্লিষ্টতা একাধিক অনাকাঙ্খিত উৎসবের। কেন ধর্মীয় জঙ্গিবাদের বর্বর উত্থান।

এ ঘটনা শুধু বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য নয়। গোটা উপমহাদেশ এ দূষণের শিকার। সাম্প্রতিক ভারতীয় সমাজ ও শাসন এক বড় উদাহরণ। তবে সেখানে প্রতিবাদ অপেক্ষাকৃত বেশি। কেউ কেউ মনে করেন গোটা জাতিকে শিক্ষিত করা এদিক থেকে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। কিন্তু সমস্যা তো মূলত শিক্ষিত শ্রেণিকে ঘিরেই। তাই শিক্ষার প্রশ্নে দরকার সেকুলার শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী মানবিক চেতনার শিক্ষা। যা শুরু করতে হবে পরিবার থেকে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষায়তনে।

এ দুরুহ কাজটি করতে না পারলে উপমহাদেশের সমাজে সেকুলার চেতনার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটবেনা। রাজনীতির সংস্কৃতি ধর্মাতিযুক্ত না হলে সমাজে সেকুলার পরিবর্তন ঘটানো প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। সেই সঙ্গে দরকার শ্রেণি স্বার্থের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন। দরকার দুর্নীতি ও বেকার সমস্যার অবসান। এ গুলোর সঙ্গে পরোক্ষ হলেও সম্প্রদায়বাদী চেতনার সম্পর্ক নেহায়েৎ কম নয়। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় দরকার সেকুলার চেতনার প্রকাশ-যেমন সিলেবাসে তেমনি পাঠ্যবইয়ের টেক্স্টে।

একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক সেকুলার সমাজ গড়তে দরকার সরকারি-বেসরকারি খাতে অনুরূপ চেতনার কার্যকর তৎপরতা। শুধু বক্তৃতা-বিবৃতিতে-ভাষণে জনমানস আলোকিত হওয়ার কথা নয়। শিক্ষার বুদ্ধিঋদ্ধ যুক্তিবাদী আত্মদীপ্তির ব্যাপক বিস্তার ও প্রভাব উল্লিখিত সুস্থ চেতনার প্রকাশ ঘটাতে পারে।

## ॥ ছয় ॥

বাঙালি জাতিসত্তার আদি-মধ্য-অন্ত্য ইতিহাস পাঠ সম্ভবত এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয়। যাতে শিক্ষিত মনন তার ঐতিহ্যের যথাযথ পরিচয় নিয়ে আপন মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। তাতে জাতিপরিচয়, বাঙালিদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য, তার ক্রম বিবর্তনের রূপটিও পাঠক মানসে ধরা পড়ার কথা। সম্প্রদায় ও জাতিগত পরিচয়ের গুরুত্ব তাতে স্পষ্ট হবে। জাতিসত্তার গুরুত্ব যে নানা দিক থেকে সম্প্রদায় সত্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টিও ইতিহাস পাঠে পরিচ্ছন্ন রূপ নিয়ে ধরা পড়বে।

সেজন্যই আমরা বারবার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দিচ্ছি। গুরুত্ব আরোপ করছি পাঠ্যবই, বিষয়সূচি ও মূল টেক্স্টের ওপর যে গুলোকে হতে হবে শতভাগ সেকুলার। এ বিষয়ে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা লালা লাজপত রায়ের আত্মজীবনীতে উল্লিখিত বালক বয়সের শিক্ষার সাম্প্রদায়িক প্রভাব সম্পর্কে স্বীকারোক্তি একটি প্রকট অপ্রিয় সত্যের প্রকাশ ঘটায়।

বাংলাদেশ জাতি-জাতীয়তাবিষয়ক দক্ষিণ পন্থী বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। মনে হয়, সেও পূর্বধারার ঐতিহ্য থেকে মুক্ত নয়। সত্যি বলতে কি বাংলাদেশ ও তার রাজনীতি নানা বিভাজনে দীর্ঘ সময় ধরে উল্লিখিত অস্থিরতায় ভুগছে। ভুগছে এর সমাজ। একে দূষণমুক্ত করা হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সেকুলার বাঙালি জাতিসত্তার সামাজিক রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। অপরিহার্য বললেও কম বলা হবে। বাঙালি জাতীয়তাবদী চেতনার সর্বজনীন বিকাশ সম্প্রদায় নির্বিশেষ ও সর্বজাতি সমন্বিত (ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সহ) গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের বিকল্পহীন পূর্বশর্ত। এ ক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গণচেতনার সেকুলার রূপায়ন।

এ দায়িত্ব যেমন রাজনৈতিক শাসন যন্ত্রের তেমনি সমাজের। অর্থাৎ সামাজের সচেতন অংশের, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের। আর এ সমাজতান্ত্রিক সত্যটিও উল্লিখিত সবাইকে বুঝতে হবে যে সেকুলার চরিত্র বিহনে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক দরবারে গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না। গণতন্ত্রের বিপরীত মেরুতে সম্প্রদায় ভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি বিভেদের অবস্থান।

তাই বিভেদের দূষণ গায়ে নিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্রের চরিত্র অর্জন সম্ভব নয়, তা রাষ্ট্রের পরিচিতি পত্রে গণতন্ত্রের যত তকমা লাগনো থাক। বাংলাদেশকে এ সত্য বুঝতে হবে। তাই সামাজিক দূষণের প্রতিরোধ ও প্রতিকার (চিকিৎসা) একসঙ্গে চালাতে হবে। আরো একটি কথা উগ্র জাতীয়তাবদী রাজনীতি গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু, যেমন একনায়তন্ত্র।

একনায়কী শাসনের ভয়াবহ স্বরূপ পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে দ্বিতয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক রক্তস্নানে ও নির্যাতনের বর্বরতায়। হিটলার মুসোলিনির জাতীয় সমাজতন্ত্রের ভূয়োদর্শন সেখানে নরমেধযজ্ঞের রূপকতা ঘটিয়েছে। যুদ্ধোত্তর যুগে সেই একনায়কত্ব ও স্বৈরাচারের অবসান ঘটেনি। এর পেছনে বড় মহাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাষ্ট্রটি যুদ্ধোত্তর কালে গণতন্ত্রের বড় তকমা এঁটে আধিপত্যবাদী দুঃশাসনে পৃথিবীর জন্য গভীর অসুখ তৈরি করে চলেছে।

বহুঘটনা তার প্রমাণ। তাদের পরোক্ষ মদদে এশিয়া ও লাতিন আমেরিকায় একাধিক দেশ সামরিক একনায়কত্ব ও স্বৈরশাসন রক্তধারায় নিজদের চরিত্র প্রকাশ করে চলেছে। নির্যাতিত ইহুদিকুল জাতিরাষ্ট্র গঠনের অধিকার পেয়েও প্যালেস্টাইনিদের ওপর নাৎসীসূলভ নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর শান্তি রক্ষকগণ প্রতিবাদহীন।

গত শতকের মতো একালের বৌদ্ধিক সমাজ প্রসারের বিরুদ্ধে, পৃথিবীর গভীর অসুখের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে সোচ্চার নয়। কোথায় গেল রঁলা-বাকুস-রামেল-আইনস্টাইন-মিটাশ- রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের বিশ্ব শান্তির পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা? এমন কি একাধিক জ্যাঁ পল সাত্রেরও দেখা মেলেনা একুশ শতকের বিশ্ব-অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে। নোয়াম চমস্কির গণতন্ত্রের পক্ষে নমনীয় বক্তব্যের প্রতিবাদ কোনো কাজে আসছে না।

বর্তমান বিশ্ব মনে হচ্ছে শক্তিমানের বিশ্ব, পরাশক্তির বিশ্ব। গণতন্ত্রের বড় অসহায়, দুর্বল অবস্থা। এ অবস্থার বিরুদ্ধে গত শতকের মতোই কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক রাজনীতিকেও একইভাবে প্রতিবাদে অংশ নিতে হবে। ঘরে বাইরে গণতান্ত্রিক শক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশের জন্য সবার সাথে বাংলাদেশকেও দাঁড়াতে হবে। কারণ ইউরোপীয় রাজনীতিতে সম্প্রতি রক্ষণ শীলতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি নির্বাচন তেমন ধারণাই স্পষ্ট করে তুলছে।

রাজনীতির এ অশুভ প্রবণতার বিরুদ্ধে সমন্বিত লড়াইয়ের কোনো বিকল্প নেই।

---

আহমদ রফিক
রবীন্দ্র গবেষক, ভাষাসংগ্রামী

# ভাষা আন্দোলন ও প্রথম প্রামাণ্য দলিল-গ্রন্থ

কামাল লোহানী

"মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা"

এমনই আত্ম পরিচয় আর দৃঢ় বিশ্বাসে বাংলার গর্বিত উত্তরাধিকার তারুণ্যদীপ্ত ছাত্রসমাজ মাতৃভাষা বাংলাকে সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে সংঘবদ্ধ তারুণ্যের প্রবল শক্তি নিয়ে সোচ্চার হয়েছিল, তাৎকালীন পাকিস্তানী শাসকচক্র মুসলিম লীগের ঔদ্ধত্যপূর্ণ নিপীড়ক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং গড়ে তুলেছিল এক অভাবিতপূর্ণ প্রতিরোধ শক্তির অমিততেজ লড়াই। সে ছিল উনিশশো আটচল্লিশ সাল।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির কূটকৌশলে অবিভক্ত বাংলার গণঐক্যের ভিতটাকে ভেঙে দিতে তৎকালীন বাংলায় সৃষ্টি করেছিল উনিশশো তেতাল্লিশের মনুষ্য সৃষ্ট মহাদুর্ভিক্ষ, যাকে সাধারণ মানুষ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে জানে। শানকি হাতে ছিন্নবস্ত্র মা-বোনেরা ধনীর দুয়ারে দুয়ারে একটু ফ্যানের জন্যে কী ব্যাকুল প্রাত্যাশায়ই হেঁটে মরেছেন, কিন্তু "দূর ছাই" ছাড়া মেলেনি কিছুই। ক্ষুধার অন্ন দেয়নি কেউ সেদিন নিরন্ন মানুষেরে। অথচ মানুষে মানুষে সম্প্রীতির প্রবল শক্তি ইংরেজ শাসকদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের আকাঙ্খায় ভীত হয়ে উনিশশো ছেচল্লিশে বাঁধিয়ে ছিল হিন্দু মুসলিম ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এটা ছিল ভারত ছেড়ে যাবার আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এক নির্মম কৌশল। তা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ক্ষমতালোভী নেতৃত্বের হাতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়ে গেল-ভারত ডোমিনিয়ান এবং পাকিস্তান নামে, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে।

"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" শ্লোগানে উন্মত্ত মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলার পূর্বাংশ এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের পক্ষে মত প্রকাশ করলো। অনেকেই এই দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন। কেউ কেউ এই বিরোধিতাকে হটকারিতা বলতেও ছাড়েননি।

পূর্ববঙ্গে তখন লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চার কোটি। এঁদের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। আর পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতাধরেরা রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যবহৃত মানিঅর্ডার, পোস্ট কার্ড, এনভেলপ ইত্যাকার সবকিছুতেই বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দু এবং ইংরেজি ব্যবহার করতে শুরু করে। সেদিনের 'আজাদি'র মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ববাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষের প্রতি অবহেলা এবং ভাষার প্রতি অসম্মান মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ১৯৪৮ সালে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য একটি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সে আন্দোলন তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে না পারলেও সৃষ্টি করেছিল মুসলিম লীগের বিরোধী রাজনীতি- প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। কিন্তু ক্ষোভে সংক্ষুব্ধ পূর্ববাংলা ১৯৪৯ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে দেয়া এক সংবর্ধনায় ক্ষমতাধরদের ঐ শীর্ষনেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মুখে উচ্চারিত হল "Urdu and Urdu shall be the only state language of Pakistan". সেদিনের সমাবেশে এই দম্ভোক্তির বিরুদ্ধে "নো নো" ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্র সমাবেশে এই বক্তব্যেরই পুনরোক্তি করায় প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল ছাত্ররা। অবশেষে পাকিস্তানের 'কায়েদে আজম' কে পেছনের দরজা দিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের পাহারায় পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ...তারপরে বেশকিছুটা সময় বয়ে গেলেও এই প্রতিবাদ আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারেনি। তবে পূর্ববাংলার তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন। আকস্মিকভাবে ইতিহাস পাল্টে গেল। খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন এবং ঢাকায় এসে পল্টন ময়দানে তিনি ১৯৫২'র ২৬ জানুয়ারি 'জিন্নাহর বক্তব্য'কেই পুনরোক্তি

করলেন। এইবার প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ দাবানলের সৃষ্টি করল। ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, নিন্দার ঝড় উঠল, প্রতিবাদী সাহসের শক্তি সংঘবদ্ধ করে তুলল। এসময়ের পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ভীতসন্ত্রস্ত। তাঁর মুসলিম লীগ প্রশাসন ও গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েও ছাত্রদের সংঘবদ্ধ মানসিকতাকে দমন করতে পারল না। সংঘবদ্ধ ছাত্রসমাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, "একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ ঘেরাও করবে। ভীতসন্ত্র মুসলিম লীগ সরকার-মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ও চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ সলাপরামর্শ করে ঢাকার আশেপাশে ১৪৪ ধারা জারি করল। ইতিমধ্যে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বৈঠকে বসল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি না তাই নিয়ে চলল তর্ক বিতর্ক। অবশেষে ভোটাভোটিতে হেরে গেলেন ছাত্র প্রতিনিধিরা। কিন্তু ইতিমধ্যেই সলিমুল্লাহ হলে "বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ" ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ভোটে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললেন, "আমরা ১৪৪ধারা ভঙ্গ করবোই"। জবাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব বৈঠকের পক্ষ থেকে জানিয়ে দিলেন যে মুহূর্তে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে সেই মুহূর্ত থেকেই "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" বাতিল হয়ে যাবে।

একুশের আমতলা

সর্বদলীয় বৈঠক শেষে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন। তখন আমতলায় ঢাকা শহরের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর বিশাল সমাবেশ। সভাপতিত্ব করছিলেন ছাত্রনেতা গাজীউল হক। প্রথমেই বক্তৃতা করতে উঠেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ১৪৪ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রতিবাদের সম্মুখিন হলেন। এরপর পরিস্থিতি পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মতিন বক্তৃতা করে ছাত্রছাত্রীদের মতামত জানতে চাইলেন। সমস্বরে সকলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত দিলেন এবং "অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই", "১৪৪ ধারা মানিনা, মানিনা" ইত্যাদি শ্লোগানে সোচ্চার হয়ে উঠলেন।

ছাত্রনেতা আব্দুস সামাদের পরামর্শ অনুযায়ী ১০জনেই মিছিল করলেন। প্রথম বেরুলেন ছাত্রীরা তাঁদের ট্রাকে তুলে সেকালের ঢাকা শহরের বাইরে ছেড়ে দেয়া হল। এমনি করে মিছিলের পর মিছিল। এক সময় বিশাল আকার ধারণ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু মিছিল মেডিকেল কলেজের সামনে যেতেই পুলিশ গুলি চালালো। গুলিতে আহত হয়ে সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার নিহত হলেন। ছাত্র হত্যার খবর পৌঁছে গেল চতুর্দিকে, বাতাসের কানে কানে। ছাত্র হত্যার এই একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক আকাশকে শোকাচ্ছন্ন করল বটে কিন্তু ছাত্র নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার শপথ গ্রহণ করলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে হত্যার প্রতিবাদে যে সভার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে ছাত্রনেতা ওলি আহাদকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্জীবিত করা হয় এবং তাঁর সভাপতিত্বে যুব নেতা মোহাম্মদ ইমাদুল্লাহ শোকাভিভূত মানুষের আবেগকে স্পর্শ করে অসাধারণ এক বক্তৃতায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ-গোলাম মাওলা, সাঈদ হায়দার, শরফুদ্দিন আহমেদ, বদরুল আলম, আহমদ রফিক প্রমুখ ছাত্র হত্যার জায়গায় একটি শহীদ মিনার তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং নিরাপত্তারক্ষীদের চোখ এড়িয়ে রাতারাতি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে ফেলেন। তবে দু'দিন পরেই পাকিস্তানী মিলিটারি স্মৃতির মিনারটি ভেঙ্গে দেয়।

ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে জেগে ওঠেন রাজধানীর নানা পেশাজীবী মানুষ, দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেন ঢাকার আদিবাসিন্দা-যাদের আমরা 'কুট্টি' বলি (এঁরা ছিলেন কট্টর মুসলিম লীগ সমর্থক) তাঁরা প্রতিহিংসা প্রতিশোধের লাঠিটা ফেলে দিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বর্তমান জেলা মেজিস্ট্রেটের অফিসের উল্টো দিকে ছিল ন্যাশনাল আর্ট স্কুল। প্রখ্যাত শিল্পী-শিক্ষক কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একদল চারু শিক্ষার্থী বসে গেলেন পোস্টার লিখতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন আমিনুল ইসলাম, ইমদাদ হোসেন, নিজামুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখ। তখন পোস্টার লেখা হতো খবরের কাগজের ওপর, গোলানো লাল-নীল-সবুজ কালি মাটির বাটিতে

কাঠিতে প্যাঁচানো ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি কলমে। শুনেছি, এঁদের মধ্যে এমদাদ হোসেন মিনিটে একটা করে পোস্টার লিখতেন। পোস্টারগুলো সারা শহরে আটার লেই দিয়ে সাঁটানো হতো দেয়ালে দেয়ালে। পোস্টারের ভাষা ছিল- "খুনি নুরুল আমীনের কল্লা চাই", "অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই", "সকল ভাষার সমান মর্যাদা দিতে হবে" আর "সকল রাজবন্দীর মুক্তি চাই" ইত্যাদি। এই শ্লোগান নিয়ে পোস্টারগুলো রাতের আঁধারে লাগানো হতো। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আরও একটি অভিনব প্রচার ছাত্ররা চালিয়েছিলেন তা হল পরদিন থেকে ঢাকা শহরে কুকুরের গলায় 'নুরুল আমীন' লেখা প্ল্যাকার্ড আর সে সময়ের ঢাকা শহরে নাইট সয়েল পরিবহনের জন্যে একটি গরুর গাড়ি ব্যবহৃত, তাতে লেখাছি, "নাজিমুদ্দিনের গাড়ি"। এ দেখে মানুষ চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং ঘৃনায় ও প্রতিবাদে সোচ্চার ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

১৯৫৬ সনে আওয়ামীলীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী হিসেবে যোগ দিয়েছিল, তখনই পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত ও গৃহীত হয়েছিল এবং তাতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই নির্দেশ চালু হওয়ার আগেই পাকিস্তানে আইয়ুবী সামরিক শাসন জারি হয়ে যায়। ফলে বাংলা ভাষা উপেক্ষিতই থেকে গেল।

প্রথম দলিলগ্রন্থ প্রকাশ সকলকে চমকে দিয়ে বাংলার ছাত্র সমাজ মানুষের মধ্যে যে চেতনার উন্মেষ ঘটালো তা ছড়িয়ে গেল সবখানে। এদিকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম মোহাম্মদ সুলতান বন্ধু এম আর আখতারকে নিয়ে গড়ে তুললেন একটি প্রগতিশীল প্রকাশনা সংস্থা। নাম তার পুঁথিপত্র প্রকাশনী। সিদ্ধান্ত নিলেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও ছাত্র হত্যার নির্মম ঘটনার একটি দলিল গ্রন্থ প্রকাশের। ছাত্রনেতা ও কবি হাসান হাফিজুর রহমান ও অন্যান্য বন্ধুদের সাথে আলোচনা করলেন। ঠিক হল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিষয় করে এই বইটি প্রকাশ করা হবে এবং হাসান হাফিজুর রহমান হবেন সম্পাদক এবং মোঃ সুলতান প্রকাশক। যেমন কথা তেমনি দ্রত পদক্ষেপের মাধ্যমে লেখা সংগ্রহ করতে শুরু করে দিলেন। ঠিক হল আগামী একুশে ফেব্রুয়ারির আগেই এ বইটি প্রকাশ করতে হবে। বইটি ঠিকই প্রকাশিত হল তবে নির্ধারিত সময়ের পরে মার্চ মাসে। তাঁর পেছনের কারণ হল, বই প্রকাশের প্রয়োজনের তাগিদে এবং তাৎক্ষণিক স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস ধরে রাখার জন্যে। কিন্তু অর্থের তো যোগান নেই। কি করা যায় ভাবতে গিয়ে হাসান একটা বুদ্ধি আঁটলেন এবং গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহে সোজা বাবার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। বাবাকে বললেন তাঁর কিছু টাকার প্রয়োজন এবং বাবা যেন না করতে না পারেন তেমনিভাবে আবদার জানালেন। ভদ্রলোক ছেলের কথায় সম্মতি জানিয়ে একখণ্ড জমি বিক্রি করে কয়েক'শ টাকা ছেলের হাতে তুলে দিলেন। তাই নিয়ে হাসান ছুটে এলেন ঢাকায় এবং বই ছাপার কাজ শুরু হল। অবশেষে ১৯৫৩-র মার্চ মাসে মহান ভাষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও ঘটনাপঞ্জি নিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের প্রথম দলিলগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হল।

এই গ্রন্থের প্রথমেই "সকল ভাষার সমান মর্যাদা" শিরোনামে আলি আশরাফ নামে এক ভদ্রলোক ভাষা আন্দোলনের অন্যতম দাবী ও উদ্দেশ্য নিয়ে একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এরপরেই আছে কতোগুলো একুশের কবিতা। তাতে লিখেছেন শামসুর রাহমান, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আব্দুল গনি হাজারী, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবাইদুল্লাহ, জামাল উদ্দীন, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক ও হাসান হাফিজুর রহমান। এরপরেই রয়েছে শওকত ওসমান, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, আনিসুজ্জামান, আতোয়ার রহমান এই চারজন। একুশে নিয়ে নকশা রচনা করেছেন মুর্তাজা বশীর নাম তাঁর "একটি বেওয়ারিশ ডায়েরির কয়েকটি পাতা"। সালেহ আহমেদের 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত স্বাক্ষর"। এই গ্রন্থে যে দুটি গান উদ্ধৃত হয়েছিল তাঁর একটি আব্দুল গফফার চৌধুরীর লেখা "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি" এবং তোফাজ্জল হোসেনের "রক্ত শপথে আমরা আজিকে তোমারে স্মরণ করি একুশে ফেব্রুয়ারি"। গান দুটি বহুল গীত, তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন আব্দুল গফফার চৌধুরীর লেখাটি প্রথমে কবিতা হিসেবে ছাপা হয়েছিল।

সেই কবিতাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন ছাত্র রফিকুল ইসলাম তাঁর ছোট ভাই রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইয়ে ও ঢাকা কলেজের ছাত্র আতিকুল ইসলামকে দিয়েছিলেন। কবিতাটি পেয়ে প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আব্দুল লতিফ সুর সংযোজন করে আতিকদের আয়োজিত নবীন বরণ উৎসবে প্রথম গেয়েছিলেন। ঢাকা কলেজ তখন ফুলবাড়ীয়া রেলস্টেশন (বর্তমান ঢাকা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ভবন) এর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এবং এর কাছেই ছিল নিউ প্যারাডাইজ সিনেমা হল, সেখানেই এই নবীনবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু শিল্পীর মন কতোটা উদার এবং সুন্দরের পূজারী তা একটি ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল। গণশিল্পী আলতাফ মাহমুদ গফফার চৌধুরীর কবিতাটি পড়ে আপ্লুত হয়ে সুর করে ফেললেন। যখন তিনি ঢাকা এলেন, তখন তিনি বরিশালেরই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী আব্দুল লতিফকে তাঁর দেয়া সুরটি শোনালেন। লতিফ ভাই তাঁকে বললেন, আজ থেকে তোমার সুরটিই চলবে, আমারটি স্থগিত রইল। সেই থেকে আলতাফ মাহমুদের দেয়া সুরেই "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি" গানটি গাওয়া হচ্ছে। আর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর সরকারের উত্থাপিত দাবিতে একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং পৃথিবীর প্রায় দু'শোটি দেশে এই গানের সুরটি বাজে ঐ মহান একুশে ফেব্রুয়ারিতে।

একুশে ফেব্রুয়ারি গ্রন্থে একটি মূল্যবান রচনা সংযোজন করেছেন তৎকালীন ছাত্রনেতা কবীর উদ্দিন আহমদ। তিনি লিখেছেন "একুশের ঘটনাপঞ্জি", তাতে তিনি ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ পর্যন্ত আন্দোলনের বিবরণ দিয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন আমিনুল ইসলাম এবং যে লীনকাঠ ও টেলপিসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা ছিল অকল্পনীয় বলিষ্ঠতা ও সাহসের পরিচায়ক। এ অলঙ্করণের দায়িত্ব পালন করেছিল মুর্তজা বশির ও আমিনুল ইসলাম। এছাড়া বইয়ের প্রতিটি ছত্রে এই তরুণ শিক্ষার্থীদের অসাধারণ প্রতিভা ও অঙ্গীকারের স্বাক্ষর লক্ষ্যণীয়। তাই উৎসর্গপত্রে তাঁরা লিখেছিলেন-

যে অমর দেশবাসীর মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছেন
একুশের শহীদেরা
যে অমর দেশবাসীর মধ্যে অটুট রয়েছে
একুশের প্রতিজ্ঞা
তাঁদের উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থটির মূল্য ছিল ২টাকা আট আনা। এর পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত বেরিয়েছিল। তারপর অবশ্য প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের সাথে সংযোজিত হয়েছিল আরও কিছু গল্প, কবিতা, গান।

---

কামাল লোহানী
বীর মুক্তিযোদ্ধা, ভাষাসংগ্রামী

*'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া*
*ঘর হতে দু পা ফেলিয়া'*

# সোনারগাঁওয়ের লোক ও কারুশিল্প বিজড়িত সমৃদ্ধ গ্রামের সন্ধানে

শামসুদ্দোহা চৌধুরী

রবী ঠাকুরের সেই অবিসংবাদিত আপ্ত বাক্যটিতেই ফিরে যেতে হয়, হবে। না ফিরে না গিয়েও কোনো উপায় নেই। কেনইবা যাব না, যেতে যে হবেই, শেকড়ের টানে। কবিতার ভাষায় যদি বলি "শিখরে যতই উঠি, শেকড় টেনে ধরে বার বার" সত্যিই কী তাই? যদি বাউলদের বাউলিয়ানায় ফিরে যাই "যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে ভাণ্ডে।" এই জাগতিক সংসারের ইশিনিশি কর্মযজ্ঞের মহারণে পাগল, উম্মাদের মতো কসমোপলিটান বিশ্বের রমরমা বাণিজ্যের গোলক ধাঁধায় ছুটছি, নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে অপাংক্তেয় বলে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বিদায় দিচ্ছি, পেছনে ফেলে যাচ্ছি কী, রাশি রাশি টন কসমোপলিটান সভ্যতার বর্জ্য। এ-বর্জ্যের স্তূপীকৃত জঞ্জালের মাঝে দাঁড়িয়ে পুষ্পের হাসি হাসছে মানুষ। আর এদিকে দমবন্ধ হয়ে যাওয়া পৃথিবী আঁতি পাঁতি হয়ে খুঁজছে ভাণ্ড। দাও সে অরণ্য, ফিরিয়ে লও হে নগর। মহাভারতের সেই তপোবন খুঁজতে গিয়ে আমি ক্ষ্যাপা হলাম ব্যাকুল। তপোবনের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ, অবারিত মাঠ, নির্মেঘ নীল গগন, ছায়া সুনিবিড় আরণ্যক নিস্তব্ধতা। সেই আরণ্যক নিস্তব্ধতার ভেতরে বেত, মোতরার, বাঁশঝাড়ের নিভৃত ছায়ায় আরণ্যের ফোঁটা ফোঁটা মধু নিংড়ানো ছনে ছাওয়া, বাঁশ বেতের কারুকাজে প্রকৃতির সেই সুধা ভাণ্ডের অপরূপ গ্রাম। শিখর থেকে শেকড়ের পানে ফেরা অদ্ভুত গ্রাম। আমাদের পরানের গহীনের বাতিঘর। যে বাতিঘরের প্রজ্বল আলোর ছটায় বাংলা বাঙালির কৌম কৃষি সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, বাঙালির মেরুদণ্ড হয়ে পত্তন ঘটায়েছিল এক সভ্যতার। সেই লোকজ সভ্যতার শেকড়ের টানে বাতিঘরের দিকে যাত্রা। একটি পৌরাণিক ছোট খাটো রাষ্ট্রের দিকে। গ্রাম রাষ্ট্রের কী না ছিল? কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতি, জেলে, জোলা, গায়ক, বাদক, নর্তক, কবিরাজ, সাপুড়ে, কিষান, আচার, বিচার, মেলা,উৎসব, পার্বণ, দিঘি, পুকুর,নদীনালা, খালবিল, গাই, গোরু, বকরি, গল্পকার, ছড়াকার, ওঝা, বয়াতি, বাদ্যকার ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ক কর্মকাণ্ডের মূল ভূমি ছিল আমাদের গ্রাম রাষ্ট্র, শিল্প গ্রাম, আমাদের বাতিঘর। আপন মনের মাধুরী মিশানো এক স্বপ্নীল ঘোরের বিমূর্ত খেয়াল লোকশিল্পীর ডিজাইনের চিন্তাধারা। সেই চিন্তা ধারার খেইকে নাগাল পাবার জন্যে লোকশিল্পীকে কোনো পদ্ধতিগত শিল্পের দ্বারস্থ হতে হয় না। তার চিন্তার খোরাক জোগায় চারদিক ঘিরে বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্যের অবিরাম ছুটাছুটি যা নিমিষেই লোকশিল্পীর অন্তরে মোটা দাগ দিয়ে যায়। সেই ছবি, সেই ডিজাইন কিন্তু আঁকা হয়ে যায় তাৎক্ষণিকভাবে এক নিরক্ষর শিল্পীর ভেতর। আপন মনের মাধুরী মেশানো সেই সুকুমার শিল্পীর নান্দনিক পৃথিবীতে নিজ মনের খেয়ালে যে আল্পনা, কল্পনার জাল বুনে, সেই ঐন্দ্রজালিক শিল্প প্রভায় পুলকিত হয় তার মন। তার তৃষ্ণার্ত হৃদয় এক আঁজলা জলের জন্য কাঁথার জমিনে নকশি ফুটিয়ে তোলে। একজন কারুশিল্পী ঠুক ঠুক করে কাঠের জমিনে কেটে যায় তার গস্নানি, বিষাদের, আনন্দের, বেদনার, শোককাব্য। একজন তাঁতি মাকুর টাই টুক আওয়াজ তুলে বুনে চলে কোনো বিলাসি রমণীর পরম আরধ্য পবিত্র বস্ত্র। এই তাঁতি, কারুশিল্পী, মৃৎশিল্পী, চিত্রশিল্পী, এরা কেউ প্রথাজনিত সুশিক্ষিত লোক নয়। এরা স্বশিক্ষিত। প্রকৃতির মেধাবী সন্তান। একজন মৃৎশিল্পী টেনে আনেন তারই লোকশিল্প কারখানার নিকটের বৃক্ষের মগডালে যে দোয়েলটি আপন মনে গান গেয়ে যাচ্ছে, তার ছায়া প্রচ্ছায়া তখন দোল খায় সেই শিল্পীর মনে। তিনি তুলে আনেন সেই শালিখ,কাক, দোয়েলের ছবি তার মৃৎপাত্রের জমিনে। ঠিক তাঁতিও তার ডিজাইনে বেছে নেন তার আশেপাশের জাংলায় ঝুলে থাকা লাউ, কুমড়ো, কড়লা পাতাকে নিয়ে। প্রকৃতির এই মেধাবী সন্তানেরা যখন নিজের মনের খেয়ালে নান্দনিক একটি শিল্প সৃষ্টি করেন তখন সেই শিল্পটি তার শিল্প থাকে না। সেই শিল্পটি হয়ে যায় গণ মানুষের, একটি রাষ্ট্রের শিল্প। শুধু বিনোদনের জন্য চিন্তা করে কোনো চারু কারুকলা শিল্প তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং কালক্রমে এই নান্দনিক শিল্পকেই বংশ পরম্পরায় জাত পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে। চারু কারুশিল্প ও শিল্পীদের নিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলা বাঙ্গালির লৌকিক কৌম কৃষি সভ্যতা, বাংলা ও বাঙালির আবহমান

কালের লৌকিক, শেকড়ের সভ্যতা। লৌকিক সভ্যতার পূণ্যভূমি সোনারগাঁও।

বাংলা বাঙালির ইতিহাস লিখতে হলে সোনারগাঁও প্রসঙ্গ আসবেই। নিম্নবঙ্গের নব্যাবকাসিকা সমতটের এক ঐতিহ্যবাহী জনপদ সুবর্ণগ্রাম। বৌদ্ধ হিন্দু রাজাদের সুবর্ণগ্রাম। মুসলিম সুলতান রাজন্যবর্গদের সোনারগাঁওয়ের ইতিহাস কত বছরের পুরনো তার সঠিক তথ্য উপাও না জানা থাকলেও সুবর্ণগ্রামের ইতিহাসের বয়স সহস্রাধিক বছর পেরিয়ে গেছে। বিভিন্ন ইতিহাসবিদ, পণ্ডিতদের বস্তুনিষ্ঠ গবেষনার পর একথাই আজ স্বীকার্য্য সত্য। সুবর্ণগ্রাম, সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার এক প্রাচীন জনপদ তো বটেই, সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁওয়ের খ্যাতি কিন্তু রাজধানী বা উপরিকদের "বিজয়স্কন্ধনাবাভার" ই নয়। সুবর্ণগ্রামের খ্যাতি তার অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক নদী বন্দর এবং পৃথিবীখ্যাত তার চারু ও কারুশিল্পের জন্যে। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ, পুরান এবং পর্যটকদের ধার না এবং বর্ণনাসুরে সোনারগাঁওয়ের সুক্ষ্ম মিহিবস্ত্র, কারুশিল্প, কাগজ, চাল এবং বিভিন্ন ধরনের নৌকা বানানোর জন্যে। গ্রীক, চীন, আরবিয়, ইংরেজ, পর্তুগিজ ব্যবসায়ী, নাবিকদের বিভিন্ন উক্তিতে তার ধার না এবং প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার বিভিন্ন সময় এখানে শাসন দণ্ড যেমন পরিচালিত হয়েছিল ঠিক তেমনি সোনারগাঁয়ের চারু ও কারুশিল্পের ব্যবসা কব্জা করার জন্যে এখানেও চলেছিল প্রতিযোগিতা। চারু ও কারুশিল্পের ধারাঁ উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত চলমান ছিল। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ঈসাখাঁর পুত্র মুসাখাঁ মুঘল সেনাপতি মির্জা নাথানের কাছে পরাজিত হলে সোনারগাঁয়ের গৌরবময় ইতিহাসের পতন হয়। নতুন রাজধানী ঢাকাকে ঘিরে আবর্তিত হয় রাজনীতি, শাসন, ব্যবসা, চারু ও কারুশিল্পের উৎপাদন, বিপণন ও বাণিজ্য। পরবর্তী ১৮০০ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সোনারগাঁয়ের চারু ও কারুশিল্পের টিমটিমে ধারা চলমান ছিল। আজ যেখানে গণ্ডগ্রামগুলোর উপস্থিতি, একসময় সে গ্রামগুলোকে ঘিরেই কুটির শিল্পের এক রমরমা ধারা অব্যাহত ছিল। ইংলেন্ডের শিল্প ব্যবস্থার আধুনিকতার ছোঁয়ায় কম দামে উৎপাদিত কাপড় আমদানি হয়ে যখন বাংলায় ঢোকে সেই অসম প্রতিযোগিতায় বাংলার সুক্ষ্মবস্ত্র টিকে থাকতে পারেনি। দ্রুন্নত পরিবর্তন হয় পেশার। তাঁতিরা পেশা পরিবর্তন করে, অনেকে নির্যাতিত হয়ে গভীর অরণ্যের দিকে চলে যায়। কালক্রমে সোনারগাঁওয়ের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ে সোনারগাঁও। ১৯৭১ এ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু'র আর্থিক সহযোগিতায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন চতুর্দশ শতাব্দীর চারু ও কারুকলাখ্যাত প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁওয়ে গড়ে তোলেন "বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন"। শিল্পাচার্যের উদ্দেশ্য ছিল এই ফাউন্ডেশন আবহমান বাংলার লোকশিল্প পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ, পুনঃজাগরণ এবং বাজারজাত করণে এক বিশেষ ভূমিকা রাখবে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে ফাউন্ডেশন কাজ করে আসছে। লোকশিল্প সংরক্ষণে ও বিকাশে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সময়ে জরিপ কাজ চালিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সোনারগাঁও ও রূপগঞ্জ উপজেলার চারু ও কারুশিল্পীদের সমসাময়িক অবস্থা বিশেষত পরিবর্তন। বাজারজাতকরণ সম্পর্কীয় জরিপ কাজ চলছে। জরিপ কাজে অংশগ্রহণ করে সোনারগাঁও অঞ্চলের চারু ও কারুশিল্প গ্রামগুলো ভ্রমণ এবং চারু ও কারুশিল্পীদের সমসাময়িক অবস্থা পর্যবেক্ষনের সুযোগ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তির রেশ ধরে বলতে হয় "ঘর হতে দু পা ফেলিয়া" সোনারগাঁওয়ে যে বাতিঘর দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তার মূল্যইবা কম কীসে। সোনারগাঁয়ের লোক ও কারুশিল্প সমৃদ্ধ গ্রামগুলো জরিপে যে বিষয় উঠে এসেছে, চারু ও কারুশিল্পের এক একটি গ্রাম বৈচিত্র্যময় কারুশিল্প নির্মাণের যেন কুটির শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন কারখানা। দেখে আশ্চর্য্যন্বিত হতে হয় পাশাপাশি পুলকিতও হয়েছি। এ উপজেলার সোনালি অতীতের চারু ও কারুশিল্পের বহমান ফল্গুধারার অবসান এখনো হয়নি। সোনরগাঁও উপজেলায় এখনও কারুশিল্পীদের পাশাপাশি জামদানি তাঁতি, বাঁশের চাঙ্গারী, ওড়া, বাবুর্চি পাতি, টুকরি, দইয়ের বিড়া, মাটির হাঁড়ি, সজিপাতি, পাতিল, মোতরার পাটি, পলো খাঁচা, চাঁই, কাঠের হাতি ঘোড়া, নকশি কাঁথা, হাতপাখা, তালের পাখাসহ বিচিত্র রকমের চারু ও কারুশিল্প নির্মাণের কুটির শিল্পের কারখানা সুদূর অতীত কাল থেকে শুরু হয়ে এখনও কাজ চালিয়ে আসছে। কখনো বংশ পরম্পরায় কখনো সহযোগী শিল্পী হয়ে কখনো বা পাড়া প্রতিবেশীদের উৎসাহে নিজ সংসারের আর্থিক অনটন লাঘবে এ-সমস্ত চারু ও কারু শিল্পীরা নিজমনের খেয়ালে নিজ মননমেধায় আপন মনের মাধুরী মেশানো পরানের গহীন থেকে তুলে আনা আল্পনার মায়াবী চিত্রিতচারুতা ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের চারু ও কারুশিল্পে। সম্পূর্ণ পদ্ধতিগত শিক্ষার

বাইরে স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত চারু ও কারু শিল্পীরা বংশ পরম্পরার ধারাবাহিকতার পরিচয় দিয়েছেন লোকজ সভ্যতার শেকড়ের সভ্যতা নির্মাণে। চারু ও কারুশিল্পীর চির অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি পরিচিত করেছে এক সময়ের সোনালি ঐতিহ্যের লুপ্তপ্রায় লোক ঐতিহ্যকে। সোনারগাঁও উপজেলার ৬০০ শত এর অধিক গ্রাম রয়েছে। একসময় হয়তোবা সোনারগাঁয়ের প্রতিটি গ্রামই চারু ও কারুকলা সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। আজ সেগুলোর বেশির ভাগই লুপ্ত হয়েছে আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক, আধুনিক গৃহস্থালী উপকরণের গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হবার কারণে। বিশেষত এখনও যে সমস্ত চারু ও কারুশিল্প গ্রামগুলো তাদের ঐতিহ্যগত ধারা বজায় রেখে টিকে আছে তাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। কারুশিল্পের গ্রাম হিসেবে যেখানে কাঠের কাজ হয় সে গ্রামগুলো হলো ইছাপুরা, কৃষ্ণপুরা, পানাম দুলালপুর অঞ্চলে। এ গ্রামগুলোর অবস্থান সোনরগাঁও পৌরসভাতে। কাপড়ের হাত পাখা, নকশিকাঁথা, বেতের মোড়া, বেতশিল্পের কারিগরদের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় নিজ সংসারের প্রয়োজন মোটানোর জন্যে মূল কাজের পাশাপাশি তারা ঐচ্ছিক পেশা হিসেবে কাঠের হস্তশিল্প এবং সূচিকর্মের পেশাকে ধরে রেখেছেন। মূলত বিভিন্ন মেলায় এবং সোনারগাঁওয়ের জাদুঘরের মেলায় অংশগ্রহণ করেন। ইছাপুরার আ: আউয়াল কারুশিল্পী একজন জাতিগতভাবে প্রখ্যাত শিল্পী। জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত এ শিল্পীর কাজ অত্যন্ত উচুমানের। গোয়ালদী গ্রামের হোসনে আরা বেগম একজন চারু ও কারুশিল্পী হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর সূচিশিল্পের নকশিকাঁথা ইতোমধ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। কারু ও সূচি শিল্পের পাশাপাশি বেত শিল্পের শিল্পীদের ও কাঠের হাতি ঘোড়া খেলনা শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়। মূলত গ্রামীণ মেলা ও শহরের কয়েকটি রপ্তানিমূলক প্রতিষ্ঠানে তাঁদের নিজস্ব মালামাল রপ্তানির নূন্যতম সুবিধা ভোগ করে টিকে আছে। মোগরাপাড়া ইউনিয়নের আলাপদী গ্রামের "মাছের চাঁই" নির্মাণ করে একটি পরিবার। তাদের নির্মিত মাছের চাঁই যায় সমুদ্রের তীরবর্তী জেলাগুলোতে। এদের আর্থিক অবস্থান মোটামুটি ভালো। হোসেনপুর এবং পিরোজপুর ইউনিয়নে কোনো চারু ও কারুশিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়তোবা কোন এক সময় কোনো কোনো পরিবার চারু ও কারুকলাশিল্প নির্মাণ ও বাজারজাত করণের পেশায় সম্পৃক্ত ছিল। পেশাগত রূপান্তরের ধারায় হয়তোবা এ সমস্ত পরিবার তাদের পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে গিয়েছে। বারদী, সনমান্দি ইউনিয়নে বংশ পরম্পরার ধারাবাহিকতায় কোনো চারু ও কারুশিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় না। সোনারগাঁ উপজেলার উল্লেখযোগ্য চারু ও কারুশিল্পের সমৃদ্ধ গ্রামগুলোর উপস্থিতি সাদিপুর এবং জামপুর ইউনিয়নে। এ দু-ইউনিয়নে শিল্পীরা সোনারগাঁওয়ের সমৃদ্ধ চারু ও কারু শিল্পের ধারাবাহিকতা বংশ পরম্পরায় জিইয়ে রেখেছেন। আন্ধারমানিক, গনকবাড়ি, গজারিয়াপাড়া, ভরত, রাউতগাঁও, পাটালিপাড়া, জগনাদি, প্যাচাইন, ভারগাঁও, ওটমা, দেওভোগ, বড়গাঁও, কোবাগা মূলত এ গ্রামগুলো এক একটি গ্রাম ভিন্ন ভিন্ন চারু ও কারুশিল্প নির্মাণের সমৃদ্ধ গ্রাম। এ সমস্ত গ্রামগুলোর বৈশিষ্ট এক একটি পল্লী তাদের নিজস্ব ঘরানায় আত্মীয় পরিজন, পাড়া প্রতিবেশী একত্রে মিলে একএকটি শিল্প গড়ে তুলেছেন। সোনারগাঁওয়ের উত্তরাঞ্চলের ভূমি রক্তবর্ণ। দক্ষিণভাগের নিম্ন ভূমি মূলতকালো রঙের। উত্তরভাগের রক্তবর্ণ ভূমির সৃষ্টি হয়েছে সম্ভবত কয়েক হাজার বছর আগে। কাপাসিয়া এবং গাজীপুরের রক্তবর্ণের ভূমিকা সমসাময়িক মনে হয়। মূলত লোক ও কারুশিল্প গ্রামগুলো এ ভূমির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। টিলাসদৃশ্য ভূমির ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাঁশঝাড়, ঘন জঙ্গল, আম কাঁঠালের বাগানের ছড়াছড়ি, বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থিতি বাঁশ, বেত, মোতরার, ছিটকির গুল্ম, জায়জঙ্গল, টিলার নিচে ধানী জমি, জলের নহর,আঁকাবাকা খালবিল,বিক্ষিপ্ত নদীর ক্ষয়িষ্ণু ধারা ও ইতল বিতল পথের নিসর্গমণ্ডিত অপরূপ ছায়াময় মায়াময় পরিবেশে লোক ও কারুশিল্পীদের মাটির ঘর, তাদের সংসার, মাটির ঘরের পাশাপাশি কবুতর ঘর, হাঁস-মুরগির ছোট খামার, ছোট ছোট খামারের পাশে নিজ মাটির ঘরে এক পাশে খাবারদাবার, শোবার ঘর, ঘরের এককোনে কোমর তাঁত, জামদানি শাড়ি নির্মাণের কারখানা, চমৎকার। এ সমস্ত গ্রামগুলো পর্যবেক্ষণে মনে হয় সোনালি অতীতে ঝোঁপঝাঁড়,বাঁশবন, জায়জঙ্গলের নিঝুঁম প্রকৃতির মাঝেই একসময়ের বাংলার লৌকিক গ্রামগুলো হয়তোবা এমনই ছিল। একসময় সোনারগাঁওয়ের উত্তর ভাগে যে গভীর অরণ্য ছিল তা ব্রিটিশ ভূগোলবিদ রেনেলের জরিপেই দেখা যায়। তো আন্ধারমানিক, গনকবাড়ি গজারীয়া পাড়া, ভরত, কাহেনা, ভারগাঁও, এ সমস্ত গ্রামগুলোকে জামদানি গ্রামই বলা যায়। বংশপরম্পরায়, পারিবারিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরীরা এ পেশার সাথে জড়িত। স্বামী, স্ত্রী মিলে শাড়ি

বুনছেন। তাদের সাহায্য করছে সাগরিদ, জোগালিরা। এদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। পারিবারিকভাবে জড়িয়ে আছেন, ছেলে-মেয়েরাও বাবা মাকে সাহায্য করছে। পড়াশোনায় আগ্রহী ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারছে না মূলত আর্থিক অনটনের কারণেই। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বেশিরভাগ তাঁতিদের লেখাপড়ার মান স্বাক্ষর জ্ঞান পর্যন্ত। মূল সমস্যা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। সাগরিদ বা জোগালি তাঁতিরা সংগ্রহ করতে পারছে না। স্বামী স্ত্রী দু'জনে এক সপ্তাহে তারা একটি শাড়ি তৈরি করতে পারেন। এ শাড়ি তৈরিতে তাদের খরচ হয় ১৫০০-১৭০০ টাকা। ফড়িয়া এবং মধ্যসত্বভোগীদের হাত বদল হয়ে এ শাড়ি যখন আড়ং বাজারে যায় এ শাড়ির মূল হয় চার হতে পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু যে তাঁতি দিনরাত পরিশ্রম করে এ শাড়ি বুনছেন তারা পেলেন সব খরচ বাদে ৭০০-৮০০ টাকা মাত্র। তাঁতিদের স্বাক্ষাৎকারে জানা গেছে এ শাড়ি উৎপাদনে নিজেদের শ্রমের মজুরি বাদ দিয়ে জোগালি এবং সাগরিদকে একটি শাড়ির মজুরি দিতে হয়েছে ৭০০-৮০০ টাকা। সূতো,রং, জরি মিলিয়ে যদি আরো ৮০০.০০ টাকা খরচ হয়, দেখা যায় এক মাসে চারটি শাড়িতে টিকে ৩,০০০.০০ টাকা। এ আয় দিয়ে কীভাবে বেঁচে থাকে লোকশিল্পীর পরিবার। বাধ্য হয়ে তারা জাত পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশার দিকে চলে যাচ্ছেন। যে পেশায় রুটি রুজির বন্দোবস্ত হয় না সে পেশায় নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করবে কিভাবে ? জামদানি পল্লীর অধিকাংশ তাঁতিরা মনে করেন তারা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের টিকে থাকা দায় হয়েছে। এই শিল্প অস্তিত্ব হুমকিতে পড়েছে মধ্যসত্বভোগীদের কারণে। মূলত এ ব্যবসা পাইকার এবং ফরিয়াদের কব্জায় চলে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে তাঁতিরা টিকে থাকার জন্য শাড়িতে নায়লনের সুতা ব্যবহার করছে। হাফসিল্কের আসল জামদানি তৈরিতে খরচ হয় তিন হতে চার হাজার টাকা। মূলত তারা ২,০০০.০০-১০,০০০.০০ টাকা মূল্যের জামদানি শাড়ি তৈরি করছেন। অস্তিত্ব হুমকির মূল কারণ গুলোর মধ্যে অন্যতম কারণ হলো বর্তমানে ভারতে মেশিনে বোনা নায়লনের জামদানি এ শাড়ি প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশে আমদানির কারণে এবং মূল্য কম হওয়াতে অসমপ্রতিযোগিতায় স্থানীয় জামদানির চাহিদা দিন দিন কমে যাচ্ছে। সাগরিদের এবং যোগালির অভাবে অনেকে নিজেদের কয়েকটি তাঁতের মধ্যে একটি রেখে বাকিগুলো বন্ধ করে দিচ্ছেন। কারণ যোগালি বা সাগরিদ সংগ্রহ করতে অগ্রিম দাদন দিতে হয়। বিশ, ত্রিশ হাজার টাকা অগ্রিম দাদন দিয়েও সাগরিদ এবং যোগালি পাওয়া যায় না। সাগরিদ এবং যোগালি সাধারণত কিশোর বয়সের, এই বয়সের কিশোররা অন্য পেশায় অধিক টাকা উপার্জন করে বিধায় এ পেশাতে আসতে আগ্রাহী হয় না। মূলধনের সমস্যার কারণে অনেক তাঁতি তাদের পেশা পরিবর্তন করছে। অতীতে যে তাঁতখানা ছিল একটি তাঁতি পরিবারে সার্বক্ষণিক অর্থ উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন সেখানে বাধ্য হয়ে তাঁতিরা এ পেশাকে ঐচ্ছিক রেখে জায়গা জমি চাষাবাদের দিকে ঝুঁকছেন। এ গ্রামগুলো ঘুরে দেখা গেছে পরিবারে ছেলে মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বেশির ভাগ তাঁতিই স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। শাড়ির জন্য কাঁচামালের সুতো, জরির রং সংগ্রহ করেন স্থানীয় হাটবাজার হতে। শাড়ি বিক্রী করেন ভোরে তারাবো জামদানি হাটে। এ শিল্পের বিকাশের জন্যে শাড়ি বিদেশে রপ্তানির বন্দোবস্ত এবং নতুন বাজারের সন্ধান করতে হবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসগুলো এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে বিদেশে জামদানি মেলা এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিদেশি ব্যবসায়ী, ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ সম্ভব। সরকারি এবং বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত জরুরি। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারা বিদেশে শাড়ি শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। যেমন তুরস্ক, পারস্যের গালিচা ভিত্তিক কুটির শিল্প ঐ সমস্ত দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। মসলিনের উত্তরসুরী জামদানি সংগ্রহ এবং পরিধানে বাংলাদেশের মানুষদের আরো বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্যে গণমাধ্যম বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্টমিডিয়াগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। মূলধন সমস্যার জন্যে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ঋণ দানের বন্দোবস্ত করতে হবে। তাঁতিদের এ পেশায় নিশ্চয়তা প্রদানের জন্যে তাঁতি পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে খাদ্য রেশন কার্ডের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। সবার ওপরে মধ্যসত্বভোগীদের কবল থেকে এ ব্যবসাকে মুক্ত করতে না পারলে এ ব্যবসায় বিকাশ সাধন সম্ভব নয়।

কোবাগা, ওটমা, রাউতপুর, পাটলিপাড়া, ব্রাহ্মন্দী, আশেপাশের গ্রামগুলো বাঁশজাত দ্রব্যাদির কারুশিল্পের কয়েকটি সমৃদ্ধ গ্রাম। উল্লেখ্য এ গ্রামগুলোতে প্রচুর

বাঁশঝাড়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অতীতে সম্ভবত এ অঞ্চলগুলো বাঁশ, বেত, মোতরার গভীর জঙ্গল ছিল। বাঙালির কৌমকৃষি ব্যবস্থা এবং ঘর দুয়ারের স্থাপত্যে মাটি, বাঁশ, বেত এবং কাঠ, শনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছিল। এ সমস্ত গ্রামগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো পাতি, টুকরি, বাবুর্চি পাতি, ওড়া, খাচি, সব্জি খাঁচা, চাঁই, পলো, মোতরা পাটি, চাঙ্গারির জন্যে আলাদা আলাদা গ্রাম আছে। বাঁশঝাড়ের আধিক্য দেখে বুঝা যায় বাঁশ বেতের সহজলভ্যতার জন্যে এ গ্রামগুলোতে এই কারুশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। বাঁশের কারিগরদের সাথে আলাপচারিতায় জানা গেছে বংশপরম্পরায় এ কাজে সম্পৃক্ত ছিল এই পাড়ার শিল্পীরা। বর্তমানে অত্যন্ত দরিদ্র এই পরিবারগুলো এ সমস্ত পেশায় জড়িত আছে। তাদের মূল সমস্যা হলো বাঁশের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি, চাহিদা কমে যাওয়া এবং ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত এই কারুশিল্পীরা এই পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় ঝুঁকছেন। বছর কয়েক আগেও এ পেশা লাভজনক ছিল। সব্জিপাতির এক সময় বিশেষ কদর ছিল। বিশেষত বিদেশে সব্জি রপ্তানিতে সব্জি পাতির বহুল প্রচলন ছিল। বর্তমানে সুতোর জালির ব্যাগ এবং কাগজের প্যাকেজিং হওয়াতে সব্জি পাতি বিদেশে রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে। কারুশিল্পীদের ব্যবসায়ে ধস নেমেছে। এছাড়া বর্তমানে প্লাস্টিক এবং সিলভার, অ্যালুমুনিয়ামের ভাণ্ড, গামলার অধিক ব্যবহারে বাঁশের ওঁড়া, চাঙ্গারি, টুকরির ব্যবহারে দিনকে দিন কমে আসছে। বর্তমানে এ ব্যবসায় টিকে থাকা দায়। মূলত কাঁচামাল সংগ্রহে পরিবহন মূল্য এবং পাইকারদের কাছ থেকে বাঁশ সংগ্রহে আয় করা দূরে থাকুক এ সমস্ত বাঁশের কারুশিল্পীরা পাইকারদের নিকট ঋণের জালে আবদ্ধ হচ্ছেন। দইয়ের বিড়া, মোতরার পাটি প্রস্তুতকারক শিল্পীরা কোনোক্রমে পৈতৃক পেশাকে আগলে রেখেছেন। তা কতদিন সম্ভব হবে তারা নিজেও জানে না। মোতরা পাটির শিল্পীরা মোতরা সংগ্রহে হিমসিম খাচ্ছেন। রাউতগাঁওয়ের মোতরা পাটির শিল্পীদের সাথে আলাপচারিতায় জানা গেল দেশিয় মোতরার খুবই অভাব। তাদের মোতরা সংগহ করতে হয় সিলেটের গোয়াইন ঘাট অঞ্চল থেকে। প্লাস্টিকের পাটির ব্যবহারে মোতারার পাটি ব্যবহার দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। এই সমস্ত গ্রামের চারু ও কারু শিল্পীদের টিকিয়ে রাখতে হলে এবং এশিল্পের বিকাশ ঘটাতে হলে পরিবেশ বান্ধব এ শিল্প সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ছাড়াও প্রকৃতিগতভাবে মোতরার উৎপাদন দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। মোতরার চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ দিনে দিনে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। প্রকৃতিগত এবং মানুষের হাতে বনভূমি উজাড় হওয়াতে এ সমস্ত কারুপণ্যের উৎপাদন, কাঁচামাল উৎপাদন এবং সংগ্রহ দিনে দিনে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমাগত প্লাস্টিক জাত দ্রাব্যাদি, সিলভার, অ্যালুমিনিয়ামের ভাণ্ড, গামলা ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাচ্ছে। বাঁশ বেতের কারুশিল্পের থেকে টেকসই বিধায় সহজলভ্য প্লাষ্টিকজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারের দিকে মানুষ ঝুঁকছে। পরিবেশবান্ধব এ শিল্প ব্যবহারে স্বাস্থ্যগত উপকারিতা সম্পর্কে গণমানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে প্রয়োজনে বাঁশ, বেত, মোতরার কারুশিল্পীদের পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে রেশনিংয়ের (খাদ্য সামগ্রী) আওতায় আনতে হবে। চারু ও কারুশিল্পের শিল্প গ্রামগুলোর প্রজন্ম আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। মূলত আর্থিক অনটনের কারণে শিল্পীদের সন্তানাদি আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রয়োজনে ভকেশনাল অথবা খণ্ডকালীন নৈশ স্কুলের মাধ্যমে কারু শিল্পীদের সন্তানের লেখাপড়া শেখানোর সুযোগ দিতে হবে। মূলধন জনিত সমস্যার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের ঋণদানের বন্দোবস্ত করতে হবে। সর্বশেষে চারু ও কারুশিল্প যে সুস্বাস্থ্যগঠনে পরিবেশ বান্ধব শিল্প এবং নির্মল আনন্দ দেয়ার একটি প্রকৃতিগত চিরবহমান বন্ধু সে কথাটি মানুষকে বোঝাতে হবে। সোনারগাঁও উপজেলার চারু ও কারুশিল্পীদের জরিপ কাজে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় ফাউন্ডেশনের ফটোগ্রাফার বন্ধু শফিকুর রহমান এবং আমার সহযোগী উদীয়মান লেখক শংকর দাশের সাহায্য সহযোগিতাও ভুলার নয়। সবাইকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রেখে পরিশেষে এ কথাটি বলতে চাই, লোকজ শিল্প এবং শিল্পী আমাদের শেকড়ের কথা বলে। এই শিল্পীরা স্বভাবজাত কারণে নিজস্ব মেধায় স্বশিক্ষিত কারিগর।

চারু ও কারুকলার শিল্পীরা একটি দেশের পবিত্র এবং সূচিস্নিগ্ধ কারিগর। এ শিল্প গ্রামকে আধুনিকতার বিষবাষ্পের বর্জ্য থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার, আপনার, সকলের এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের।

---

শামসুদ্দোহা চৌধুরী

লেখক, গবেষক

# সার্ভে প্রতিবেদন -২০১৬

মো. ইয়ামিন খান

আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার ও বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এই প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ একটি সরকারি প্রজ্ঞাপন বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই লোকশিল্পের বিকাশে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। লোকশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি মাঠ পর্যায়ে কারুশিল্পীদের অবস্থান নিরূপণ, লোকশিল্পের পরিধি ও প্রবৃদ্ধি মূল্যায়নের লক্ষ্যেকাজ করে যাচ্ছে।চলতি অর্থ বছরে লোকশিল্পের জরিপ কাজটির জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার ২টি উপজেলা সোনারগাঁ ও রূপগঞ্জকে বেছে নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক দেশ বরেণ্য কবি রবীন্দ্র গোপ মহোদয় কাজটি সুচারু রূপে সমাপ্ত করার জন্য ৬ জনকে তিন সদস্যবিশিষ্ট দু'টি দলে বিভাজন করে দায়িত্ব প্রদান করেন।

তারই ফলে জনাব মো. ইয়ামিন খান, জনাব নূরমোহাম্মদ মোল্লা, ও জনাব মো. জহিরুল ইসলাম দল-২ এ স্থান পায়। গত.....তারিখ থেকে সোনারগাঁও উপজেলার জরিপ কাজ দিয়ে দল (২)-এর যাত্রা শুরু হয়। মধ্যযুগে বাংলার রাজধানী খ্যাত ও মনোরম নৈসর্গিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ ভূস্বর্গ ও প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপিঠ সুবর্ণগ্রাম,বর্তমানে সোনারগাঁ উপজেলা নামে পরিচিত। এর আয়তন ১৭৬.৬৬ বর্গ কিলোমিটার। একটি পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়নে ১,৭৮০টি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে সোনারগাঁ উপজেলা।

সোনারগাঁ উপজেলাকে ঘিরে তিনটি বৃহৎ নদী এই জনপদকে করেছে সমৃদ্ধ। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পের দিক থেকে এই জনপদ বহুপ্রাচীন কাল থেকে সমৃদ্ধ ছিল। রালফিচ, হিউয়েন সাং ও ইবনে বতুতা প্রমুখ পরিব্রাজকদের ভ্রমণ কাহিনিতে সোনারগাঁয়ের সোনালী ইতিহাসের কথা বিধৃত হয়েছে। সেই সোনালী অতীত হয়তো এখন শুধুই অতীত কিন্তু তার রেশ এখনও মিলিয়ে যায়নি। এ অঞ্চলের প্রবহমান কারুশিল্পে তার ছাপ সুস্পষ্ট বিদ্যমান। এখানকার ঝিনুকের বোতাম এখন আর নেই। বহুকাল আগেই বিলীন হয়ে গেছে, কিন্তু এখানকার চিত্রিত হাতি, ঘোড়া ও মমী-পুতুল আজও সেই সোনালী অতীতকে মনে করিয়ে দেয়। এখানে রয়েছে মোঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠা জামদানি শিল্প যা মোঘল সম্রজ্ঞীদের অত্যন্ত প্রিয় বস্ত্র ছিল। এ-ছাড়া বাঁশ ও বেতের নানা ধরনের কারুপণ্য ও নকশি কাঁথার কাজ এ অঞ্চলকে করেছে সমৃদ্ধ। উল্লেখ্য যে সোনারগাঁ উপজেলার সব গ্রাম বা ইউনিয়নে কারুশিল্পীদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কারুশিল্প কি এ সম্পর্কে জনাব তোফায়েল আহমেদ August penyella, "Folk art of the Amaricas N.Y.1981" .p.6 এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন। In the expression Folk Art is not only the word "Art", that is difficult to urderstand; the word "Folk" is equally problematic.অপর দিকে এদেশের জন্য বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে। এ কারণে যে, এখানে হাত ও হাতিয়ারের সাহায্যে তৈরি কয়েক পর্যায়ের যে শিল্পকর্ম আছে, যথেচ্ছভাবে সেগুলোকে আমরা লোক,কারু, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প নামে অভিহিত করছি। প্রকৃত অর্থে লোকশিল্পকি তাই?

লোকশিল্পের আধুনিক সঙ্গা হচ্ছে "বহু প্রাচীনকাল থেকে লোক মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মবোধ থেকে উৎসারিত উপাদান যা ঐ সকল মানুষের লৌকিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ও নান্দনিক সুষমা মণ্ডিত শিল্পকর্ম।"

আর সে কারণেই আমাদের দল ঘুরে বেড়িয়েছে সেই সব লোক মানুষের সন্ধানে যারা বংশ পরম্পরায় ধরে আছে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের শেকড় এবং হৃদয়ে লালন করেছেন পূর্বপুরুষদের স্বপ্ন। সোনারগাঁ উপজেলার এমনি একটি গ্রামের কিছু কারুশিল্পীদের সাথে কথা হয়েছে যারা এখনও পৈতৃক ভিটায় বসে পিতা- পিতামহ, প্রপিতামহের হাত ধরে শেখা কারুপণ্য আপন মনের মাধুরী দিয়ে বুনে যাচ্ছে। গ্রামের নাম সম্মান্দী, সোনারগাঁ উপজেলার উত্তর পূর্ব দিকে ইউনিয়নটির অবস্থান মোট

জনসংখ্যার ৩৫,২৫৭ জন। জনসংখ্যার মাত্র ০.০৩ শতাংস সরাসরি কারুশিল্প উৎপাদনের সাথে জড়িত। পশ্চিম সম্মান্দীর এই গ্রামে মাত্র ৫ টি পরিবার বাঁশের ঝুড়ি, পাতি, ডোলা, কুলা, চালনি ইত্যাদি কারুপণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। পরিবারের সকল সদস্যই (যার বয়স আটের উর্ধ্বে) কম বেশি এ কাজে সহযোগিতা করেন। কারুশিল্পীদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, পরিবারের কোন সদস্যই প্রামারি স্কুলের গন্ডি পেরোয়নি এবং কেনো পেরোয়নি তার উত্তরে বলেন "কাজ না করলে চলমু কেমনে, খামু কি? পরা লেহা আমাগো জন্যে না", এইসব শিল্পীদের পরিবেশ ও প্রতিবেশই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সমাজের মূল স্রোত থেকে। বাড়ির আঙ্গিনায় বেড়ে উঠা বিশেষ ধরনের বাঁশই তাদের উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল। সপ্তাহে একবার স্থানীয় হাটে অথবা পাইকারদের কাছে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে থাকে। এভাবেই চলে তাদের জীবন জীবিকা। দিন গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর চলে যায় কিন্তু তাদের জীবনের কোনো পরিবর্তন আসে না। সমাজের আর পাঁচটি মানুষ যেমন নতুন নতুন স্বপ্ন দেখে, তাদের আর তেমন করে স্বপ্ন দেখা হয় না। তারা আনমনে বুনে চলেছে পিতামহ, প্রপিতামহের স্বপ্ন, এটাই যেন তাদের জীবনের মূল চালিকা শক্তি।

এরপর বাঁশের কারুশিল্পীর সন্ধানে আমরা জামপুর ইউনিয়নের কাহেনা ও বেলাব গ্রামে চলে আসি। গ্রাম দুটোর প্রায় সকল বাড়িতেই বাঁশের ঝুড়ি, পলো, বাঁশের ঝাঁকা, ডোলা ইত্যাদি বানাতে দেখা যায়। দল-২ বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের কর্মময় জীবন ও পরিবেশের তথ্য সংগ্রহ করেছে। এখানে পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যকে নানাভাবে বাঁশজাত কারুপণ্য উৎপাদনে সহযোগিতা করতে দেখা গেছে। শিল্পীদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, তারা এই শিল্প উৎপাদনে ক্রমশ নিরুৎসাহ বোধ করছেন। কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন "এই হগল কাম কইরা অহন পুষায়না, একটা দুইটা জিনিস ছাড়া অহন কেউ এডি কিনতে চায় না"। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি কথাগুলো বলছিলেন। নগর সভ্যতার উন্মেষের ফলে এসব পণ্যেরবাজার চাহিদা প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌছে গেছে। ফলে শিল্পীরা এ সকল পণ্য উৎপাদনে নিরুৎসাহ বোধ করছেন। অনেকে পূর্ব পুরুষের এ পেশা ছেড়ে রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন, আবার কেউ কেউ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্য পেশায় ঝুঁকে পড়েছেন। গ্রাম দুটো ঘুরে মোট ৪১ জন বাঁশের কারুশিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়।

সম্মান্দী ইউনিয়নের জরিপ কাজ করতে গিয়ে দল-২ জামদানি শিল্পীদের সন্ধান পায়। পশ্চিম সম্মান্দী ও ছনকান্দা গ্রামে ৫ ঘর তাঁতী সরাসরি এই শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে। তাদের সাথে আলাপ কালে জানা যায়, প্রায় সকলেই পূর্ব পুরুষদের হাত ধরেই কাজ শিখেছেন এবং প্রায় তিন পুরুষ ধরে ধারাবার্হিকভাবে এ কাজ করে আসছেন। এদের কেউই প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হতে পারেনি। বর্তমানে এ শিল্পের বাজার মন্দা থাকায় তাদের আর্থিক অবস্থারও কিছু মন্দাভাব বিরাজ করছে। তারা মূলত ভারত থেকে আসা মেশিনের তৈরি জামদানিকে দায়ী করছেন। এছাড়া সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের কাহেনা গ্রামে ২ ঘর জামদানি তাঁতী ও সাদীপুর ইউনিয়নের নন্দীপুর গ্রামে রয়েছে ১৫ ঘর তাঁতী। টিম ২ যখন জামদানি শিল্পীদের খোঁজে সম্মান্দী ইউনিয়নের নন্দীপুর গ্রাম পরিদর্শন করেছিলেন তখন ৭ ঘর মৃৎশিল্পীর সন্ধান পান, যাঁরা এখনও মৃৎশিল্পের নানা খুঁটিনাটি জিনিষগুলো তৈরি করে যাচ্ছেন। এই শিল্পীদের সাথে নিবিড় আলাপচারিতায় জানা যায়, তারা এখন আর আগের মতো কাজ করতে উৎসাহ পান না। এর কারণ জানতে চাইলে প্রায় সকলেই বলেন,"কার জন্য বানামু আর কই বিক্রি করমু? আগে বর্ষা মৌসুমে নৌকায় করে গ্রামের হাটে নিয়া বিক্রি করতাম, অহন এসব জিনিসের চাহিদাও নাই আবার হাটগুলানের চেহারাও বদলায়া গেছে, ফলে এসব মাল বেচনের সুযোগও কইমা গেছে। অহন টুক টাক যে সকল মালের চাহিদা আছে, (পাইকারা অর্ডার দেয়) হেই সকল মালই তৈরি করি"। দল-২ তাদের প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে যে জিনিসটি লক্ষ্য করেছে তা হলো দই এর চেপটা পাতিল, ছাঁচে তৈরি বিভিন্ন খেলনা ও প্রতিমা মূর্তি। কাজ করছিলেন এমন প্রবীণ কয়েকজন শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনার সন্তানেরা কোথায়, তারা কি আপনাদের সাহায্য করে না? উত্তরে বয়সের ভারে ঋজু এক প্রবীণ শিল্পী সুশীল চন্দ্র পাল বললেন, "বাবা এই কাম আমরাই ছাড়তে পারি নাই,তয় পুলাপানেরা ছাপ জানাইয়া দিসে এইগুলি তারা আর করবো না"। জানা গেছে এই সব শিল্পীরা শিক্ষিত না হলেও ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষায় উৎসাহিত করেছেন।

অনেক ছেলে মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে রাষ্ট্রের বড় বড় পদে আছেন। এই গ্রামের পালরা মৃৎশিল্পের অন্যান্য উপকরণ তৈরির চাইতে প্রতিমা তৈরিতে অধিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। দূর্গাপুজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, কালী পূজার প্রাককালে তারা প্রকৃত আয়ের সুযোগ পান।

সোনারগাঁও পৌরসভার ভট্টপুর ও রঘুভাঙ্গা গ্রামে রয়েছে ২ঘর দারুশিল্পী যারা বংশপম্পরায় লোকশিল্পের অনবদ্য নিদর্শন কাঠের হাতি, ঘোড়া ও মমিপুতুলের মতো ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে এ শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এঁরা হচ্ছেন আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর ও তার স্ত্রী সুচিত্রা রাণী সূত্রধর এবং বীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর ও তার স্ত্রী দিপালী রানী সূত্রধর। পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া পেশাকে তাঁরা এখনও ধরে আছেন, তবে তাঁরা জানান এ কাজ করে তাঁদের সংসার নির্বাহ হয় না। তাই এ কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা সূতার মিস্ত্রির কাজও করেন।

এ ছাড়া পৌরসভার চৌদানা গ্রামের আরও একজন কৃত্তিমান দারুশিল্পী জনাব আবদুল আউয়াল মোল্লা, যার হাতের স্পর্শে অসার কাঠও শিল্প সৌন্দর্যে মূর্ত হয়ে উঠে। তিনি নানা অলংকরণে তৈরি করেন গৃহস্থালীর নানা তৈজসপত্র। যদিও এটি তাঁর বংশানুক্রমিক ধারায় প্রাপ্ত শিল্পকর্ম নয়, নিছক শখ থেকে এখন পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর সাথে আলাপ কারে জানা যায় তিনি এ কাজে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এই পেশায় তার সাথে তাঁরই ছোট ছেলে যুক্ত হয়েছেন। এ কাজ করে তিনি জাতীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকটি সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেছেন।

পৌরসভার আরও একটি গ্রাম গোয়ালদী, এখানে নকশি কাঁথায় আপন মনে ফোঁড় তুলে যাচ্ছেন একজন শিল্পী নাম, হোসনে আরা বেগম, তার এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে তাঁর সাথে তার এক মেয়ে ও স্থানীয় ১০-১২ জন সুবিধা বঞ্চিত মহিলারা কাজ করে যাচ্ছে। তিনি ইতোমধ্যে তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে জাতীয় পর্যায়ের সম্মাননা পেয়েছেন।

পৌরসভার খাগুটিয়া গ্রামের অমল চন্দ্র দত্ত কাজ করছেন ঝিনুক দিয়ে। তিনি নানা ধরনের অলঙ্কার, চাবির রিং ইত্যাদি তৈরি করেন। তার এই কাজে তাঁর এক মেয়ে ও স্ত্রী সহযোগিতা করেন। উৎপাদিত মালামাল তিনি মেলায় ও পাইকারদের কাছে বিক্রয় করে থাকেন।

উপজেলার রঘুভাঙ্গা গ্রামে দুই জন শিল্পী, সন্ধ্যা রানী সুত্রধর ও সূচিত্রা রানী সূত্রধর শাড়ির পাড়ের সুতা দিয়ে হাত পাখা তৈরি করে যাচ্ছেন। তাদের তৈরি হাত পাখার বুনন কৌশল অত্যন্ত চমৎকার। সুচিত্রা রানী সূত্রধর মূলত তার তৈরিকৃত হাতপাখা বিক্রয় করে কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করেন বলে দল-২ কে জানান।

---

মো. ইয়ামিন খান
রেজিস্ট্রেশন অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

# সোনারগাঁ উপজেলায় লোক ও কারুশিল্পের জরিপ

একেএম মুজ্জাম্মিল হক

**উপক্রমণিকা :** চারদিকে সবুজের সমারোহ আর বনানীর শ্যামলিমায় অনুপম স্থাপত্যশৈলী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ছায়াঢাকা, পাখিডাকা, হৃদয়ছোঁয়া পরিবেশ নিয়েই স্মৃতিঋদ্ধ জনপদ সোনারগাঁও।

গবেষকদের মতে, সোনারগাঁয়ের প্রাচীন নাম সুবর্ণবীথি বা সুবর্ণগ্রাম। প্রবাদ আছে, মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে অত্র অঞ্চলে সুবর্ণ বৃষ্টি হয়েছিল বলে এস্থান সুবর্ণগ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করে। জনশ্রুতি রয়েছে, বার ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামানুসারে এর নাম হয়েছে সোনারগাঁও। আজকের সোনারগাঁও সেই সুবর্ণগ্রামেরই রূপান্তর।

সোনারগাঁও বৌদ্ধ আমল থেকেই দেব, পাল, শুর রাজাদের রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল। আনুমানিক ১২৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সোনারগাঁয়ে মুসলিম আধিপত্যের সূচনা হয়। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সময়ে সোনারগাঁ স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। এরপর শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮), সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৯৩), গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১০) এবং অন্যান্য ইলিয়াসশাহী ও হোসাইন শাহী বংশের শাসকগণ (১৪১৪-১৫১৯) বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেন।

একদা মেঘনার মিলন কেন্দ্রের নৌবন্দর বিশ্বজুড়ে সোনারগাঁও বন্দর নামে সুপরিচিত ছিল। এ-বন্দরে সোনা-রূপার মুদ্রার পাশাপাশি কড়ি বিনিময়ের মাধ্যম ছিল। কড়ি সাধারণ লোকেরা ব্যবহার করতো। তখন সোনারগাঁয়ে প্রচুর ধান, আখ, সরিষা উৎপন্ন হতো। সোনারগাঁ বন্দর দিয়ে চাল, চিনি, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করা হতো। সে সময়কার সমাজ জীবন খুব উন্নত থাকায় সমাজে সম্প্রীতি বজায় ছিল। তখন সোনারগাঁয়ের কারিগররা মিহি সুক্ষ্ম কাপড় মসলিন প্রস্তুত করে বহির্বিশ্বে রপ্তানি করতো।

১২৮২ খ্রিস্টাব্দে শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে জামেয়া নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সোনারগাঁওকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি করেছিলেন। এজন্য সোনারগাঁও বাংলার ইতিহাসের এক প্রাচীন পীঠস্থান। সোনারগাঁও জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সোনারগাঁও মধ্যযুগে মুসলিম সুলতানদের রাজধানী ছিল। বর্তমানে এটি নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা।

ধারণা করা হয়, সোনারগাঁয়ের পূর্বে মেঘনা নদী, দক্ষিণ-পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী এবং উত্তরে ব্রহ্মপুত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এর ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত মনোরম ছিল। মধ্যযুগে সমাজ তথা রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সোনারগাঁ বিদেশি খ্যাতনামা পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইবনে বতুতা (১৩৪৫-১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দ) সোনারগাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরীরূপে বর্ণনা করেন এবং চীন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়দ্বীপপুঞ্জের সাথে সোনারগাঁয়ের সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

চীনের পরিব্রাজক মাহুয়ান (১৪০৬) সোনারগাঁকে একটি বিরাট বাণিজ্যিক শহর রূপে প্রত্যক্ষ করেন। ফাহিয়েন (১৪১৫) সোনারগাঁকে বহু পুকুর, পাকা সড়ক ও বাজার সমৃদ্ধ একটি সুরক্ষিত বাণিজ্যিক কেন্দ্র রূপে উল্লেখ করেন। রালফ্ ফিচ বর্ণনা করেছেন, সেকালে সোনারগাঁ থেকে প্রচুর তাঁতবস্ত্র বিশ্বখ্যাত মসলিন ভারত, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো।

বার ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁর সময়ে (১৫৭৭-১৫৯৯) সোনারগাঁও বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। এই সোনারগাঁয়ের মধ্য দিয়েই নির্মিত হয় ১৬শ শতকে দিল্লীর শাসক শের শাহের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক গ্রান্ড ট্রাংক রোড, যা সিন্ধু থেকে সোনারগাঁয়ে এসে শেষ হয়। অবশেষে মুঘল সুবেদার ইসলাম খানের সময়ে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর নগর তথা ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ার পর সোনারগাঁয়ের গুরুত্ব ম্লান হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের শাহ চিল্লাপুরে রয়েছে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের সমাধি (১৫০০ খ্রিস্টাব্দ), ভাগলপুরে পাঁচপীরের সমাধি (১৭০০), মোগরাপাড়ায় মানাশাহ দরবেশের সমাধি (১৬০০), শেখ মাহমুদের সমাধি (১৬০০), শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার (১৩০০) সমাধি, নবীগঞ্জে কদম রসুল (১৭৭৭-১৭৭৮), হাজীগঞ্জ দুর্গ, সোনাকান্দা দুর্গ, বিবি মরিয়মের সমাধি, লাঙ্গল বন্দ, বারদীতে শ্রী শ্রী লোকনাথ

ব্রহ্মচারীর আশ্রম, ঐতিহাসিক গোয়ালদি মসজিদ (১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ), পানাম সিটি, পানাম ব্রিজ, নীলকুঠি, ট্রেজারার বিল্ডিং, মসলিনের স্মৃতি বিজড়িত খাসনগরদিঘি ইত্যাদি প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আমাদেরকে এখানকার গৌরবময় দিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শ এবং সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

দীর্ঘ ৪২ বছর পর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের জরিপ এর আওতায় সোনারগাঁ ও রূপগঞ্জ উপজেলায় আলোচ্য কাজ পরিচালনার এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

**এক নজরে সোনারগাঁ উপজেলা**

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
আয়তন : ১৭১.০৫ বর্গকিলোমিটার
মোট জনসংখ্যা : ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪০ জন
পুরুষ : ১,৫৭,৬৬০ জন
মহিলা : ১,৪৭,৯৮০ জন
পৌরসভা : ০১টি
পৌর ওয়ার্ড : ০৯টি
পৌর মহল্লা : ৬২টি
ইউনিয়ন সংখ্যা : ১০টি
গ্রামের সংখ্যা : ৪৮৫টি

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, এই অঞ্চল কাঠের কারুশিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেতশিল্প, ঝিনুক শিল্প, শীতল পাটি, নকশিকাঁথা ও জামদানি কারুশিল্পের অতীত ঐতিহ্যের অধিকারী। এই সব কারুশিল্পের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সবচেয়ে বেশি শিল্পী নিয়োজিত রয়েছেন জামদানি তাঁতবস্ত্র তৈরির কাজে। আলোচিত কারুশিল্পের অবস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও গৌরবের তথা ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্বঐতিহ্যের অংশ হিসেবে সমাদৃত জামদানি একমাত্র সোনারগাঁয়ে উৎপন্ন হয়।

মূলত লোক ও কারুশিল্প বাংলাদেশের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অতীত ঐতিহ্যের এক মূর্ত প্রতীক। লোকশিল্প ও সংস্কৃতি এদেশের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যিক ধারা। বাংলাদেশের লোকশিল্প আপামর লোক সমাজের সৃষ্টি। এর সঙ্গে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনধারা, বাঙালির জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্প ভুবনের অনন্য ও বৈচিত্র্যময় উপাদান কারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম। বাঙালির জীবন ধারার হৃদস্পন্দন হচ্ছে দেশের লোকশিল্প সংস্কৃতি। এর মাধ্যমে গ্রাম-বাংলার জনমানুষের কর্মকুশলতা ও শিল্প নৈপুণ্য ফুটে ওঠে। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। একদা গ্রামে গ্রামে উৎপাদিত হতো মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশি হাতপাখা, দারুশিল্প, নকশিকাঁথাসহ ইত্যাকার কারুপণ্য। নগরায়নের প্রভাবে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কারুশিল্পীদের জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাদের কারুপণ্য উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বংশ পরম্পরাগত পেশা পা বাড়িয়েছে অবলুপ্তির পথে।

**লোকশিল্প :** লোক শব্দের সাধারণ অর্থ মানুষ। জনসাধারণ অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর শিল্প শব্দ ব্যবহৃত হয় বস্তু ও কারুকারের কারুকর্ম অর্থে। সাধারণ বস্তু যখন মানুষের অনুভব ও চেতনায় নান্দনিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তখন এটিকে শিল্প হিসেবে পরিগণিত করে শিল্পকর্মের আদল, নকশা বা কারুকার্যের ব্যবহার প্রশংসা লাভ করে। তখন বলা যায় সাধারণ মানুষের নিপুণ হাতের স্পর্শে তৈরি শিল্পই লোকশিল্প। লোকশিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়ের যে বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনা যেতে পারে। তাহলো লোকশিল্পের উৎপাদনের জায়গা, উৎপাদনকারীর পেশাগত বৈশিষ্ট, উৎপাদন মাধ্যম, উৎপাদনের কৌশল-হাতিয়ার, নকশা, উৎপাদনের শ্রেণি বিন্যাস, উৎপাদনের উৎকর্ষ এবং এর বিপণন ব্যবস্থা। সর্বোপরি লোকশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পবোদ্ধা।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, শিল্পকর্ম একজন কারিগরের কোমল হাতের স্পর্শে উৎপাদিত হয় এবং যে শিল্পকর্মের স্রষ্টা সাধারণ মানুষ তাই লোকশিল্প। এটি বংশ পরমপরাগত সূত্রে প্রাপ্ত নৈপুণ্য প্রয়োগে স্থানীয় কাঁচামালকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করে আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হয়। যে শিল্পকর্মে শিল্পী নিজে, তার সমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজন, রুচি নান্দনিকতার প্রতিফলন ঘটায় তাই লোকশিল্প নামে অভিহিত। মানুষের চাহিদা, রুচি ও নান্দনিকতার নিরিখে লোকশিল্প কারুশিল্পে রূপান্তরিত হয়।

**কারুশিল্প :** যে শিল্পকর্ম যন্ত্র ব্যতিরেকে শিল্পী নিজ হাতে প্রস্তুত করেন এবং যে শিল্পকর্মে পৌনঃপুনিকতা থাকে না। কারুশিল্পে প্রতিটি শিল্পকর্ম মৌলিক এবং বার বার একই

রূপে উৎপাদিত হয় না। তাছাড়া যে শিল্পকর্মে শিল্পমেধার প্রতিফলন ঘটে এবং শিল্পীর নিজস্ব মৌলিকতা ও নান্দনিকতার সংমিশ্রণে ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাই কারুশিল্প। কারুশিল্পপণ্য লোকশিল্প শিল্পীর বা হস্তশিল্প শিল্পীর বা কুটির শিল্প কারিগর দ্বারা প্রস্তুত হতে পারে। আবার, হস্তশিল্প, লোকশিল্প শিল্পীর শিল্পকর্ম বা কুটির শিল্প কারিগরের উৎকর্ষে উৎপাদিত হতে পার। কিন্তু লোকশিল্প কেবলমাত্র লোকশিল্পীর দ্বারাই উৎপাদিত হবে।

**বৈশিষ্ট্যের আলোকে সৃষ্টিধর্মী শিল্পের তুলনামূলক উপস্থাপন**

| শিল্পসূচক বৈশিষ্ট্য | কুটিরশিল্প | হস্তশিল্প | লোকশিল্প | কারুশিল্প |
|---|---|---|---|---|
| উৎপাদনস্থল | গৃহ/কুটির/অপরাপর | গৃহ/কুটির/অপরাপর | গৃহ/কুটির/অপরাপর | গৃহ/কুটির/অপরাপর |
| উৎপাদনকারী | পেশাদার উদ্যোক্তা | পেশাদার/অপেশাদার শিল্পী/উদ্যোক্তা | অপেশাদার/পেশাদার শিল্পী | সৃজনশীল শিল্পী |
| উৎপাদনকারীর পেশাগত বৈশিষ্ট্য | পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত নৈপুণ্য/নিজস্ব প্রতিভা ভিত্তিক পেশা নির্বাচন | পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত নৈপুণ্য/নিজস্ব প্রতিভা ভিত্তিক পেশা নির্বাচন | পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত নৈপুণ্য/অথবা সহজাত প্রতিভা শিল্পে নিবেদিত প্রাণ | উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত/নিজস্ব উদ্যোগে আয়ত্ব নৈপূণ্য, নিজস্ব মেধা, শিল্পে নিবেদিত প্রাণ |
| মাধ্যম | স্থানীয় কাঁচামাল | স্থানীয় আমদানিকৃত কাঁচামাল | স্থানীয় কাঁচামাল | স্থানীয় আমদানিকৃত কাঁচামাল |
| উৎপাদন কৌশল/ব্যবহৃত হাতিয়ার | পৈতৃক সূত্রে/নৈপূণ্য প্রশিক্ষণ মাধ্যমে আয়ত্ব/প্রচলিত হাতিয়ার/সাধারণ যন্ত্রপাতি | পৈতৃক/নৈপূণ্য প্রশিক্ষণ/সাধারণ এবং উন্নতমানের হাতিয়ার | পৈতৃক/সমাজবদ্ধ সূত্রে আয়ত্ব নৈপুণ্য/দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হাতিয়ার | উত্তরাধিকার/নৈপুণ্য প্রশিক্ষণ/মেধা ভিত্তিক/সাধারণ এবং উন্নতমানের হাতিয়ার |
| নকশা | চিরাচরিত প্রচলিত চাহিদা ভিত্তিক | চিরাচরিত/নিজস্ব মেধায় উদ্ভাবিত | চিরাচরিত/নিজস্ব মেধায় উদ্ভাবিত | চিরাচরিত/নিজস্ব মেধায় উদ্ভাবিত |
| উৎপাদন শ্রেণি বিন্যাস | চাহিদা মাফিক | প্রচলিত/চাহিদা মাফিক | প্রচলিত/প্রাণের টানে চাহিদা মাফিক | প্রাণের টানে/নির্ভর প্রচলিত |
| উৎপাদন উৎকর্ষ | সাধারণ | সাধারণ | সাধারণ থেকে সর্বোপরি হৃদয়গ্রাহ্য নান্দনিক | সর্বোচ্চ নান্দনিক সংগ্রহের উপযুক্ত |
| বিপণন ব্যবস্থা | বাজার ভিত্তিক/মেলা ভিত্তিক | বাজার/গ্রাহক/মেলা ভিত্তিক | ব্যক্তি/গ্রাহক/মেলা/উৎসব ভিত্তিক | সংগ্রাহক ভিত্তিক |
| পৃষ্ঠপোষক | ক্রেতা সাধারণ | ক্রেতা সাধারণ/সরকার ও বেসরকারি সংগঠন এবং শিল্পবোদ্ধা | ক্রেতা সাধারণ/সরকার ও বেসরকারি সংগঠন এবং শিল্পবোদ্ধা | কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পবোদ্ধা |

## মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে লোক ও কারুশিল্পের জরিপ ও দলিলীকরণ কাজে অন্যতম সদস্য হিসেবে বিভিন্ন স্থানে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে জরিপ এলাকায় যাই। সরেজমিনে মাঠের কাজের অন্তরায় অনুসন্ধান এবং প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করে দলীয়ভাবে সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয়। পরবর্তীসময় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে

জরিপ কাজের সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সোনারগাঁ উপজেলায় যে কয়টি শ্রেণিতে শিল্পীদের তথ্য সংগৃহীত হয় তা নিম্নরূপ;

## বাঁশ-বেত শিল্প

গ্রাম-বাংলার মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য উদ্ভিদ বাঁশ-বেত। জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরও সমাধি সংরক্ষণের কাজেও বাঁশের প্রয়োজন রয়েছে। বাঁশ-বেত প্রাকৃতিক উপকরণ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারত মহাসগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ-বেত জন্মে। প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁশ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক গুরুত্বর্পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে বাঁশ-বেত অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অতি প্রয়োজনীয় বন্ধু। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক কাজে ও লোক সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিমণ্ডলে বাঁশ-বেত জাতশিল্প সামগ্রীর উপস্থিতি অতি গুরুত্বপূর্ণ। দেশের গ্রাম এলাকায় প্রায় সর্বত্রই রয়েছে বাঁশ ঝাড়, পরিত্যক্ত ভিটি জমিতে বাঁশ ঝাড় তার পাশে খাল বিল, ডোবা-নালা ও পুকুরের পাশে স্যাঁতসেঁতে জমিতে রয়েছে বেতের ঝাড় টিলা বা উঁচু পাহাড় অঞ্চলেও যেখানে সূর্য রশ্মি কম পাওয়া যায় সেখানেও এই জাতীয় গাছ জন্মায়।

বাংলাদেশের সমতল ভূমির জনপদে ও ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর জনজীবনের কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ- বেত কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজনেই নয় অর্থনৈতিক ভাবেও ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সাথে গ্রাম-বাংলার কারুশিল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদেশের কারুশিল্পের তালিকায় সর্বাগ্রে স্থান পায় বাঁশ-বেত কারুশিল্প।

আলোচিত কারুশিল্পে সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর ইউনিয়নে ৩৮জন শিল্পীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে পুরুষ শিল্পী ৩০ জন এবং মহিলা শিল্পীর সংখ্যা ০৮ জন। তারা সকলেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পেশায় বাঁশ-বেত জাতশিল্পের কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। বাঁশ-বেতশিল্পের প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে জরিপে বাঁশের মূল্য বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়া, কাঁচামাল সংগ্রহ ও পরিবহণ ব্যয় বেড়ে যাওয়া, বাঁশ ঝাড় কমে যাওয়া এবং প্লাস্টিকজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় এ শিল্পের ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যাচ্ছে বলে সাক্ষাৎকারে জানা যায়।

পক্ষান্তরে ঐতিহ্যবাহী বাঁশ-বেত শিল্পের কারুপণ্য বিকাশে বাঁশ ঝাড় সৃষ্টি, প্লাস্টিকজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার ও বিপণন সীমিত করা, সরকারি এবং বেসরকারি সহযোগিতার ব্যবস্থা করা, সরকারিভাবে ঋণ দান কর্মসূচি সৃষ্টি করতে পারলে এ কারুশিল্পের বিকাশ সম্ভব বলে জরিপে জানা যায়। এ ছাড়া পরিবেশ বান্ধব শিল্প এবং দেশীয় পণ্য অধিক ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে বলে জানা যায়।

সোনারগাঁ উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নেও আলোচ্য বাঁশ-বেত শিল্পের ২১ জন শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে পুরুষ ১৭জন মহিলা ০৪ জন। সাক্ষাৎকারে তারা জানান, আর্থিক সংকট, ক্রেতার অভাব এবং পণ্য বাজারজাত করণে অসুবিধা রয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্লাস্টিক ও সিলভার জাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবহারে অনুৎসাহ সৃষ্টির মাধ্যমে সুলভে কাঁচামাল সরবরাহ সর্বোপরি বাঁশ-বেত কারুশিল্প পণ্য পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক এ সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর বিকাশ সম্ভব বলে জরিপে প্রতিভাত হয়।

সোনারগাঁও পৌরসভায় বাঁশ-বেত শিল্পীর সংখ্যা ০৫জন পুরুষ ০১জন মহিলা। তারা নিজ নিজ কারুপণ্য উৎপাদনে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব সুকুমার শিল্পের চর্চায় নতুন প্রজন্মের কাছে নিজস্ব ঐতিহ্যের সচেতনতা সৃষ্টি করে বাঁশ-বেত শিল্পের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা যাবে বলে শিল্পীরা উল্লেখ করেন।

সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়া ইউনিয়নের ৭জন বাঁশ-বেত শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে ০৪জন মহিলা ০৩ জন পুরুষ শিল্পী। তবে মোগরাপাড়ায় ০১জন শিল্পী কাঠের নকশি সিংহাসন তৈরি করেন বলে জরিপে জানা যায়। সোনারগাঁ উপজেলায় জরিপে মোট ৭২জন শিল্পীর তথ্য সংগৃহীত হয়। এর মধ্যে পুরুষ শিল্পী ৫৫জন মহিলা শিল্পীর সংখ্যা ১৭ জন।

## শীতল পাটি শিল্প

বাঙালি সংস্কৃতির এক বিশেষ উপাদান শীতল পাটি। গুল্ম জাতীয় এক ধরনের মুর্তাগাছের বেতি দিয়ে তৈরি মসৃণ মাদুরের নাম শীতল পাটি। নয়নাভিরাম বৈপরীত্যে বুননের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে ব্যবহারকারীর শরীরের ঘাম শুষে নিয়ে অঙ্গ শীতল করে বলে এর নাম শীতল পাটি। প্রচণ্ড গরমে এ

পাটির শীতল স্পর্শ ব্যবহারকারীর দেহ ও মনে আরামদায়ক অনুভূতি এনে দেয়। শীতল পাটির বৈজ্ঞানিক নাম ম্যারেন্ট ডিকোটমা। প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু কাণ্ড বিশিষ্ট মুর্তা গুল্ম উদ্ভিদ ছায়া শীতল জমিতে ভালো জন্মে।

মুর্তাগাছকে এলাকাভেদে মোস্তাক, মুক্তা, পাটিপাতা, পাটিবেত বা পাইতারা বলে। শীতল পাটি বাংলাদেশের এক ঐতিহ্যবাহী নৃতাত্ত্বিক শিল্প। এ দেশের জনজীবনে দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজন ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এবং আধুনিক ডেকোরেশন কাজে শীতল পাটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাহারি ডিজাইন ও নান্দনিক গড়নের এ পাটি বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

পাটি শিল্পে আমাদের এ ঐতিহ্য কত প্রাচীন তা জানা যায়নি। সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, ফেনী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার নিচু এলাকায় স্যাঁতসেঁতে মাটিতে মুর্তাগাছ বেশি জন্মে। পাটি তৈরির পূর্বে মুর্তাগাছ নির্দিষ্ট আকারে কেটে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর পানি থেকে উঠিয়ে ফালি ফালি করে একটি গাছ থেকে ৭-৮টি বেতি বের করা হয়। পরে রোদে শুকিয়ে শক্ত ও চকচকে ভাব আনার জন্য তেঁতুল বা কাউপাতা দিয়ে সেদ্ধ করা হয়। প্রয়োজনে এতে ভাতের মাড়ও ব্যবহৃত হয়। শীতল পাটির নকশায় বৈচিত্র্য আনার জন্য মাদুরের বেতিগুলো বর্ণালী বাহারি রঙে রঙিন করা হয়। এজন্য শীতল পাটির জমিনের বেতিতে আলাদা রঙের প্রয়োজন হয় না।

শীতল পাটি কারুশিল্পে সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর ইউনিয়নে ১০ জন শিল্পীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে পুরুষ শিল্পী ০৬ জন এবং মহিলা শিল্পী ০৪ জন। সমীক্ষা এলাকা জামপুরের ১০ জন শিল্পীই বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে শীতল পাটি বুননের কাজ করে আসছেন বলে জরিপে জানা যায়। তারা সবাই সিলেটের গোয়াইন ঘাট থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে ঋতু ভিত্তিক শীতল পাটি শিল্প উৎপাদন করে বাজারজাত করেন।

সাক্ষাৎকারে তারা উল্লেখ করেন, তাদের উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল প্রাপ্তিতে অসুবিধা রয়েছে। ফলে এ শিল্পের উৎপাদন কমে গেছে। তাছাড়া প্লস্টিকের পাটির উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় শীতল পাটি শিল্পের বিপণনে অসুবিধা হয়।

ঐতিহ্যবাহী পরিবেশ বান্ধব শীতল পাটি শিল্পের বিকাশ করতে হলে দেশীয় পাটির গুণাগুণ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, স্বল্প সুদে ঋণ দান ব্যবস্থা চালু করতে পারলে শীতল পাটি শিল্পের বিকাশ সম্ভব এবং আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এ শিল্পের অতীত ঐতিহ্য আবার ফিরিয়ে আনা যাবে বলে শিল্পীরা উল্লেখ করেন।

## হাতপাখা শিল্প

হাতপাখার উদ্ভাবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। বাতাসকে চলমান করে গরম হাওয়া সরিয়ে অপেক্ষাকৃত শীতল হাওয়ার প্রবাহের জন্য হাতপাখার ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীকালে রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় এই পাখা অলংকারিক শিল্পে রূপলাভ করেছে। ধারণা করা হয় প্রথমে এক হাত সঞ্চালন করে বাতাস করা হতো তারপর এল বড় পাখার ব্যবহার এবং পর্যায়ক্রমে ব্যবহার উপযোগিতার সংগে সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে পাখার হাতল লাগলো। আধুনিকতার স্পর্শে শোভাবর্ধন হতে থাকলো হাত পাখা শিল্প।

প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি নানাভাবে পাখার ব্যবহার চলছে। উষ্ণ আবহাওয়ায় সার্বজনীনভাবে পাখা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তবে আজও ধর্মীয় ও রাজকীয় অনুষ্ঠানাদিতে অলংকৃত হাত পাখার ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। পাখার উদ্ভাবন সম্পর্কে নিউজার্সির "ওয়েল ফ্লিটবুক" প্রকাশনার ১৯৯০ সালে "এ কালেকটর'স গাইড টু ফ্যান" এর আর্টিকেল দা অরজিন অফ দা ফ্যান" এ উল্লেখ আছে ("FANS ARE AS OLD AS HOT WEATHER. IT IS IMPOSSIBLE TO PIN POINT WHERE AND WHEN THE FAN ORIGINATED. IN HOT CLIMATES IT MUST. ALWAYS HAVE BEEN INVALUABLE-IN CREATING A BREEZE AND KEEPING FILES A WAY. AFTERALL THE EARLIEST KNOWN MAN COMES FROM NEAR THE EQUATOR. LETER ITBECAME AWORK OF ART AND WAS USED IN RELIGIOUS AND ROYAL CEREMONIES. LATER STILL IT EBCOMES THE DECORATIVE ACCESSORY THAT WE KNOW TO DAY.") হাত পাখার প্রাচীনত্ব এবং সংজ্ঞা সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার ভলিয়াম-৪ এ উল্লেখ রয়েছে যে, FAN : HAND BHELD COOLIN DIVICE FOR PRODUCTINFG A CURRENT OF AIR THAT HAS BEEN USED THROUGHOUT THE WORLD SINCE ANCIENT TIME".

যাহোক সোনারগাঁও পৌরসভায় হাতপাখা শিল্পের ০২ জন মহিলা শিল্পীর তথ্য পাওয়া যায়। তারা উত্তরাধিকার

সূত্রে কাপড়ের ওপরে নকশি কাজের পাখাশিল্প তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এ পেশায় জড়িত শিল্পীরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এবং নিজ মেধা ও মননশীলতায় লোকজ ঐতিহ্যের অনন্য উপাদান হাতপাখা শিল্প তৈরি করেন। জরিপে তারা উল্লেখ করেন, নিজেদের চাহিদানুযায়ী এখন হাতপাখা বাজারজাত করা যায় না। আধুনিকতার নামে চায়না থেকে সহজলভ্য হাতপাখা আমদানি হওয়াতে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য হাতপাখা শিল্প বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

পারিবারিকভাবে এবং পরিবেশ বান্ধব সুকুমার শিল্পের চর্চায় নতুন প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্য সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে হাতপাখা শিল্পের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে জরিপে জানা যায়।

**জামদানি শিল্প**

প্রাচীনকালে তাঁত বুনন প্রক্রিয়ায় কার্পাস তুলার সুতা দিয়ে 'মসলিন' নামে সুক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হতো এবং মসলিনের উপর যে জ্যামিতিক নকশাদার বা বুটিদার বস্ত্র বোনা হতো তারই নাম জামদানি। তবে জামদানি নামকরণ নিয়ে সঠিক কিছু জানা যায়নি। অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ এর মতে 'ফারসি' শব্দ জামা মানে কাপড়, দানা অর্থ বুটি অর্থাৎ জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়,অপভ্রংশ হিসেবে এটি জামদানি হতে পারে। ফারসিতে জাম একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদের নাম আর দানী অর্থ পেয়ালা এ শব্দদ্বয় থেকে জামদানি নামের উৎপত্তি অথবা জাম পরিবেশনকারী ইরানী সাকীর কোমল অঙ্গ স্পর্শ করে ঢাকার বুটী তোলা মসলিন হয়তো একদা জামদানি নাম ধারণ করেছিল। আমাদের দেশে মুঘল আমলে ইরানী প্রভাবে জামদানির জন্ম বলে অনুমিত হয়'। বর্তমানে সোনারগাঁয়ে মসলিনের ধারাবাহিকতায় জামদানি তার অতীত ঐতিহ্য নিয়ে আজও টিকে আছে। নকশার পার্থক্য অনুযায়ী বাহারি জামদানির রয়েছে বিভিন্ন আকর্ষণীয় নাম-বুটিদার, তেরছাপাড়, করলা পাড়, শবনম, আবরোয়া, পান্না হাজার, দরিয়া ইত্যাদি।

সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর ইউনিয়নে জরিপকালে ২৯ জন জামদানি তাঁতশিল্পীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে পুরুষ তাঁতি ২৫ জন এবং ০৪ জন মহিলা তাঁতির সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পরিচালিত লোক ও কারুশিল্পের জরিপ ও দলিলীকরণে জামদানি শিল্পের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনায় শিল্পীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, জামদানি শাড়ি নামে ভারতীয় মেশিনের শাড়িতে বাজার দখল, জামদানি তৈরিতে সাগরেদের অভাব, মূলধনের অভাব, তদুপরি বিপণনে কাপড়ের ন্যায্যমূল্য পাওয়া যায় না। দেশীয় ঐতিহ্য জামদানি শিল্পের বিকাশে সরকারি- বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করণ, তাঁতিদের সরকারি ঋণ সুবিধা প্রদান, বিদেশে জামদানি রপ্তানি, মধ্যসত্ত্বভোগীদের কবল থেকে জামদানি শিল্প মুক্ত করার মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে গণসচেতনতা বাড়াতে পারলে জামদানি কারুশিল্পের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে সাক্ষাৎকারে শিল্পীরা উল্লেখ করেন।

সোনারগাঁ উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নে ৩৩ জন জামদানি শিল্পীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে পুরুষ শিল্পীর সংখ্যা ৩১ জন এবং মহিলা তাঁত শিল্পীর সংখ্যা ০২ জন। জামদানি শাড়ি তৈরির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তারা বলেন, শাড়ির মূল্য কম, কারিগরের বেতনবৃদ্ধি, শাড়ির দাম কমার কারণে মধ্যসত্ত্বভোগীদের উত্থান, সহযোগী সাগরেদ পাওয়া যায় না। অল্পদামে জামদানি নামে চটকদার শাড়ি আসায় জামদানি শাড়ির কদর কমে গেছে।

অপরদিকে জামদানি শিল্পের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা বিষয়ে শিল্পীরা জানান, মেশিনে তৈরি অন্যদেশের জামদানি শাড়ি আমদানি বন্ধ করতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী গৌরবময় মসলিনের উত্তরসূরী বস্ত্র জামদানি। এই গৌরবময় ঐতিহ্যের পণ্যকে বিকাশ করতে হলে তাঁতিদের পেশাগত ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা করতে হবে। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জামদানি পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসতে হবে। জামদানি তাঁতশিল্পীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং মধ্যসত্ত্বভোগীদের কবল থেকে জামদানি শাড়ি শিল্পীকে মুক্ত করতে পারলে এ শিল্পের বিকাশ সম্ভব।

এছাড়া ইতিহাসের গৌরবময় মসলিন এখন জামদানি নামে টিকে আছে। এ শিল্পের বিকাশ করতে হলে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসগুলো শাড়ি বিপণনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। জামদানি মেলা, প্রদর্শনী আয়োজন করে বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে জামদানি শিল্পের বিকাশ সম্ভব বলে আলোচিত উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের শিল্পীদের সাথে কথা বলে জানা যায়।

---

একেএম মুজ্জাম্মিল হক
গবেষণা অফিসার (অ.দা.)
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

# লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬

বাংলার প্রাচীন রাজধানী ঐতিহাসিক সোনারগাঁও এক স্মৃতিঋদ্ধ গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। প্রাচীনবঙ্গে এটি এক বিশেষ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।এদেশের লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের এক সমৃদ্ধ জায়গা সোনারগাঁও। এখানকার লোক ও কারুশিল্প বিশ্বখ্যাত মুসলিন, ঝিনুক, মুক্তার কাজ, কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া পুতুল ইত্যাদি একদা রপ্তানির মর্যাদা পেয়েছিল। এমন লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে দেশীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনে ১ মাঘ-৩০ মাঘ ১৪২২/১৪ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬।

১৪ জানুয়ারি সকালে ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চে এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি বেগম সিমিন হোসেন রিমি এমপি মহোদয় মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ ০৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. আনিছুর রহমান মিঞা, সোনারগাঁ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহফুজুর রহমান কালাম, জনাব আলি হোসাইন, আলহাজ মো.সাদেকুর রহমান, জনাব সোহেল রানা প্রমুখ।

## মেলায় অংশগ্রহণকারী কারুশিল্পী

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা; (১) রাজশাহীর শখের হাঁড়ি; শ্রী সুশান্ত কুমার পাল, মৃত্যুঞ্জয় কুমার পাল, সঞ্জয় কুমার পাল (২) সোনারগাঁয়ের বেতের কারুশিল্পে– শ্রী পরেশ কুমার দাস, রাজকুমার দাস (৩) চট্টগ্রামের তালপাতার হাতপাখা– মো. আবুল্ কালাম, মনোয়ারা বেগম (৪) মুন্সিগঞ্জের শীতলপাটি – শ্রীমতি সবিতা রানী মোদী, কৃষ্ণ চন্দ্র মোদী (৫) মাগুরার শোলাশিল্পে– শ্রী শংকর মালাকার, রামপ্রসাদ মালাকার (৬) নওগাঁর শোলাশিল্পে- শ্রী নয়ন মালাকার, তপন চন্দ্র মালাকার (৭) সোনারগাঁয়ের কাঠের কারুশিল্পে– শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর, দ্বিপালী রানীসূত্রধর (৮) শ্রী আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর, সন্ধ্যা রানী সূত্রধর (৯) রংপুরের শতরঞ্জি কারুশিল্পে– মো. রমজান আলী, শিল্পী বেগম (১০) রাঙামাটির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কারুশিল্পে- শিউলী খানম, জয়শ্রী ধর (১১) কিশোরগঞ্জের টেপাপুতুল শিল্পে– শ্রী সুনীল চন্দ্র পাল, আরতি রানী পাল (১২) কুমিল্লার তামা-কাসা-শিল্পে– মানিক সরকার, আল– আমীন (১৩) সোনারগাঁয়ের লৌহজাত শিল্পে– শ্রী দ্বীপন বিশ্বাস, সুমন কর্মকার (১৪) ঢাকার পটচিত্রে– শ্রীমতি নমিতা চক্রবর্তী, রতন কুমার পাল (১৫) সোনারগাঁয়ের পাটজাত শিল্পে- একাব্বর হোসেন, ফিরোজা বেগম (১৬) ঠাকুরগাঁও এর বাঁশ-বেত কারুশিল্পে– শ্রী গলিবালা, অবিনাশ সরকার (১৭) সোনারগাঁয়ের কাঠের কারুশিল্পে – মো. আওয়াল মোল্লা, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. বিল্লাল হোসেন (১৮) কাগজের মুখোশ– শ্রী সুবোধ পাল, বীথি রানী পাল (১৯) সোনারগাঁয়ের পাটের কারুপণ্যে – মো. কাইফু ও রানু আক্তার (২০) সোনারগাঁয়ের জামদানি শিল্পে– মোহাম্মদ আলী ও রিনা বেগম। এছাড়া বাংলাদেশের গৌরবগাথা আমাদের এই নকশিকাঁথা শীর্ষক কাঁথার প্রদর্শনী উপলক্ষে নিম্নোক্ত শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করেন।

(১) সোনারগাঁয়ের– হোসেন আরা বেগম, নার্গিস আক্তার (২) জামালপুরের– ঝর্ণা বেগম, ফরিদা বেগম (৩) শেরপুরের– সুমাইয়া আক্তার, শিখা বেগম (৪) যশোরের– হেনা খাতুন, ফাতেমা খাতুন (৫) কুষ্টিয়ার-হামিদা খাতুন, শেফালী খাতুন (৬) ঝিনাইদহের- আকলিমা বেগম, শিল্পী খাতুন।

## মেলার স্টল বিন্যাস

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ উপলক্ষে নিম্নোক্তভাবে মেলার স্টল বিন্যাস করা হয় : ক–গ্রুপ: হস্তশিল্পের স্টল ৪৬টি, পোশাকের স্টল ৪১টি, স্টেশনারি ও কসমেটিক্স ৩৫টি, খাবার ও চট্‌পটি স্টল ১টি এবং কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে ৪২জন শিল্পীর ২০টি স্টলে বসার ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া নকশি কাঁথার বিশেষ প্রদর্শনীতে ৬টি স্টলে ১২ জন শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

## অনুষ্ঠানমালা

আমাদের হাজার বছরের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের স্মারক লোকসঙ্গীত বাংলার চিরায়ত শিল্প। তাই লোকসঙ্গীতের আবেদন চিরন্তন। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের মূলে রয়েছে মাটির ছোঁয়া। মাটির মানুষের হৃদয়ের কথাকতা লোকসঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়। এদেশের লোকসঙ্গীত গণমানুষের হৃদয়লোক থেকে উঠে আসে। হৃদয় লোকেই তার আবেদন। লোকসঙ্গীত বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যে মানুষের মনের কথা, প্রাণের স্পর্শ আর হৃদয়ের আর্তি মিশে আছে। লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজনে দেশের জনমানুষের হৃদয় স্পন্দন জাগাতে এবং বাংলার লোক ঐতিহ্যের অনন্য উপাদানের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করার প্রয়াসে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মাসব্যাপী লোকজ উৎসব ২০১৬ উপলক্ষে নানা ধরনের অনুষ্ঠানমালা পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের আছে জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি,লালনগীতি, বাউলগান, মাইজভাণ্ডারী, গম্ভীরা, আলকাপ এবং হাছন রাজার মতো হাজারো লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার। লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজনে প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার থেকে বাউলগান, পালাগান, নাটক, লোকজসঙ্গীত, লোকনৃত্যনাট্য, কবিতা আবৃত্তি, লোক ছড়াপাঠের আসর, লোকজ গল্প বলার বর্ণিল ও বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা 'সোনারতরী' লোকজমঞ্চে পরিবেশিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্যশিল্পী অনিমা মুক্তি গোমেজ, ছোট খালেক দেওয়ান, আইনাল হক বাউল প্রমুখ। মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার বিবরণ নিম্নরূপ :

### ২ মাঘ শুক্রবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ
### ১৫ জানুয়ারি-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানমালা শুরু হয় লোকজীবন প্রদর্শনী ও গ্রামীণ খেলার মধ্যদিয়ে। বিকেলে মোগরাপাড়া এসজিএস স্মৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় লোকজীবনের চালচিত্র প্রদর্শিত হয়। একই সাথে প্রতিষ্ঠানের গ্রামীণ খেলার মাঠে গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি ভবানী প্রসাদ সিংহ। বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী নাদিরা বেগম, নিলুফার বানু লিলি, ওস্তাদ সোলাইমান, শাহীন এবং লালন পাঠশালার ছোট্টসোনামণিগণ।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুসের পরিচালনায় বহ্নিশিখা শিল্পী গোষ্ঠী মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন। উল্লেখ্য যে, সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতিকে ফাউন্ডেশনের মনোগ্রাম খচিত ক্রেস্ট ও উত্তরীয় প্রদান করা হয়। এছাড়া দিনব্যাপী সংসাজায় সং এর বৈচিত্র্যময় খেলা প্রদর্শিত হয়।

### ॥ ৪ মাঘ রবিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ
### ১৭ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজনে দেশীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনে সোনাখালি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে গ্রামীণখেলা উপস্থাপন করা

হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে এটিএন বাংলার তিনচাকার তারকা শিল্পী ওমর আলী, রুবি সরকার, গিয়াস উদ্দিন বয়াতি, সমির বাউল, শিল্পী শাহীন এবং শিল্পী আনিসা মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইটের পরিচালনায় লোকগান পরিবেশন করেন শিল্পী শ্যামলী চৌধুরী, রত্না সরকার, শিপ্রা আহমেদ, শ্রাবন্তী গুহ রায়, নবনীতা চৌধুরী অনন্যা, শহীদুল ইসলাম সৌরভ, এস এম মেজবাহ উদ্দিন, মাধবী খান প্রমুখ। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

## ॥ ৫ মাঘ, সোমবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় বিকেলে সনমান্দি হাসান খাঁ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বৈকালিক বাউলগানের আসরে লোকসংগীত পরিবেশন করেন মিনা পাগলী, সাগর দেওয়ান, বেবি ইসলাম। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মানিকগঞ্জ থেকে আগতম লোকগীতি শিল্পী কল্যাণ গোষ্ঠীর কণ্ঠশিল্পী ও পরিচালক শিল্পী আব্দুল বারেক, মো: মশিউর রহমান, মো: আবুল বাসার আব্বাসী, পিপুলী আক্তার ও শ্রী চৈতন্য এর পরিবেশনায় লোকগানের আসর বসে। এরপর মানিকগঞ্জ থেকে আগত আব্দুল আলিম লোকগীতি শিল্পী গোষ্ঠী বেতিলা এর শিল্পী তছলিম উদ্দিন, মো: রতন মিয়া, মো: ইউসুফ আলি, মনজিত গোমী, ইয়াকুব আলী ও সূর্য মোহন শীল এর পরিবেশনায় শিল্পী আব্দুল আলিমের গান পরিবেশিত হয়।

## ॥ ৬ মাঘ মঙ্গলবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ১৯ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় বিকেলে কাঁচপুর ওমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় ফাউন্ডেশনের খেলারমাঠে গ্রামীণখেলা অনুষ্ঠিত হয়।বৈকালিক বাউলগানের আসরে সংগীত পরিবেশন করেন সরকার বিজয়, লুতু সরকার ও রওশন তালুকদার।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন অগ্নিবীণা ললিতকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ। এদের মধ্যে রুমা আক্তার, মাহমুদ, এসএম মিজান, লাবনী রানী রায়, সিমলা রানী রায়, তাফসিরাতুন-নূর রুনা, আদিল সরকার উল্লেখ্যযোগ্য। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ॥ ৭ মাঘ বুধবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২০ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের ৭মদিনে তাহেরপুর হাজী লাল মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের উপস্থাপনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশনের প্রদর্শিত গ্রামীণ খেলা উপভোগ করেন। বৈকালিক বাউলগানের আসরে সংগীত পরিবেশন করেন অপূর্ব নারায়ণ চক্রবর্তী (কিশোরগঞ্জ) শিল্পী ডেইজি, খোকন সরকার, শিল্পী মলি, প্রিন্স, তন্নী ইসলাম, আফসানা হক, আইনাল হক বাউল প্রমুখ। বৃষ্টিজনিত কারণে এদিনের সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করা হয়।

## ॥ ৮ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২১ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের ৮ম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেলে। এদিন বৈকালিক বাউলগানের আসরে লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী কানিজ ফাতিমা, বদিয়ার রহমান, ওস্তাদ সোলাইমান প্রমুখ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত

পরিবেশন করেন ভাওয়াইয়া পরিষদ রংপুরের কর্ণধার একেএম মুস্তাফিজুর রহমান, ছালমা মুস্তাফিজ, সাহস মুস্তাফিজ এবং মনিফা মুস্তাফিজ মন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

## ॥ ৯ মাঘ শুক্রবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২২ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠামালায় বিকেলে সোনার বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় গ্রামীণ খেলা ও লোকজীবন প্রদর্শনীর চালচিত্র প্রদর্শিত হয়। ফাউন্ডেনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী ফকির আলমগীর ও তাঁর দল। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

## ॥ ১০ মাঘ শনিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের আজ ১০ম দিন। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দিনব্যাপী আর্টিস্টিক শিশুদের মানবতার সেবায় আলোচনা সভা ও লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক, স্বাধীনবাংলা বেতারের শব্দ সৈনিক ভাষাসংগ্রামী কামাল লোহানী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন Schocars Special School এর প্রধান শিক্ষিকা বীথিকা দেওয়ানজী Society for Unique Capable Citigen সাহাবুদ্দিন আহমেদ দোলন, ইব্রাহীমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা ক্যান্ট এর প্রধান শিক্ষক জয়নুল আবেদীনSuccএর ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ ইফতেখার মাহমুদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে Scholars Special School এর শিক্ষার্থী শিল্পী আরমান পরিবেশন করেন আমার দেশের মতন এমন দেশটি কোথাও আছে ----------, পারিসা ও ফাইজা- আলোকের ঐ ঝর্ণাধারা বইয়ে দাও শীর্ষক লোকজ নৃত্য পরিবেশন করেন। শিল্পী আয়ান পরিবেশন করেন যে দেশেতা শাপলা শালুক----------, শিল্পী পৃথ্বিখান বাঁধ ভেঙে দাও ----------, নাচ পরিবেশন করেন। ভেঙে মোর ঘরের চাবি ---------- শিল্পী ইকরাম নাচ পরিবেশন করেন। এরপর আরমান ইকরামও আয়ান ও টেউ খেলেরে---------- দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন। মঞ্চে শোষিত, লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয় হোক শীর্ষক পৃথ্বি, ফাইজা ও পারিসা দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন। একই সাথে Society for Unique Capable Citigen(Suce) এর নিম্নোক্ত শিল্পীবৃন্দ সংগীত পরিবেশন করেন।

(১) একক গান পরিবেশন করেন মো: আখতারুজ্জামান, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, টেলিফোন শিল্পীসংস্থায় কর্মরত এবং Suce জ্যেষ্ঠ সদস্য।

(২) নাহিয়ান বুশরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, (সম্মান ২য় বর্ষ) (৩) আবৃত্তি-স্বাতী দাশ গুপ্তা (৪) মো: মিলন হোসেন, ছাত্র,সরকারি বাংলা কলেজে অধ্যয়নরত (৫) রোখসানা কবরী লোরেন, লোকগান, বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভূক্ত শিল্পী (৬) সাহাবুদ্দিন আহমেদ দোলন, বাংলাদেশ বেতার-টেলিভিশনের তালিকাভূক্ত শিল্পী।

## ॥ ১১ মাঘ রবিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় বিকেলে পঞ্চমীঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউল সংগীত পরিবেশন করেন বাউল তরীর শিল্পীবৃন্দ, মফিজুর রহমান, কহিনূর বাউল, আলমগীর সরকার, স্বর্ণা সাহা স্মৃতি, সুদীপ্তা সাহা, শ্রী শ্যামল কুমার পাল প্রমুখ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির সহপরিচালক সাইমন জাকারিয়ার সার্বিক পরিচালনায় ভাবনগর ফাউন্ডেশনের শিল্পী অন্তর সরকার, রবিউল হক, ফারজানা আলম লীনা, শাহ আলম দেওয়ান সরদার হীরক রাজা প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ হাজার বছরের ঐতিহ্য চর্যাগীতি

পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান দর্শকদের বিমুগ্ধ করে।

### ॥ ১২ মাঘ সোমবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

প্রতিদিনের মতো বিকেলে চৌধুরীগাঁও গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে ডলার বাউল, ঝর্ণা সরকার, কবির সরকার, রীতা রানী সাহা বাউলগন পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্রান্তিশিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পী তানজিনা লাবণ্য, নাদিয়া আক্তার, সানজিদা হ্যাপী, অহিদুল ইসলাম, প্রলয় সাহা, শিল্পী ইসলাম, নিলুফার জাহান চিনু, গোধূলী, মো. আলাউদ্দিন এবং শারমিন সুমী লোকসংগীত পরিবেশন করেন।

### ॥ ১৩ মাঘ মঙ্গলবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ১৩তম দিন কাইকারটেক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে সাধনা মিত্র, শিবু রায়, সালমা চৌধুরী সংগীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জয়বাংলা সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকার শিল্পী ফাহমিদা আলম রত্না, ফারহানা বেগম,এমএ ফায়েজ, দেলোয়ার হোসেন, অভিজিৎ মিত্র প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ লোকসংগীত পরিবেশন করেন।

### ॥ ১৪ মাঘ বুধবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান মালায় বিকেলে দবির উদ্দিন ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বরসঙ্গীতালয়ের শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। উল্লেখ্যযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী হাবিবা আক্তার, অনিকা তাবাসুম লতা, অনামিকা দাস মন্টি, আঁখি আলম, অভিজিৎ দে, অনুশ্রী সাহা, সন্ধ্যা সাহা, রত্না আকতার, সালমা, রায়হান প্রমুখ শিল্পী।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী স্বপন কুমার বিশ্বাস। এরপর সুরতাল সঙ্গীত একাডেমি মুরাদপুর ঢাকা থেকে আগত শিল্পী তরুণ কুমার রায়, ফয়েজুল বারী ইমু, কাজী তানজীনা রহমান, সালমান শাহরিয়ার সাকিব, উম্মে মরিয়ম মিথিলা, পাপিয়া রহমান মিম, ইসরাত জাহান কিমতি, মাহিমা আক্তার বরষা, মুহাম্মদ হাসনাইন হোসেন মো. শরীফুল ইসলাম শাওন, সাজিয়া সুলতানা তুলি, নাহিদা সুলতানা সুমু এবং নুসরাত জাহান ঐশী অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ লোক সংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### ॥ ১৫ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায়এদিন বিকেলে ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে হোসেনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈকালিক অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চে লোকসংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ বেতার টেলিভিশনের স্বনামধন্য শিল্পী আনিসা ও রুমা গোপ। এরপর বাউল গানের আসরে গান পরিবেশন করেন বাউল আব্দুল মালেক সরকার, ফারজানা সগীর শশী, আরিফ রহমান, স্বপ্নীল সাহা, মাহফুজুর রহমান, স্বজন সাহা প্রমুখ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বনামধন্য শিল্পী আলম দেওয়ান ও তার দল মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### ॥ ১৬ মাঘ শুক্রবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ১৪২২ বঙ্গাব্দ ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় গ্রামীণখেলা ও লোকজীবন

প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেঘনাঘাট শিল্পনগরী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় নির্ধারিত খেলা ও লোকজীবনের চালচিত্র প্রদর্শিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালক মো. মোশাররফ হোসেনের পরিচালনায় দৃষ্টি সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠী ফাউন্ডেশনের লোকজমঞ্চে লোকসংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী রুমা আক্তার, মোহাম্মদ ফয়সাল ফারুক, মো. আবু আব্দুর রউফ হিমেল, মো.রকিব উদ্দিন প্রিন্স, আলামিনা, চন্দনা মণ্ডল, নওরিন, সাদিয়া ইসলাম নিসা, আমান্না সরকার প্রমুখ।

## ॥ ১৭ মাঘ শনিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজনে আবহমান বাংলার লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলায় আদমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা ও লোকজীবনের চালচিত্র প্রদর্শিত হয়।

ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের স্বনামধন্যশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চে মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ওস্তাদ ইউসুফ খান সেতার বাজিয়ে দর্শকদের বিমোহিত করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য বাউলশিল্পী আব্দুল কুদ্দুস বয়াতি ও তার দলের পরিবেশনায় কাহিনী পালা উপস্থাপিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শকফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

## ॥ ১৮ মাঘ রবিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় উদয়ন আদর্শ বিদ্যানিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় লুপ্তপ্রায় গ্রামীণখেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈকালিক বাউলগানের আসরে ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকমঞ্চে দিনা আক্তার, আঁখি সরকার, আকবর সরকার এবং সেলিম সরকার বাউল গান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজশাহীর মতিহার থেকে আগত মো. মোহসীন আলীর উপস্থাপনায় লোক সংগীতের অন্যতম মাধ্যম আলকাপ গান পরিবেশিত হয়। আলকাপ দলের উল্লেখ্যযোগ্য শিল্পী ছিলেন বাবু আলী, মো.সাহিনুর ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, মো. আ. সোবহান, মো.আ.রহিম, আবুল কালাম প্রমুখ।

## ॥ ১৯ মাঘ সোমবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় সোনারগাঁয়ের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুরুমদী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল গাফফারের পরিচালনায় ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বৈকালিক বাউলগানের আসরে শিল্পী হাসি সরকার, মালা সরকার, মো.জনি সরকার প্রমুখ বাউলগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতার টেলিভিশনের স্বনামধন্যশিল্পী আলম দেওয়ান, ময়না সরকার, মো. মোখলেছ দেওয়ান ও সোনিয়া দেওয়ান লোকজমঞ্চে মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন।

## ॥ ২০ মাঘ মঙ্গলবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ
## ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় তাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে গ্রামীণখেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে আমজাদ বয়াতি, লালমিয়া বয়াতি, সুমি সরকার গান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উত্তম কুমার রায় ও তারদল লোকসংগীত পরিবেশন করেন। এরপর প্রখ্যাত বাউলশিল্পী সামসু দেওয়ান ও তার দল এবং বকুল সরকার ও তার দল পালাগান পরিবেশন করেন।

## ॥ ২১ মাঘ বুধবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ
## ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় গ্রামীণখেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিকবাউলগানের আসরে বাউলশিল্পী বাবু সরকার, শিল্পী মরিয়ম মারিয়া, আক্তার দেওয়ান গান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সোনারগাঁ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ॥ ২২ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ
## ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে জাহাঙ্গীর সরকার, নাসরিন ফেরদৌস চমন, হিরা দেওয়ান প্রমুখ বাউলগাল পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকার উত্তরা থেকে আগত মন্দিরা সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠীর শ্রী আশুতোষ শীল, মো. রাজিব খান, বোরহান উদ্দিন শেখ, শফিউল খান, মো. মেহেদী হাসান আকাশ, ড. সোলায়মান কবীর, নজরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ॥ ২৩ মাঘ শুক্রবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ
## ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসের শীতের পড়ন্ত বিকেলে ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে হাই কেয়ার কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বৈকালিক বাউলগানের আসরে হিরু ফকির, সমির বাউল, স্মৃতি দেওয়ান, কোহিনূর আক্তার গোলাপী এবং জাকিয়া সুলতানা মিতু গান পরিবেশন করেন।সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে আগত বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট লোকজমঞ্চে মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। বিপুল সংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ॥ ২৪ মাঘ শনিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ
## ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় পড়ন্ত বিকেলে ফাউন্ডেশনের গ্রামীণখেলার মাঠে কাঁচপুর সিনহা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে গ্রামীণখেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক গানের আসরে লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিদের উপস্থাপনায় লোক গান, কবিতা- আবৃত্তির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এরপর লোকজমঞ্চে নবীন কিশোর গৌতম এর পরিচালনায় আ: ছালাম খোন্দকার, হাসান জিহাদ ঝর্ণা রানী কর্মকার এবং আবদুর রশিদ মিয়া কবীরের পরিবেশনায় লোকসংগীত পরিবেশিত হয়।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিশোরগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিষদ এর পক্ষে মাহবুব হাসান চুন্নুর পরিচালনায় গীতি নৃত্যনাট্য চন্দ্রাবতী উপস্থাপিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চের গীতি নৃত্যনাট্য উপভোগ করেন।

## ॥ ২৫ মাঘ রবিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিকতায় শীতের পড়ন্ত বিকেলে ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে হাজী মতিউর রহমান সরকার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।বৈকালিক বাউলগানের আসরে শিল্পী অর্পিতা মিত্র, আজগর আলীম, কাজল দেওয়ান, আজগর সরকার, আঁখি আলম লোকজমঞ্চে বাউলগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করেন। উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন শ্রীমতি মায়া ঘোষ,ড. উত্তম কুমার সাহা, উর্মি সাহা, মিনহাজ বাবু, হামিদা ইসলাম, এসএস নূরে আলম মামুন এবং পূজা। এরপর ভাইবন্ধু নাট্যগোষ্ঠী প্রোযোজিত "অমানুষ" শিরোনামের লোকজ নাটক অনুষ্ঠিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

## ॥ ২৬ মাঘ সোমবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে মোগরাপাড়াস্থ সিডাস কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে গ্রামীণখেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে বাউল স্বপন রায়, নূরুন্নাহার বাউল এবং সেলিম সরকার গান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সোনারগাঁয়ের মেহেদি হাসান জসিম এর প্রযোজনায় "আইতাছি ভাই" শীর্ষক নাটক মঞ্চস্থ হয়।

## ॥ ২৭ মাঘ মঙ্গলবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় বিকেলে ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে বাড়ি মজলিস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে গ্রামীণখেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক অনুষ্ঠানে যোদ্ধা সামাজিক সাংস্কৃতিক অংঙ্গন লোকসংগীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে মন্দিরা শিল্পী গোষ্ঠী মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। এরপর জনাব জুয়েল রানা রচিত লোকজ নাটক "দুই সতিনের ঘর" মঞ্চস্থ হয়।

## ॥ ২৮ মাঘ বুধবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় গ্রীন চাইল্ড কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণখেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে বাংলাদেশ বেতার টেলিভিনের স্বনামধন্য শিল্পী আজগর আলীম, শিরিন ইসলাম এবং টিটোল সরকার লোকজমঞ্চে গান পরিবেশন করেন। এরপর অগ্নিবীণা ললিতকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে সোনারগাঁও প্রোডাকশন প্রযোজিত নাটক "লাঞ্চিত জীবন" মঞ্চস্থ হয়।

## ॥ ২৯ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে মেরিট ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিশু কিশোরদের পরিবেশনায় বিকেলে গ্রামীণখেলা ও লোকজীবনের চালচিত্র প্রদর্শিত হয়।

## কারুশিল্পী পুরস্কার প্রদান

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০১৫ সালে কারুশিল্পের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ অবদানের জন্য দু'জন শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে জগতের সকল আঁধার অমঙ্গল বিদূরিত করে জ্বলে উঠুক মঙ্গলপ্রদীপ শিখা এ ব্রত নিয়ে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ডিজাইনার কারুশিল্প অনুরাগী চন্দ্রশেখর সাহা।

অনুষ্ঠানে ২০১৫ সালে বাঁশ- বেতের কারুশিল্পে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ টাঙ্গাইলের বর্ণীগ্রামের শিল্পী মো.শাহজাহান মিয়া এবং শতরঞ্জি কারুশিল্পে রংপুরের নিসবেতগঞ্জের শিল্পী মো. রমজান আলীকে কারুশিল্পী পদক- একটি করে স্বর্ণ পদক ও নগদ ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন কলকাতা থেকে আগত স্বনামধন্য শিল্পী মালবিকা দাস গুপ্ত, বাংলাদেশি শিল্পী আঁখি আলম, শিল্পী ছোট খালেক দেওয়ান, সাগর দেওয়ান, লাভলী দেওয়ান, বিমল বাউল, আবু বকর সিদ্দিক এবং লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাকির হোসেন সানী রচিত "একাত্তরের খেয়াঘাট" শীর্ষক লোকজ নাটক পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা।

## ॥ ৩০ মাঘ শুক্রবার ১৪২২ বঙ্গাব্দ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ॥

এ-বছর মেলার প্রধান আকর্ষণ বাংলাদেশের গৌরবগাথা আমাদের এই নকশিকাঁথার বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন। একই সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ১২ জন প্রথিতযশা কাঁথার কারুশিল্পীর কর্মপরিবেশ ও বুননশৈলী প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে কারুশিল্পীর কর্মপরিবেশ ও বিপণন চিত্র লোকজ মোটিফের স্টলে দেখানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

এদিন ফাউন্ডেশন চত্বরসহ বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও মেলা ও উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়। পদাতিক নাট্য গোষ্ঠীর পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বিপুল জন সমাগমে মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের মুখ্যবার্তা সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। অনুসন্ধানে জানা যায় মাসব্যাপী মেলায় প্রায় ৩ কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হয়েছে।

## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত

২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে ভাষা শহীদ স্মরণে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ-উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ -এর সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যে পুষ্পাঘ্য নিবেদন করা হয়। অন্যান্যের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ -০৩ আসনের সাবেক সাংসদ আব্দুল্লাহ-আল-কায়সার এবং সোনারগাঁ উপজেলা আওয়ামী লীগসহ সর্বস্তরের জনগণ বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পাঘ্য নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও শিশুদের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষ আয়োজন করা হয়।

কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যের পাদদেশে লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিদের উপস্থাপনায় আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গান পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি এবং ছোট্ট সোনামণিদের কণ্ঠে ভাষার গান পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

২৬ শে মার্চ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী স্বাধীনতা উৎসবের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন নারায়ণগঞ্জ-০৩ আসনের মাননীয় সংসদ -সদস্য লিয়াকত হোসেন খোকা, সোনারগাঁ উপজেলা প্রশাসন, সোনারগাঁ উপজেলা

আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক মাহ্‌ফুজুর রহমান কালাম, উপজেলা পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা জাতীয় পার্টি, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, সোনারগাঁও পৌরসভা, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণসহ হাজার হাজার বঙ্গবন্ধু ভক্ত সারাদিন ব্যাপী শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা শেষে সোনারগাঁ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডকে ফাউন্ডেশনের স্মারক ও ২৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। বৈকালিক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু'র ভাস্কর্যের পাদদেশে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং লোকগানের আসর বসে। কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিরা মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক স্বাধীনতা উৎসবের স্মারণিক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## চৈত্রসংক্রান্তি উদ্‌যাপন

বাঙালির সার্বজনীন উৎসব চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর প্রাঙ্গণে দেশীয় ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে চারদিনব্যাপী বৈশাখীমেলায় গ্রাম বাংলার কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনী, কারুপণ্য, মিঠাইমণ্ডার সম্ভার ও বর্ষবরণ উৎসবের প্রারম্ভিক দিনে আলোচনা অনুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্যসহ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক, ভাষাসংগ্রামী কামাল লোহানী।

ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে চিরায়ত রীতি অনুযায়ী কচিকাঁচা শিশু-কিশোরদের মঙ্গল আলোকে গানের সুরের মূর্ছনায় মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলন ও মনোজ্ঞ লোকসংগীতের আসর আয়োজনের মাধ্যমে চৈত্রসংক্রান্তি উদ্‌যাপিত হয়।কবি আফরোজা কণা'র সার্বিক সঞ্চালনায় স্বনামধন্য লোকসঙ্গীত শিল্পী আনিসা, ছোট খালেক দেওয়ান ও লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ অনুষ্ঠানে নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক চৈত্রসংক্রান্তি উৎসব উপভোগ করেন।

## পহেলা বৈশাখ বাংলানববর্ষ উদ্‌যাপন

বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যের এক অনন্য ধারা দেশের লোক-সংস্কৃতি। শিকড় সন্ধানী লোকজ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে চারদিনব্যাপী চৈত্রসংক্রান্তি, বৈশাখীমেলা ও বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। এ আনন্দোৎসবের প্রভাতি আয়োজন শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা ও মনোরম ঝিলের জলে নৌকাবিলাসে একঝাঁক বাউলের গান পরিবেশনের মধ্যদিয়ে।

মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষের মাঙ্গলিক আয়োজনের শুভ উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ। এ সময় বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী কবি আফরোজা কণার আবৃত্তিতে 'বৈশাখের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। বৈশাখী মেলায় গ্রামবাংলার কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহীর মাটির চিত্রিত পুতুল শিল্পী শ্রীমতি মমতা রানী পাল, বিজলী রানী পাল, দারুশিল্পে আব্দুল আওয়াল মোল্লা, বীরেন্দ্র সূত্রধর, শোলাশিল্পে শ্রী শংকর মালাকার, রামপ্রসাদ মালাকার, বাঁশ – বেত কারুশিল্পে শ্রী পরেশ চন্দ্র দাস, হাতপাখা কারুশিল্পে আবুল কালাম, মনোয়ারা বেগম প্রমুখ।

বৈশাখীআনন্দযজ্ঞে ছিল নৃত্যানুষ্ঠান, লালন, হাছন রাজা, শাহ আবদুল করিমের গান, পুঁথি পাঠ এবং জারি-সারিগানের সুরের মূর্ছনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বর্ষবরণ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের 'ময়ূরপঙ্ক্ষী' লোকমঞ্চে লালন লাঠশালার ছোট সোনামণিদের নাচ-গান- কবিতা আবৃত্তি ও বাউল গানের আসর বসে। এতে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্য শিল্পী আনিসা, ছোট খালেক দেওয়ান, আইনাল হক বাউল ও তার দল, শিল্পী শশী, রণজিৎ বৈরাগী, কাকলি সরকার রুমা গোপ প্রমুখ। হাজার হাজার দর্শক বর্ষবরণের অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

৭ মে শনিবার ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে দিনব্যপী বার্ষিক কর্মসম্পাদন (APA) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করে বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কর্মক্ষমতা, তাদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনার জন্য তাগিদ দেন। এ-পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে দেশের উন্নতি তরান্বিত হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের একটি সমাবেশে জাতিকে কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৬-১৭ বাস্তবায়ন উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আগত প্রশিক্ষক উপসচিব জনাব মো: শওকত আলী এ-পরিপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশনে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মশালায় অন্যান্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক– জনাব মো: রবিউল ইসলাম, ডিসপ্লে অফিসার– জনাব একেএম আজাদ সরকার, উপসহকারী প্রকৌশলী– জনাব মো: মোছাব্বের হোসেন, রেজিস্ট্রেশন অফিসার– জনাব মো: ইয়ামিন খান, একান্ত সহকারী– জনাব রফিকুর রহমান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার-জনাবা দিলরুবা বেগম, গাইড লেকচারার– জনাব একেএম মুজ্জাম্মিল হক, ফটোগ্রাফার– জনাব শফিকুর রহমান, গাইড লেকচারার– জনাব মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

## জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন

১৭ মে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ শোভাযাত্রা, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে আনন্দ শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে জাদুঘর ও সাংস্কৃতিক নিসর্গ রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে ICOM দিবস পালিত হয়।

মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরবর্তী প্রজন্মকে জাদুঘর সম্পর্কে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের বিনামূল্যে জাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্য শিল্পী আইনাল হক বাউল ও তার দল এবং লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। হাজারো দর্শক আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসের অনুষ্ঠামালা উপভোগ করেন।

## শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

০৩ জুন শুক্রবার ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এ-উপলক্ষে তাঁর ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের পদমূলের পাদদেশে পুষ্পাঘ্য নিবেদন এবং শহীদ শেখ রাসেল ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

শিল্পাচার্যের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে শিশুদের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা অনুষ্ঠান ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শিল্পাচার্যের বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন দেশবরেণ্য শিল্পী হাশেম খান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মনজুরুর রহমান, বিশিষ্ট ডিজাইনার চন্দ্রশেখর সাহা ও ঢাকা সিটি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মইনুদ্দীন খালেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ। বিপুলসংখ্যক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১০ জুন শুক্রবার ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে দিনব্যপী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করে বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কর্মক্ষমতা, শুদ্ধাচার ও বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনার জন্য তাগিদ দেন। প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার বাস্তবায়িত হলে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে এবং গুণী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের একটি সমাবেশে জাতিকে শুদ্ধাচারের সাথে কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছিলেন"।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনই পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ এনজিও এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসেবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রূপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি।

কর্মশালায় অন্যান্যর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক- মো: রবিউল ইসলাম, ডিসপ্লে অফিসার- একেএম আজাদ সরকার, উপসহকারী প্রকৌশলী- মো: মোছাব্বের হোসেন, রেজিস্ট্রেশন অফিসার- মো: ইয়ামিন খান, নিরাপত্তা অফিসার- মো: সাখাওয়াত হোসেন, একান্ত সহকারী- রফিকুর রহমান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার- দিলরুবা বেগম, গাইড লেকচারার- একেএম মুজ্জাম্মিল হক, ফটোগ্রাফার- শফিকুর রহমান, গাইড লেকচারার- মনিরুজ্জামান, স্টোরকিপার- মো: আলাল হোসেন খান, উচ্চমান সহকারী- আজহার আলী, ভারপ্রাপ্ত হিসাব রক্ষক মিজানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক মো: আশরাফুল আলম নয়ন প্রমুখ।

## অনলাইন সেবা ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সোনারগাঁও, ১৭ জুন শুক্রবার ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে দিনব্যপী অনলাইন সেবা/তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করে বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কর্মদক্ষতা ও অনলাইন সেবার মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনার জন্য তাগিদ দেন। প্রতিষ্ঠানে অনলাইন সেবার মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়িত হলে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনলাইন সেবার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতার ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক- মো: রবিউল ইসলাম, ডিসপ্লে অফিসার- একেএম আজাদ সরকার, উপসহকারী প্রকৌশলী- মো: মোছাব্বের হোসেন, রেজিস্ট্রেশন অফিসার- মো: ইয়ামিন খান, নিরাপত্তা অফিসার- মো: সাখাওয়াত হোসেন, একান্ত সহকারী- রফিকুর রহমান, সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার- দিলরুবা বেগম, গাইড লেকচারার- একেএম মুজ্জাম্মিল হক, ফটোগ্রাফার- শফিকুর রহমান, স্টোরকিপার- মো: আলাল হোসেন খান, ভারপ্রাপ্ত হিসাব রক্ষক মিজানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক মো: আশরাফুল আলম নয়ন প্রমুখ।

## বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

২৪ জুন শুক্রবার ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি সোনারগাঁও জাদুঘর, ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের গ্রন্থাগার ভবনে দিনব্যাপী বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব মো: মসিউর রহমান। তিনি বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের এ-কোর্সের মাধ্যমে তথ্য বিনিময় করে দেশের সমৃদ্ধময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি লাভ করা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ।

বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন উপস্থাপনা শেষে সম্মানিত অতিথিগণ লোকশিল্প জাদুঘর, ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজ ও ফাউন্ডেশন চত্বর পরিদর্শন করেন।

এ উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার প্রধান কর্মকর্তাগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আশীষ কুমার সরকার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব অসিম কুমার দে এবং বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শিল্পকলা একাডেমিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

## মাছ ধরার সরঞ্জাম প্রদর্শনী বৃক্ষরোপণ ও মাছের পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠিত

১১ শ্রাবণ ১৪২৩/২৬ জুলাই ২০১৬ আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আবাহন- বর্ষায় গ্রাম বাংলার জেলেদের মাছ ধরার উৎসব। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে "জল আছে যেখানে মাছ চাষ সেখানে, আমরা মাছে ভাতে বাঙালি"... এই জয়গানে বর্ষায় গ্রামবাংলার জেলেদের মাছ ধরার লোকজ সরঞ্জাম প্রদর্শনী, ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি সংলগ্ন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ। ফাউন্ডেশনের আলোচিত প্রদর্শনী পরিদর্শনে দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ বিমুগ্ধ হন।

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ হাজারো দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত ব্যতিক্রমধর্মী প্রদর্শনী অবলোকনে ভিড় জমান।

# লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭

ঐতিহাসিক সোনারগাঁও এক স্মৃতিঋদ্ধ জনপদ। প্রাচীনবঙ্গে এটি এক বিশেষ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এদেশের লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের এক সমৃদ্ধ জায়গা সোনারগাঁও। এখানকার লোক ও কারুশিল্প বিশ্বখ্যাত মসলিন, ঝিনুক, মুক্তার কাজ, কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া পুতুল ইত্যাদি একদা রপ্তানির মর্যাদা পেয়েছিল। এমন লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে দেশীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনে ১ মাঘ-৩০ মাঘ ১৪২২/১৪ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭। বসন্তবরণ উৎসব ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলার সময় বৃদ্ধি করা হয়।

১৪ জানুয়ারি ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চে মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব আকতারী মমতাজ, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক জনাব রাব্বী মিয়া,নারায়ণগঞ্জ ০৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল্লাহ আল্ কায়সার। সোনারগাঁ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূঁইয়া, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহফুজুর রহমান কালাম, মুক্তিযুদ্ধ কমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি জনাব সোহেল রানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্যশিল্পী কিরণ চন্দ্র রায়, শিল্পী আনিসা, ফারজানা ছগীর শশী, ছোট খালেক দেওয়ান, মফিজুল ইসলাম মুকুল, সঞ্জয় ভৌমিক, আইনাল হক বাউল প্রমুখ। এছাড়া ফাউন্ডেশন আয়োজিত গ্রামীণ খেলা ও লোকজীবন প্রদর্শনীতে সোনারগাঁ জি.আর ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক জনাব মশিউর রহমান ও জনাব আব্দুল হামিদ অংশগ্রহণ করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## মেলায় অংশগ্রহণকারী কারুশিল্পী

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ অংশগ্রহণকারী কর্মরত কারুশিল্পীর তালিকা; (১) রাজশাহীর শখের হাঁড়ি; শ্রী সুশান্ত কুমার পাল, মৃত্যুঞ্জয় কুমার পাল, সঞ্জয় কুমার পাল (২) সোনারগাঁয়ের বেতের কারুশিল্পে- শ্রী পরেশ কুমার দাস, রাজকুমার দাস (৩) চট্টগ্রামের তালপাতার হাতপাখা- মো. আবুল কালাম, আরফা খাতুন (৪) মুন্সিগঞ্জের শীতলপাটি শিল্পে- শ্রীমতি সবিতা রানী মোদী, কৃষ্ণ চন্দ্র মোদী (৫) মাগুরার শোলাশিল্পে- শ্রী শংকর মালাকার, রামপ্রসাদ মালাকার (৬) ঝিনাইদহের শোলাশিল্পে- শ্রী গোপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ও নওগাঁর শ্রী নয়ন মালাকার (৭) সোনারগাঁয়ের কাঠের কারুশিল্পে- শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর, দিপালী রানীসূত্রধর (৮) শ্রী আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর, সন্ধ্যা রানী সূত্রধর (৯) রংপুরের শতরঞ্জি কারুশিল্পে - মো. রমজান আলী, শিল্পী বেগম (১০) রাঙ্গামাটির ক্ষুদ্রনৃ-গোষ্ঠীর কারুশিল্পে- শিউলী খানম, জয়শ্রী ধর (১১) কিশোরগঞ্জের টেপাপুতুল শিল্পে - শ্রী সুনীল চন্দ্র পাল, আরতি রানী পাল (১২) কুমিল্লার তাঁমা-কাঁসা-শিল্পে- মানিক সরকার, আঃ সাত্তার (১৩) সোনারগাঁয়ের লৌহজাত শিল্পে- শ্রী দ্বীপন বিশ্বাস, সুকান্ত কর্মকার (১৪) ঢাকার পটচিত্রে- শ্রীমতি নমিতা চক্রবর্তী, রতন কুমার পাল (১৫) রংপুরের পাটজাত শিল্পে- একাব্বর হোসেন, ফিরোজা বেগম (১৬) ঠাকুরগাঁও এর বাঁশ-বেত কারুশিল্পে- শ্রী গলিবালা, অবিনাশ রায় (১৭) সোনারগাঁয়ের কাঠের কারুশিল্পে- মো. আওয়াল মোল্লা, মো.রফিকুল ইসলাম(১৮) রাজশাহীর মুখোশ শিল্পে- শ্রী সুবোধ পাল, সজিব কুমার পাল (১৯) সোনারগাঁয়ের পাটের কারুপণ্যে- মো. কাইফু ও মোর্শেদা আক্তার (২০) সোনারগাঁয়ের জামদানি শিল্পে- মোহাম্মদ আলী ও রিনা বেগম (২১) মৌলভী বাজারের মণিপুরী তাঁতশিল্পে

রেহানা বেগম ও আনোয়ারা বেগম (২২) নারায়ণগঞ্জের সরাচিত্র শিল্পে- সুধন্য চন্দ্র দাস ও রামু চন্দ্র দাস (২৩) ঢাকার মৃৎশিল্পে বিপদহরী পাল ও বসন্ত রানী পাল (২৪) সোনারগাঁয়ের নকশিকাঁথা শিল্পে- হোসেন আরা বেগম, নার্গিস আক্তার (২৫) মৌলভী বাজারের শীতল পাটি শিল্পে গীতেশ চন্দ্র দাস ও হরেন্দ্র চন্দ্র দাস (২৬) ঢাকার শাঁখা শিল্পে অনুপ নাগ ও সৈকত ভন্দ্র এবং (২৭) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের মৃৎশিল্প বিভাগের ছাত্র মো. মনিরুজ্জামান ও হাসান আলী এবার আলোচিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

## মেলার স্টল বিন্যাস

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ উপলক্ষে নিম্নোক্তভাবে মেলার স্টল বিন্যাস করা হয়: ক গ্রুপ : হস্তশিল্পের স্টল ৪৬টি, পোশাকের স্টল ৪৩টি, স্টেশনারি ও কসমেটিক্স ৩৫টি, খাবার ও চট্‌পটি স্টল ২৫টি, মিষ্টির স্টল ১৭ টি এবং কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে ৫৪ জন শিল্পীর ২৭টি স্টলে বসার ব্যবস্থা করা হয়।

## অনুষ্ঠানমালা

আমাদের হাজার বছরের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের স্মারক লোকসঙ্গীত বাংলার চিরায়ত শিল্প। লোকসঙ্গীতের আবেদন চিরন্তন। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের মূলে রয়েছে মাটির ছোঁয়া। মাটির মানুষের হৃদয়ের কথকতা লোকসঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়। এদেশের লোকসঙ্গীত গণমানুষের হৃদয়লোক থেকে উঠে আসে। হৃদয় লোকেই তার আবেদন। লোকসঙ্গীত বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য। এ-ঐতিহ্যে মানুষের মনের কথা, প্রাণের স্পর্শ আর হৃদয়ের আর্তি মিশে আছে। লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজনে দেশের জনমানুষের হৃদয় স্পন্দন জাগাতে এবং বাংলার লোক ঐতিহ্যের অনন্য উপাদানের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করার প্রয়াসে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মাসব্যাপী লোকজ উৎসব ২০১৭ উপলক্ষে নানা ধরনের অনুষ্ঠানমালা পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের আছে জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি,লালনগীতি, বাউলগান, মাইজভাণ্ডারী, গম্ভীরা, আলকাপ এবং হাছন রাজার মতো হাজারো লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার। লোকজ উৎসবের মাসব্যাপী আয়োজনে প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডার থেকে বাউলগান, পালাগান, নাটক, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্যনাট্য, কবিতা আবৃত্তি, লোক ছড়াপাঠের আসর, লোকজ গল্প বলার বর্ণিল ও বর্ণালী অনুষ্ঠানমালা 'সোনারতরী' লোকজমঞ্চে পরিবেশিত হয়। মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার বিবরণ নিম্নরূপ :

### ॥ ২ মাঘ রবিবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানমালা শুরু হয় লোকজীবন প্রদর্শনী ও গ্রামীণ খেলার মধ্যদিয়ে। বিকেলে বৈদ্যেরবাজার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় লোকজীবনের চালচিত্র প্রদর্শিত হয়। একই সাথে ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে তাদের গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ খেলা পরিচালনায় ছিলেন ক্রীড়া শিক্ষক জনাব জহিরুল হোসেন। এরপর ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী মারিয়া, রুবী সরকার, শাহীন হাওলাদার প্রমুখ।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অগ্নিবীণা ললিতা কলা একাডেমির অধ্যক্ষ জনাব লিয়াকত আলী সরকার বাচ্চুর পরিচালনায় মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### ॥ ৩ মাঘ সোমবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ এর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানমালা শুরু হয় হাজী লাল মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক জনাব মনিরুজ্জামানের পরিচালনায় গ্রামীণ খেলার মধ্য দিয়ে। ফাউন্ডেশনের

পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ এর সভাপতিত্বে বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। এতে লোকগান পরিবেশন করেন শিল্পী রওশন তালুকদার, সমির বাউল, জয় সরকার প্রমুখ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে আগত আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠীর শিবু রায় ও সালমা চৌধুরীর পরিচালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যাক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

**॥ ৪ মাঘ মঙ্গলবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ**
**১৭ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥**

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজনে দেশীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনে কাইকারটেক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে গ্রামীণখেলা উপস্থাপন করা হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে এটিএনবাংলার তিনচাকার তারকা শিল্পী ওমর আলী, এস বিজয়, মিনা পাগলী, শিল্পী শাহীন হাওলাদার মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইটের পরিচালনায় লোকগান পরিবেশন করেন শিল্পী শ্যামলী চৌধুরী, রত্না সরকার, শিপ্রা আহমেদ, শ্রাবন্তী গুহ রায়, নবনীতা চৌধুরী অনন্যা, শহীদুল ইসলাম সৌরভ, এস এম মেজবাহ উদ্দিন, মাধবী খান প্রমুখ। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

**॥ ৫ মাঘ, বুধবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ**
**১৮ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥**

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় বিকেলে সোনাখালীউচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নূরুন্নাহার আক্তার গ্রামীণ খেলা পরিচালনা করেন। বৈকালিক বাউলগানের আসরে লোকসংগীত পরিবেশন করেন লুতু সরকার, ডেইজি, বেবি ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব জিয়াউল হাসানের উপস্থাপনায় আরোহী শিল্পী গোষ্ঠী এর পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা পরিবেশিত হয়।

**॥ ৬ মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ**
**১৯ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥**

মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় বিকেলে চৌধুরীগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় ফাউন্ডেশনের খেলারমাঠে গ্রামীণখেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক লোকগানের আসরে সংগীত পরিবেশন করেন সুরমঞ্জুরী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। এদের মধ্যে রুমা আক্তার, মাহমুদ, এসএম মিজান, লাবনী রানী রায়, সিমলা রানী রায়, তাফসিরাতুন-নূর রুনা, আদিল সরকার উল্লেখ্যযোগ্য।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গীতি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন কিশোরগঞ্জ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

**॥ ৭মাঘ শুক্রবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ**
**২০ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥**

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের ৭মদিনে সনমান্দি হাসান খাঁ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ইয়াছিন মোল্লা গ্রামীণ খেলা পরিচালনা করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন প্রদর্শিত গ্রামীণ খেলা উপভোগ করেন। কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় বৈকালিক বাউলগানের আসরে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী আনিমা মুক্তি গমেজ, শিল্পী শাহীন হাওলাদার এবং লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্কলার্স স্পেশাল স্কুলের অটিস্টিক শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এরপর মিলন কান্তি দে-এর পরিচালনায়

আলোমতি ও প্রেম কুমার শীর্ষক যাত্রাপালা পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### ॥ ৮ মাঘ শনিবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
### ২১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের ৮ম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেলে। মেঘনাঘাট শিল্প নগরীর শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় গ্রামীণ খেলা পরিবেশিত হয়। এদিন বৈকালিক বাউলগানের আসরে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী হিরু ফকির, পাপিয়া, সাঈদা ইসলাম প্রাপ্তি প্রমুখ। এরপর ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠীর প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী ফকির আলমগীর ও তাঁর দল লোকসংগীত পরিবেশন করেন।অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

### ॥ ৯ মাঘ রবিবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
### ২২ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠামালায় বিকেলে আদমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় গ্রামীণ খেলা ও লোকজীবন প্রদর্শনীর চালচিত্র প্রদর্শিত হয়। ফাউন্ডেনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন হাসি সরকার, সাগর দেওয়ান, স্বপন বিশ্বাস, শিল্পী শাহীন হাওলাদার প্রমুখ। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে শিল্পী জাহীন ও তার দল লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

### ॥ ১০ মাঘ সোমবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
### ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের ১০ম দিন। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে মোগরাপাড়া এসজি এস স্মৃতি বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাবিনা সুলতানার পরিচালনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে রীতা রানী সাহা, নাসরীন ফেরদৌস এবং শিল্পী শাহীন হাওলাদার লোকসংগীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আইনাল হক বাউল ও তাঁর দল মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন।

### ॥ ১১ মাঘ মঙ্গলবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
### ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠামালায় মৃৎশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন শিরোনামে মাসব্যাপী প্রদর্শনী ও দিনব্যাপী বর্ণিল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউল সংগীত পরিবেশন করেন বাউল করিম, রওশন তালুকদার, পাগল চাঁন, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্রান্তিশিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পী তানজিনা লাবণ্য, নাদিয়া আক্তার, সানজিদা হ্যাপী, অহিদুল ইসলাম, প্রলয় সাহা, শিল্পী ইসলাম, নিলুফার জাহান চিনু, গোধূল, মো. আলাউদ্দিন এবং শারমিন সুমী লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুল সংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

### ॥ ১২ মাঘ বুধবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
### ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় প্রতিদিনের মতো বিকেলে তাজপুর সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে বৈকালিক বাউলগানের আসরে ডলার বাউল, শিল্পী আনিসা, রুমা গোপ, আঁখি আলম, শাহীন হাওলাদার লোকসংগীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আলম দেওয়ান ও তার দল মনোজ্ঞ

লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

## ॥ ১৩ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ১৩তম দিন উদয়ন আদর্শ বিদ্যানিকেতন এর ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে মিন্টু বয়াতি, সোহানা সরকার, জাহিদুল ইসলাম পথিক, শাহীন হাওলাদার প্রমুখ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দৃষ্টি সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ লোকসংগীত পরিবেশন করেন।

## ॥ ১৪ মাঘ শুক্রবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ২৭ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় বিকেলে কাঁচপুর ওমর আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাঈদা ইসলাম প্রাপ্তি, এস বিজয়, মাসুদ আহম্মেদ, সাগর দেওয়ান, শাহীন হাওলাদার প্রমুখ মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব ফিরোজ হোসাইনের পরিচালনায় লোকজ নাটক উপস্থাপিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ॥ ১৫ মাঘ শনিবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ২৮ জানুয়ারি২০১৭ খ্রিস্টাব্দ॥

লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় এদিন বিকেলে ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে চৌধুরীগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের শিক্ষক মাহমুদা আক্তার গ্রামীণ খেলা পরিচালনা করেন। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। বৈকালিক অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চে লোকসংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ বেতার টেলিভিশনের স্বনামধন্য শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ, সাঈদা ইসলাম প্রাপ্তি, শিল্পী শাহীন হাওলাদার প্রমুখ। এরপর বাউল গানের আসরে গান পরিবেশন করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি জনাব গোলাম কুদ্দুস এর পরিচালনায় বহ্নিশিখা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন। উল্লেখ্য যে, সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতিকে ফাউন্ডেশনের মনোগ্রাম খচিত ক্রেস্ট ও উত্তরীয় প্রদান করা হয়। এছাড়া দিনব্যাপী সং সাজায় সঙ এর বৈচিত্র্যময় খেলা প্রদর্শিত হয়।সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ফাউন্ডেশনে গণমানুষের ঢল নামে।

## ॥ ১৬ মাঘ রবিবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ২৯ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় গ্রামীণখেলা ও লোকজীবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাড়িমজলিশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় নির্ধারিত খেলা ও লোকজীবনের চালচিত্র প্রদর্শিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী দিনা আক্তার, দেলোয়ার হোসেন, সাত্তার সরকার, শাহীন হাওলাদার প্রমুখ। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির সহপরিচালক সাইমন জাকারিয়ার সার্বিক পরিচালনায় ভাবনগর ফাউন্ডেশনের শিল্পী অন্তর সরকার, রবিউল হক, ফারজানা আলম লীনা, শাহ আলম দেওয়ান, সরদার হীরক রাজা প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ হাজার বছরের ঐতিহ্য চর্যাগীতি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি দর্শকদের বিমুগ্ধ করে।

## ॥ ১৭ মাঘ সোমবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
## ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজনে আবহমান বাংলার লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলায় গোয়ালদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা ও লোকজীবনের চালচিত্র প্রদর্শিত হয়।

ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোক কবিতার আসর বসে। এতে কবিতা আবৃত্তি করেন শামসুদ্দোহা চৌধুরী, বাবুল মোশাররফ, রহমান মুজিব, কাজি মনির, শংকর দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের লালন পাঠশালার ছোট সোনামণিগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

## ॥ ১৮ মাঘ মঙ্গলবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
## ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় হাইকেয়ার কিন্ডারগার্টেন-এর ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থাপনায় লুপ্তপ্রায় গ্রামীণখেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈকালিক বাউলগানের আসরে ফাউন্ডেশনের সোনারতরী লোকমঞ্চে আসাদ বাবু, শিল্পী শাহীন, ধীরু বাউল গান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব শেখ এনামুল হকের উপস্থাপনায় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বিপুলসংখ্যক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ॥ ১৯ মাঘ বুধবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
## ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় সোনারগাঁয়ের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রিন চাইল্ড কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক আবু নাসের মোল্লার পরিচালনায় ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বৈকালিক বাউলগানের আসরে শিল্পী আমজাদ দেওয়ান, জনি সরকার, শাহীন হাওলাদার, ফারজানা রনি প্রমুখ বাউলগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতার টেলিভিশনের স্বনামধন্যশিল্পী সোহবার হোসেন বয়াতি ও তার দল লোকজমঞ্চে মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ॥ ২০ মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
## ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় দিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে গ্রামীণখেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে আতাউর রহমান, আনোয়ার হোসেন ভূইয়া, জাকির হোসেন, বাদিয়ার রহমান লোকগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী সোনারগাঁ ফাউন্ডেশনের লোকমঞ্চে লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

## ॥ ২১ মাঘ শুক্রবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
## ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় গ্রামীণখেলা উপস্থাপিত হয়। সিডাস কিন্ডারগার্টেন এ খেলায় অংশগ্রহণ করে। কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় বৈকালিক বাউল গানের আসরে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বাউলশিল্পী গোলাপী, আবদুর রহিম, ওস্তাদ সোলাইমান, শিল্পী শাহীন হাওলাদার প্রমুখ লোকগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাহিদ রিপন এর উপস্থাপনায় স্বপ্নদল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানমালা পরিবেশন করেন।

বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### ॥ ২২ মাঘ শনিবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
### ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে গ্রামীণ খেলা প্রদর্শিত হয়। সিনহা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ গ্রামীণ খেলায় অংশগ্রহণ করেন। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে এদিন লোককবিতার আসর বসে। বৈকালিক বাউলগানের আসরে দিলবাহার খান, শাহীন হাওলাদার, ওস্তাদ সোলাইমান, সাঈদা ইসলাম প্রাপ্তি প্রমুখ বাউলগাল পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। বৈকালিক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী হাসান আরিফ ও ঢাকার শ্রুতিঘর সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠীর উপস্থাপনায় কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়। এতে কলকাতার বাচিক শিল্পী স্বপ্না দে কবিতা আবৃত্তি করেন। সান্ধ্যকালীন আয়োজনে আব্দুল কুদ্দুস বয়াতি ও তার দল মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### ॥ ২৩ মাঘ রবিবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
### ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাঘের শীতের পড়ন্ত বিকেলে ফাউন্ডেশনের গ্রামীণ খেলার মাঠে হাই কেয়ার কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বৈকালিক বাউলগানের আসরে হিরু ফকির, সমির বাউল, স্মৃতি দেওয়ান, কোহিনূর আক্তার গোলাপী এবং জাকিয়া সুলতানা মিতু গান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে আগত বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট লোকজমঞ্চে মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### ॥ ২৪ মাঘ সোমবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
### ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালার ধারাবাহিকতায় পড়ন্ত বিকেলে ফাউন্ডেশনের গ্রামীণখেলার মাঠে পঞ্চমীঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক গানের আসরে ছালমা চৌধুরী, শিবু রায়, সাধনা মিত্র, জাকির সরকার, শাহীন হাওলাদার প্রমুখ লোকগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফজলুল হক খোকনের উপস্থাপনায় নারায়ণগঞ্জ সংগীত একাডেমির পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চের অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

### ॥ ২৫ মাঘ মঙ্গলবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
### ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিকতায় শীতের পড়ন্ত বিকেলে ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে মাঝেরচর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে লুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে শিল্পী আফসানা হক ইমু, নূরুল হক সরকার,সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি, জাকির হোসেন প্রমুখ লোকজমঞ্চে বাউলগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব মানস করের উপস্থাপনায় কিশোরগঞ্জের মলুয়া গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

### ॥ ২৬ মাঘ বুধবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
### ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে প্যারাবো উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে গ্রামীণখেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে

বাউল আক্তার দেওয়ান, আবদুল বারেক,শাহীন হাওলাদার প্রমুখ লোকগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব জাকির হোসেন কর্তৃক বাবুরহাট নাট্য গোষ্ঠীর উপস্থাপিত বেদের মেয়ে নদীয়া নাটক মঞ্চস্থ হয়।

## ॥ ২৭ মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় এদিন বিকেলে ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে বাড়িমজলিস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে গ্রামীণখেলা প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী শশী এবং সুলতান হোসেন পরিচালিত সারেগামা সঙ্গীত নিকেতন এর শিল্পীবৃন্দ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ॥ ২৮ মাঘ শুক্রবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানমালায় সোনারগাঁ পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণখেলা প্রদর্শিত হয়। প্রতিদিনের মতো এদিন বৈকালিক আয়োজনে লোকজমঞ্চে জগতের সকল আঁধার অমঙ্গল বিদূরিত করার ব্রত নিয়ে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে লালন ও হাছন রাজার গানের আসর বসে। কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চলনায় বৈকালিক বাউলগানের আসরে বাংলাদেশ বেতার টেলিভিনের স্বনামধন্য শিল্পী আঁখি আলম, রুবি সরকার, সাঈদা ইসলাম প্রাপ্তি, ওস্তাদ সোলাইমান, শাহেরী, সনৎ কুমার বিশ্বাস প্রমুখ লোকজমঞ্চে লোকগান পরিবেশন করেন। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট মনোজ্ঞ লোকসংগীত পরিবেশন করেন।বিপুলসংখ্যাক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ॥ ২৯ মাঘ শনিবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে সোনারবাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিশু কিশোরদের পরিবেশনায় বিকেলে গ্রামীণখেলা ও লোকজীবনের চালচিত্র প্রদর্শিত হয়। বৈকালিক বাউল গানের আসরে উত্তম কুমার, বিশ্বজিৎ রায়, সাঈদা ইসলাম প্রাপ্তি প্রমুখ গান পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যাক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন। এদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানমালায়

## কারুশিল্পী পুরস্কার প্রদান

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০১৬ সালে কারুশিল্পের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ অবদানের জন্য ৪ জন শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে জগতের সকল আঁধার অমঙ্গল বিদূরীত করে জ্বলে উঠুক মঙ্গলপ্রদীপ শিখা এ-ব্রত নিয়ে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্য, বিশিষ্ট শিল্পী ও কারুশিল্প অনুরাগী শিল্পী হাশেম খান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহীদুল্লাহ্ এ্যাস্টেট-এর পরিচালক বিশিষ্ট স্থপতি রবিউল হুসাইন এবং ঢাকা সিটি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মইনুদ্দীন খালেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ২০১৬ সালে শীতলপাটি শিল্পে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মুন্সিগঞ্জের শীতলপাটি শিল্পী সবিতা রানী মোদী, কুমিল্লার তামা-কাঁসা-পিতল শিল্পে জনাব মানিক সরকার, ঢাকার পাটের শিকা শিল্পে সুফিয়া আক্তার এবং নারায়ণগঞ্জের সরাচিত্র শিল্পে সুধন্য চন্দ্র দাসকে কারুশিল্পী পদক- একভরি ওজনের একটি করে স্বর্ণ পদক ও নগদ ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্য শিল্পী আঁখি আলম, শিল্পী ছোট খালেক দেওয়ান, সাগর দেওয়ান, লাভলী দেওয়ান, বিমল বাউল, আবু বকর সিদ্দিক এবং লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাকির হোসেন সানী রচিত "একাত্তরের খেয়াঘাট" শীর্ষক লোকজ নাটক পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা।

## ॥ ৩০ মাঘ রবিবার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

এবছর মেলার প্রধান আকর্ষণ মৃৎশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন শিরোনামে বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন। একই সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৫৪ জন প্রথিতযশা কারুশিল্পীর কর্মপরিবেশ প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে কারুশিল্পীর কর্মপরিবেশ ও বিপণন চিত্র লোকজ মোটিফের স্টলে দেখানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

এদিন ফাউন্ডেশন চত্বরসহ বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও মেলা ও উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে অমিয় বাউল ও তাঁর দলের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বিপুল লোক সমাগমে মাসব্যাপী লোকজ উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুসন্ধানে জানা যায় মাসব্যাপী মেলায় প্রায় ৩ কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হয়েছে।

## ॥ ০১ ফাল্গুন, সোমবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

এদিন সোনারগাঁ কিন্ডারগার্টেন এর ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে ইসমত আরা বেগমের পরিচালনায় ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে গ্রামীণখেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক বাউলগানের আসরে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে শিল্পী আনিসা, সাগর দেওয়ান, শ্যামল পাল, সাঈদা ইসলাম প্রাপ্তি, সঞ্জয় দাস, চম্পা দাস প্রমুখ শিল্পী লোকগান পরিবেশন করেন।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জনাব মো. জসিম এর পরিচালনায় লোকজ নাটক পরিবেশিত হয়।

## ॥ ০২ ফাল্গুন, মঙ্গলবার ১৪২৩ বঙ্গাব্দ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ॥

বিশ্বভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি রবীন্দ্র গোপ। মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন আইনাল হক বাউল ও তাঁর দল, ছোট খালেক দেওয়ান, বকুল বয়াতি, সাঈদা ইসলাম প্রাপ্তি প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। অনুষ্ঠানে আলোচনা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনাব জাহিদুল ইসলাম।

সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অগ্নিবীণা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীবৃন্দ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বিপুল সংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে ভাষা শহীদ স্মরণে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ -এর সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও শিশুদের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষ আয়োজন করা হয়।

কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যের পাদদেশে লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিদের উপস্থাপনায় আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গান পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি এবং ছোট্ট সোনামণিদের কণ্ঠে ভাষার গান পরিবেশিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে

পুরুস্কার বিতরণ করা হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮ তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত

ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৮ মত গৌরবোজ্বল জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু'র ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন নারায়ণগঞ্জ-০৩ আসনের মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, উপজেরা নির্বাহী অফিসার জনাব শাহীনুর ইসলাম, সোনারগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসরাম ভূঁইয়া, উপজেরা পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সোনারগাঁ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, সোনারগাঁও পৌরসভা, প্রেস মিডিয়া, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের জনগণ। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল শিশু চিত্র প্রদর্শনী ও দেশের প্রথিতযথা শিল্পীদের অঙ্কিত জাতির পিতার প্রতিকৃতি প্রদর্শনী।

কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় বৈকালিক অনুষ্ঠানে সোনারগাঁ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল, কিন্ডার গার্টেনের ছাত্র-ছাত্রী এবং লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু'র ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, শিশুদের কবিতা আবৃত্তি ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ বেতার-টেলিভিশনের স্বনামধন্য শিল্পী ওস্তাদ সোলাইমান, আইনাল হক বাউল ও তার দল এবং লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ। বিপুলসংখ্যক দর্শক বঙ্গবন্ধু'র গৌরবোজ্জ্বল ৯৮ তম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী স্বাধীনতা উৎসবের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন নারায়ণগঞ্জ-০৩ আসনের মাননীয় সংসদ-সদস্য লিয়াকত হোসেন খোকা, সোনারগাঁ উপজেলা প্রশাসন, সোনারগাঁ উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক মাহ্‌ফুজুর রহমান কালাম, উপজেলা পরিষদ এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা জাতীয় পার্টি, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, সোনারগাঁও পৌরসভা, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা শেষে সোনারগাঁ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডকে ফাউন্ডেশনের স্মারক ও ২৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। বৈকালিক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু'র ভাস্কর্যের পাদদেশে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা,বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, আবৃত্তি, নৃত্য, পুরুস্কার বিতরণ এবং দেশাত্মবোধক গানের আসর বসে। কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিরা মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক স্বাধীনতা উৎসবের স্মারণিক অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## চৈত্রসংক্রান্তি উদ্‌যাপন

বাঙালির সার্বজনীন উৎসব চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর প্রাঙ্গণে দেশীয় ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী বৈশাখীমেলায় গ্রাম বাংলার কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনী, কারুপণ্য, মিঠাইম-ার সম্ভার ও বর্ষবরণ উৎসবের প্রারম্ভিক দিনে আলোচনা অনুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্যসহ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

প্রবীণ সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ভাষাসংগ্রামী কামাল লোহানী।

ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপের সভাপতিত্বে চিরায়ত রীতি অনুযায়ী কচিকাঁচা শিশু-কিশোরদের মঙ্গল আলোকে গানের সুরের মূর্ছনায় মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলন ও মনোজ্ঞ লোকসংগীতের আসর আয়োজনের মাধ্যমে চৈত্রসংক্রান্তি উদ্‌যাপিত হয়। কবি আফরোজা কণা'র সার্বিক সঞ্চালনায় স্বনামধন্য লোকসঙ্গীত শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ, ছোট খালেক দেওয়ান ও লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ অনুষ্ঠানে নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। বিপুলসংখ্যক দর্শক চৈত্রসংক্রান্তি উৎসব উপভোগ করেন।

## পহেলা বৈশাখ বাংলানববর্ষ উদ্‌যাপন

বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যের এক অনন্য ধারা দেশের লোক-সংস্কৃতি। শিকড় সন্ধানী লোকজ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে তিনদিনব্যাপী চৈত্রসংক্রান্তি, বৈশাখীমেলা ও বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। এ আনন্দোৎসবের প্রভাতি আয়োজন শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা ও মনোরম ঝিলের জলে নৌকাবিলাসে একঝাঁক বাউলের গান পরিবেশনের মধ্যদিয়ে।

মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষের মাঙ্গলিক আয়োজনের শুভ উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ। এ সময় বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী কবি আফরোজা কণার আবৃত্তিতে বৈশাখের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। বৈশাখী মেলায় গ্রামবাংলার কারুশিল্পী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহীর শখের হাঁড়িশিল্পী সুশান্ত পাল, সঞ্জয় পাল, দারুশিল্পে আব্দুল আওয়াল মোল্লা, বীরেন্দ্র সূত্রধর, শোলাশিল্পে শ্রী শংকর মালাকার, রামপ্রসাদ মালাকার, বাঁশ-বেত কারুশিল্পে শ্রী পরেশ চন্দ্র দাস, হাতপাখা কারুশিল্পে আবুল কালাম, মুন্সিগঞ্জের শীতল পাটি শিল্পী সবিতা রানী মোদী প্রমুখ।

বৈশাখীআনন্দযজ্ঞে ছিল নৃত্যানুষ্ঠান, লালন, হাছন রাজা, শাহ আবদুল করিমের গান, পুঁথি পাঠ এবং জারি-সারিগানের সুরের মূর্ছনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বর্ষবরণ উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের 'ময়ূরপঙ্ক্ষী' লোকমঞ্চে লালন লাঠশালার ছোট সোনামণিদের নাচ-গান- কবিতা আবৃত্তি ও বাউল গানের আসর বসে। এতে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্য শিল্পী আনিসা, শিল্পী রুমা গোপ, ছোট খালেক দেওয়ান, আইনাল হক বাউল ও তার দল, শিল্পী শশী, কাকলি সরকার প্রমুখ। হাজার হাজার দর্শক বর্ষবরণের অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬ তম জন্মবার্ষিকী পালিত

৩০ বৈশাখ, শনিবার ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, ১৩ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে বাংলাভাষা উৎকর্ষসাধনের মহানায়ক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ-এর সভাপতিত্বে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। লালন পাঠশালার প্রশিক্ষক কাকলী সরকারের নির্দেশনায় অনুষ্ঠানে ছোট্ট সোনামণিদের নৃত্য পরিবেশিত হয়। স্বনামধন্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মীরা মণ্ডল, আবৃত্তি শিল্পী ড. নিমাই ম-ল, রুমা গোপ, আঁখি আলম প্রমুখ অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কবি আফরোজা কণা। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ই-ফাইলং এবং ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সোনারগাঁও, শনিবার, ২০ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে ই-ফাইলিং এবং ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ

বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা, শুদ্ধাচার ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ই-ফাইলিং এবং ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনার জন্য তাগিদ দেন।

অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো: শওকত আলী এবং সহকারী প্রোগ্রামার রতন চন্দ্র পাল। দিনব্যাপী কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মো রবিউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

## জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জয়ন্তী, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুবার্ষিকী ও আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালিত

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, ২৬ মে শুক্রবার ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ সোনারগাঁও বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮ তম জয়ন্তী এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৪১ তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মরণসভা, ক্ষুদে আঁকিয়েদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন, আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান ও নজরুল সংগীতের আসর আয়োজন করা হয়। মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ।

কবি আফরোজা কণার সার্বিক সঞ্চালনায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক মো: রবিউল ইসলাম, শিল্পী একেএম আজাদ সরকার প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্যানুষ্ঠানে লালন পাঠশালার ছোট্ট সোনামণিগণ এবং স্বনামধন্য শিল্পী ওস্তাদ সোলাইমান, সমির বাউল, সাগর দেওয়ান এর পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা উপভোগ করেন।

## ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সোনারগাঁও, রবিবার, ৪ জুন ২০১৭ প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁস্থ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এটির শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ এর সভাপতিত্বে সরদারবাড়িতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মো: ইব্রাহীম হোসেন খান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেইপিজেটের প্রেসিডেন্ট মি. জাহাঙ্গীর সা'দাত, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আলতাফ হোসেন, বড় সরদারবাড়ি রেস্টোরেশন প্রকল্পের পরিচালক অধ্যাপক ড. আবু সাইদ এম আহমেদ প্রমুখ। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: বড় সরদারবাড়ি মুঘলস্থাপত্য, বারভূইয়ার অলঙ্করণশৈলী, ব্রিটিশ কলোনিয়াম ও হিন্দু স্থাপত্যের ঐতিহ্যিক স্থাপনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পর্যটকদের কাছে এ ভবনটি আকর্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে সমাদৃত। একই ভবনে চারটি জেনারেশনের স্থাপত্যশৈলী অবলোকন বাংলাদেশে এক বিরল ঘটনা। বড় সরদারবাড়ির আয়তন ২৭ হাজার ৪০০ বর্গফুট। আলোচিত ভবনে সর্বমোট কক্ষসংখ্যা ৮৫ টি। চুন-সুরকির গাঁথুনিতে বড় সরদারবাড়ি সোনারগাঁও অঞ্চলের স্মৃতিঋদ্ধ ইমারতের দীপ্যমান স্বাক্ষর করে আসছে। বাংলার অনন্য স্থাপত্যশৈলী এ ভবনের পরতে পরতে অবলোকন করা যায়।

উল্লেখ্য যে, কোরিয়া ভিত্তিক বহুজাতিক কম্পানি ইয়াংওয়ান ও কোরিয়া ইপিজেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মি. কিহাক সাং ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে রেস্টোরেশন কাজ পরিচালনা করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী ও সম্মানিত সচিবসহ অতিথিবৃন্দ বড় সরদারবাড়ির রাজকীয় রেস্টোরেশ কাজ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

# বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের
# ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের নিজস্ব প্রাপ্তি

| কোডনং | খাতের বিবরণ | ২০১৫-২০১৬ নিজস্ব আয়/প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত নিজস্ব আয়/প্রাপ্তি ২০১৫-২০১৬ |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রধান গেইট ফি | ১,৫০,০০,০০০.০০ | ১,৪৩,১৯,০০০.০০ |
| ২ | মৎস্য, পুকুর ইজারার বড়শিতে মাছধরা ও গুড়ামাছ বিক্রয় | ৭,৫০,০০০.০০ | ৭,১৬,৬৯২.০০ |
| ৩ | পিকনিক স্পট ভাড়া | - | ১০,০০,৪০০.০০ |
| ৪ | উদ্যান, মৌসমী ফলফলাদি | ৬,০০,০০০.০০ | ১,৭৭,৫৬৫.০০ |
| ৫ | গাড়ি পাকিং স্থান ইজারা | ১২,৫০,০০০.০০ | ১১,৭০,০০০.০০ |
| ৬ | বিক্রয় কেন্দ্র ইজারা | ৫,৫০,০০০.০০ | ৮,৭১,৬১৬.০০ |
| ৭ | কারুপল্লীর স্টল ভাড়া | ১১,০০,০০০.০০ | ৭,২৭,২০০.০০ |
| ৮ | গ্যাস ব্যবহার | ১,২০,০০০.০০ | ১,১৮,৬০০.০০ |
| ৯ | বিদ্যুৎ ব্যবহার | ৪,৫০,০০০.০০ | ৪,৩৩,৫৮৭.০০ |
| ১০ | সুটিং ও ভিডিওকরণ | ২৫,০০০.০০ | ২৪,০০০.০০ |
| ১১ | ব্যাংক সুদ প্রাপ্তি | ২,০০,০০০.০০ | ১,৬৩,৩৭১.৬২ |
| ১২ | নৌকা ইজারা | - | ৬,০০,১০০.০০ |
| ১৩ | মেলার স্টল বরাদ্দ | ২০,০০,০০০.০০ | ১৮,৯৯,০০০.০০ |
| ১৪ | বিবিধ আয় | ৮,০০,০০০.০০ | ৭,৩২,০০০.০০ |
| ১৫ | লোকজ রেস্তোরাঁর ভাড়া | - | - |
| ১৬ | ফাউন্ডেশনের আবাসিক ভবন থেকে প্রাপ্ত ভাড়া | ১৩,৫০,০০০.০০ | ৮,৭২,৭৬৮.০০ |
| ১৭ | পাবলিক টয়লেট ইজারা | ১,৭০,০০০.০০ | ১,৬৭,০০০.০০ |
| ১৮ | দুটি নাগর দোলা ও নৌকা রাইডার ইজারা | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯ | লোকজ মঞ্চ ভাড়া | ৪০,০০০.০০ | - |
| ২০ | ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিক্রয় | ৫০,০০০.০০ | ৫২,৪৬০.০০ |
| ২১ | সিডিউল বিক্রয় | ৪৫,০০০.০০ | ৫৭,৬০০.০০ |
| ২২ | স্যুভিনর সপ | ২,০০,০০০.০০ | ১,৭৪,৮৬৫.০০ |
| | প্রকৃত আয় ২০১৫-২০১৬ | ২,৫০,০০,০০০.০০ | **২,৪৫,৭৭,৮২৪.৬২** |
| পূর্ববর্তী অর্থবছরের নিজস্ব আয়ের উদ্বৃত অর্থের পরিমাণ | | | **৯১,৭১,৭৭৬.৯৭** |
| ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সর্বমোট নিজস্ব আয়ের স্থিতি টাকা | | | **৩,৩৭,৪৯,৬০১.৫৯** |

# বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের
# ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের নিজস্ব বাজেট ও ব্যয়

| কোডনং | খাতের বিবরণ | রাজস্ব অর্থের সংশোধিত বাজেট | রাজস্ব অর্থের বাজেটের প্রকৃত ব্যয় |
|---|---|---|---|
| | **৪৭০০-ভাতাদি বাবদ সহায়তা** | | |
| ৪৭৯৫ | অন্যান্য ভাতা | ৯৩,৯২,০০০.০০ | ৯৩,৯১,৭২৭.১৬ |
| | | | |
| | **উপমোট (১)** | **৯৩,৯২,০০০.০০** | **৯৩,৯১,৭২৭.১৬** |
| | **৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা** | | |
| ৪৮১৬ | টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার | ৭৬,০০০.০০ | ৭২,১৩৯.০০ |
| ৪৮২২ | গ্যাস জ্বালানী | ৩০,০০০.০০ | ২১,৩৪৫.০০ |
| ৪৮২৪ | বীমা/ব্যাংক চার্জেস | ৫০,০০০.০০ | - |
| ৪৮২৯ | গবেষণা ব্যয় | ৪,২০,০০০.০০ | ৪,১১,৯০২.০০ |
| ৪৮৩১ | বইপত্র/সাময়িকী | ২৫,৫০০.০০ | ২০,২৬৭.০০ |
| ৪৮৩৩ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | ১,২০,০০০.০০ | ১,১৯,৫৭৯.৭৫ |
| ৪৮৮১ | নিরাপত্তা প্রহরী | ৯,৯৫,৫০০.০০ | ৯,৭১,৮২০.৪৮ |
| ৪৮৯০ | অনুষ্ঠান/উৎসবাদি | ৭৩,৫৫,০০০.০০ | ৭৩,২৩,০৯৮.৫৩ |
| ৪৮৯৯ | অন্যান্য ব্যয় | ৫২,৫৯,০০০.০০ | ৫১,০৬,৭৯৩.০৬ |
| | **উপমোট (২) =** | **১,৪৩,৩১,০০০.০০** | **১,৪০,৪৬,৯৪৪.৮২** |
| | **৪৯০০-মেরামত ও সংরক্ষণ** | | |
| ৪৯০৬ | আসবাবপত্র | ৫০,০০০.০০ | ৪৭,০১৫.০০ |
| ৪৯১১ | কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম | ২,৬০,০০০.০০ | ২,৫৫,১৯০.০০ |
| ৪৯১৬ | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম | ১৩,৫০,০০০.০০ | ১৩,১১,৭১৯.০০ |
| ৪৯৩১ | অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা | ১৮,৭০,০০০.০০ | ১৬,৭০,৭৩৫.৮০ |
| ৪৯৯১ | অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ | ২,৪৭,০০০.০০ | ২,৪৬,৬০০.০০ |
| | **উপমোট (৩) =** | **৩৭,৭৭,০০০.০০** | **৩৫,৩১,২৫৯.৮০** |
| | **সর্বমোট (১+২+৩)** | **২,৭৫,০০,০০০.০০** | **২,৬৯,৬৯,৯৩১.৭৮** |

পূর্ববর্তী অর্থবছরের উদ্বৃত্ত অর্থ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের নিজস্ব আয়ের অর্থের সর্বমোট পরিমাণ ৩,৩৭,৪৯,৬০১.৫৯
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের নিজস্ব বাজেটের অর্থের প্রকৃত ব্যয় ২,৬৯,৬৯,৯৩১.৭৮
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের নিজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত অর্থ ৬৭,৭৯,৬৬৯.৮১
নিজস্ব আয়ের অব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে জমা রয়েছে।

# বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের
# ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের রাজস্ব (আবর্তক) মঞ্জুরীর বাজেট ও ব্যয়

| কোডনং | খাতেরবিবরণ | রাজস্ব অর্থের সংশোধিত বাজেট | রাজস্ব অর্থের বাজেটের প্রকৃত ব্যয় |
|---|---|---|---|
| | **৪৫০০-অফিসারদের বেতন** | | |
| ৪৫০১ | অফিসারদের বেতন | ৩০,০০,০০০.০০ | ৩০,০০,০০০.০০ |
| | | | |
| | **উপমোট (১) অফিসারদের বেতন =** | **৩০,০০,০০০.০০** | **৩০,০০,০০০.০০** |
| | **৪৬০০- কর্মচারীদের বেতন** | | |
| ৪৬০১ | প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন | ৮৩,৫৩,০০০.০০ | ৮৩,৫৩,০০০.০০ |
| | | | |
| | **উপমোট (২) কর্মচারীদের বেতন =** | **৮৩,৫৩,০০০.০০** | **৮৩,৫৩,০০০.০০** |
| | | | |
| | **উপমোট (১) = (১+২)** | **১,১৩,৫৩,০০০.০০** | **১,১৩,৫৩,০০০.০০** |
| | **৪৭০০-ভাতাদি বাবদ সহায়তা** | | |
| ৭৪০১ | মহার্ঘ ভাত | - | |
| ৪৭০৫ | বাড়ি ভাড়া ভাতা | ২৬,৩৩,০০০.০০ | ২৬,৩৩,০০০.০০ |
| ৪৭০৯ | শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | - | - |
| ৪৭১৩ | উৎসব ভাতা | ২০,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ |
| ৪৭১৭ | চিকিৎসা ভাতা | ৪,৩৭,৫০০.০০ | ৪,৩৭,৫০০.০০ |
| ৪৭২৫ | ধোলাই ভাতা | ৩০,০০০.০০ | ২৯,৮৫০.০০ |
| ৪৭৫৫ | টিফিন ভাতা | ৮৪,০০০.০০ | ৮৪,০০০.০০ |
| ৪৭৬৫ | যাতায়াত ভাতা | ৮৪,০০০.০০ | ৮৪,০০০.০০ |
| ৪৭৬৯ | অতিরিক্ত কাজের ভাতা | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪৭৭৩ | শিক্ষা ভাতা | ৮৯,৫০০.০০ | ৮৯,৫০০.০০ |
| ৪৭৯৫ | অন্যান্য ভাতা | ২,৭৫,০০০.০০ | ২,৭৫,০০০.০০ |
| | **উপমোট (৩) ভাতাদি =** | **৬০,৩৩,০০০০.০০** | **৬০,৩২,৮৫০.০০** |
| | **৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা** | | |
| ৪৮০১ | ভ্রমণ ব্যয় | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
| ৪৭১০ | পৌর কর | ৭,০০,০০০.০০ | ৭,০০,০০০.০০ |
| ৪৮১১ | ভূমি কর | ১৭,০০০.০০ | ১৬,৮২৪.০০ |
| ৪৮১৪ | অন্যান্য কর | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| ৪৮১৬ | টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার | ১,২০,০০০.০০ | ১,১৯,৯৯৪ |
| ৪৮২১ | বিদ্যুৎ | ৯,০০,০০০.০০ | ৯,০০,০০০.০০ |
| ৪৮২২ | গ্যাস জ্বালানী | ৭,৩০,০০০.০০ | ৭,২৯,৭৭৭.০০ |
| ৪৮২৪ | বীমা ব্যাংক চার্জেস | ৮০,০০০.০০ | ৭৯,৯৯২.৫০ |
| ৪৮২৮ | স্টেশনারী, সীল স্ট্যাম্প | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
| ৪৮২৯ | গবেষণা ব্যয় | ২,৮৫,০০০.০০ | ২,৮৫,০০০.০০ |
| ৪৮৩১ | বইপত্র ও সাময়িকী | ৮৫,০০০.০০ | ৮৪,৯৯৯.০০ |
| ৪৮৩২ | অডিও ভিডিও চল চিত্র নির্মাণ | ৭৫,০০০.০০ | ৭৪,৯৫০.০০ |
| ৪৮৩৩ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | ২,৭৬,০০০.০০ | ২,৭৬,০০০.০০ |
| ৪৮৩৬ | ইউনিফর্ম | ১,১০,০০০.০০ | ১,১০,০০০.০০ |
| ৪৮৪৫ | আপ্যায়ন ব্যয় | ৩,০০,০০০.০০ | ৯,৯৯,৮১২.০০ |
| ৪৮৮১ | নিরাপত্তা প্রহরী | ৯,৭৫,০০০.০০ | ৯,৭৪,৯৯৯.০৪ |
| ৪৮৮৩ | সম্মানী ভাতা ফি, পারিশ্রমিক | ৩,৭৫,০০০.০০ | ৩,৭৫,০০০.০০ |
| ৪৮৯০ | অনুষ্ঠান উৎসবাদি | ৫,৫০,০০০.০০ | ৫,৪৯,৯৯৯.৪০ |
| ৪৮৯৯ | অন্যান্য ব্যয় | ৪,০৭,০০০.০০ | ৪,০৬,৯৫৮.০০ |
| | **উপমোট (৪) সরবরাহ ও সেবা =** | **৬৪,৩৫,০০০.০০** | **৬৪,৩৪,৩০৪.৯৪** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **৪৯০০- মেরামত ও সংরক্ষণ** | | |
| ৪৯০১ | মটর যানবাহন | ২,৭৫,০০০.০০ | ২,৭৪,৯৩৯.০০ |
| ৪৯০৬ | আসবাবপত্র | ১,০০,০০০.০০ | ৯৯,৯১৫.০০ |
| ৪৯১১ | কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম | ১,৩০,০০০.০০ | ১,২৯,৮১০.০০ |
| ৪৯১৬ | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
| ৪৯২১ | অফিস ভবন | ৫৫,০০০.০০ | ৫৪,৯৭০.০০ |
| ৪৯৩১ | অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা | ২,৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ |
| ৪৯৯১ | অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ | ১,৭৫,০০০.০০ | ১,৭৫,০০০.০০ |
| | | | |
| | **উপমোট (৫) মেরামত ও সংরক্ষণ =** | **১১,৮৫,০০০.০০** | **১১,৮৪,৬৩৪.০০** |
| | | | |
| | **সর্বমোট (১+২+৩+৪+৫) =** | **২,৫০,০৬,০০০.০০** | **২,৫০,০৪,৭৮৮.৯৪** |

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের রাজস্ব আবর্তক বাজেটের প্রাপ্তি ২,৫০,০৬,০০০.০০

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের রাজস্ব আবর্তক বাজেটের প্রকৃত ব্যয় ২,৫০,০৪,৭৮৮.৯৪

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের রাজস্ব আবর্তক বাজেটের অব্যয়িত অর্থ ১,২১১.০৬

(এক হাজার দুইশত এগার টাকা ছয় পয়সা) চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

## বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের
## ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আয়ের হিসাব

| কোড | খাতের নাম | নিজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০১৭ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের প্রকৃত আয় |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রধান গেইট ফি | ১৫,০০০,০০০.০০ | ১৮,২৯৭,০০০.০০ |
| ২ | মৎস্য, পুকুর ইজারা বড়শিতে মাছ ধরা ও চা মাছ বিক্রয় | ৬৫০,০০০.০০ | ৬৩২,২৫০.০০ |
| ৩ | উদ্যান, মৌসুমী ফলফলাদি | ৬০০,০০০.০০ | ৬২,৫০০.০০ |
| ৪ | গাড়ি পাকিং স্থান ইজারা | ১,২৫০,০০০.০০ | ১,২০০,০০০.০০ |
| ৫ | বিক্রয় কেন্দ্র ইজারা | ৫৫০,০০০.০০ | ৭৮৭,৪৬৭.০০ |
| ৬ | কারুপল্লীর স্টল ভাড়া | ১,১০০,০০০.০০ | ৫১৪,৭০০.০০ |
| ৭ | গ্যাস ব্যবহার | ১২০,০০০.০০ | ১১৮,২৫০.০০ |
| ৮ | বিদ্যুৎ ব্যবহার | ৪৫০,০০০.০০ | ৬২৪,৫৪৯.০০ |
| ৯ | সুটিং ও ভিডিওকরণ | ২৫,০০০.০০ | ২১,০০০.০০ |
| ১০ | ব্যাংক সুদ প্রাপ্তি | ২০০,০০০.০০ | ২২১,৩৯৫.৪০ |
| ১১ | নৌকা ইজারা | - | - |
| ১২ | মেলার স্টল বরাদ্দ | ২,০০০,০০০.০০ | ২,৪৬৪,২০০.০০ |
| ১৩ | বিবিধ আয় | ৮০০,০০০.০০ | ৬২৮,০৬০.০০ |
| ১৪ | ফাউন্ডেশনের আবাসিক ভবন থেকে প্রাপ্ত ভাড়া | ১,৩৫০,০০০.০০ | ১,২৯৯,০৯০.০০ |
| ১৫ | পাবলিক টয়লেট ইজারা | ১৭০,০০০.০০ | - |
| ১৬ | পুকুর ইজারা | ১০০,০০০.০০ | ১২০,০০০.০০ |
| ১৭ | দুটি নাগরদোলা ও নৌকা রাইডার ইজারা | ৩০০,০০০.০০ | ৬৪৫,০০০.০০ |
| ১৮ | লোকজ মঞ্চ ভাড়া | ৪০,০০০.০০ | - |
| ১৯ | ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিক্রয় | ৫০,০০০.০০ | ৯৪,০০৫.০০ |
| ২০ | সিডিউল বিক্রয় | ৪৫,০০০.০০ | ৯২,০০০.০০ |
| ২১ | স্যুভিনির সপ | ২০০,০০০.০০ | ২৪৫,৯৫০.০০ |
| | **মোট টাকা** | **২৫,০০০,০০০.০০** | **২৮,০৬৭,৪১৬.৪০** |

# বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের
# ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিজস্ব প্রাপ্তির বাজেট ও ব্যয়

| কোড নং | খাতের বিবরণ | সংশোধিত বাজেট | প্রকৃত ব্যয় |
|---|---|---|---|
| | **৪৭০০-ভাতাদি বাবদ সহায়তা** | | |
| ৪৭৯৫ | অন্যান্য ভাতা | - | - |
| | **উপমোট-(১)** | - | - |
| | | | |
| | **৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা** | | |
| | | | |
| ৪৮০১ | ভ্রমণ ব্যয় | ২৫০,০০০.০০ | ২৪৯,৯৯৯.৫০ |
| ৪৭১০ | পৌরকর | ৫০৬,০০০.০০ | ৫০৬,০০২.০০ |
| ৪৮১৬ | টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার | ৪০,০০০.০০ | - |
| ৪৮২১ | বিদ্যুৎ | ১,৩০০,০০০.০০ | ১,৪৪৫,৯০৪.০০ |
| ৪৮২২ | গ্যাস জ্বালানী | ৪০০,০০০.০০ | ৩৭২,৪৪৮.০০ |
| ৪৮২৪ | বীমা/ব্যাংক চার্জেস | ২০,০০০.০০ | - |
| ৪৮২৮ | স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস | ১৭৫,০০০.০০ | ১৭৪,১৫১.০০ |
| ৪৮২৯ | গবেষণা ব্যয়/উদ্ভাবনী ব্যয় | ৮৫০,০০০.০০ | ৮৪৭,৯৮৯.০০ |
| ৪৮৩১ | বইপত্র ও সাময়িকী | ৫০,০০০.০০ | ৪৬,২১৮.০০ |
| ৪৮৩২ | অডিও ভিডিও চলচিত্র | ২৫,০০০.০০ | - |
| ৪৮৩৩ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | ৪৫০,০০০.০০ | ৫৪৯,৪২৫.২৩ |
| ৪৮৪৫ | আপ্যায়ন ব্যয় | ২০০,০০০.০০ | ১৯১,৪৯১.০০ |
| ৪৮৮১ | নিরাপত্তা প্রহরী | ২,৮২৫,০০০.০০ | ৩,৩৩৬,০৭৪.৪৮ |
| ৪৮৮৩ | সম্মানী ভাত/ফি/পারিশ্রমিক | ৪০০,০০০.০০ | ২২৬,২০৯.০০ |
| ৪৮৯০ | অনুষ্ঠান/উৎসবাদি | ৭,৯৭০,০০০.০০ | ৯,৫৭৮,৯৬১.৫০ |
| ৪৮৯৯ | অন্যান্য ব্যয় | ৪,৮১৬,০০০.০০ | ৭,১৮০,৪৮৩.০০ |
| | **উপমোট-(২)** | **২০,২৭৭,০০০.০০** | **২৪,৭০৫,৩৫৫.৭১** |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **৪৯০০- মেরামত ও সংরক্ষণ** | | |
| | | | |
| ৪৯০১ | মোটর যানবাহন | ৭৩,০০০.০০ | ৫০,৬৯২.০০ |
| ৪৯০৬ | আসবাবপত্র | ৭৫,০০০.০০ | ৬৭,৯৪৭.০০ |
| ৪৯১১ | কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম | ২০,০০০.০০ | ১৩,৯৮৮.০০ |
| ৪৯১৬ | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম | ১,৪০০,০০০.০০ | ১,৬৯৯,৬১১.০০ |
| ৪৯২১ | অন্যান্য ভবন | ৪৫,০০০.০০ | - |
| ৪৯৩১ | অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা | ৩,৩৭৫,০০০.০০ | ৩,১৩৪,৯৩০.০৭ |
| ৪৯৯১ | অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ | ৬৯৯,০০০.০০ | ৩৪৬,৬৭১.০০ |
| | **উপমোট -(৩)** | **৫,৬৮৭,০০০.০০** | **৫,৩১৩,৮৩৯.০৭** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **কোড নং** | **খাতের বিবরণ** | **সংশোধিত বাজেট** | **প্রকৃত ব্যয়** |
| | | | |
| | **৬৩০০-অবসর ভাতা ও আনুতোষিক** | | |
| ৬৩১১ | আনুতোষিক | **৪,৫৩৬,০০০.০০** | **৩১৬,৮০০.০০** |
| | **উপমোট-(৪)** | **৪,৫৩৬,০০০.০০** | **৩১৬,৮০০.০০** |
| | | | |
| | **সর্বমোট = (১+২+৩+৪)** | **৩০,৫০০,০০০.০০** | **৩০,৩৩৫,৯৯৪.৭৮** |
| | | | |
| **২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিজস্ব আবর্তক বাজেটে প্রাপ্তি** | | | **৩০,৫০০,০০০.০০** |
| **২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিজস্ব আবর্তক বাজেটে ব্যয়** | | | **৩০,৩৩৫,৯৯৪.৭৮** |
| **২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিজস্ব আবর্তক বাজেটে অব্যয়িত অর্থ** | | | **১৬৪,০০৫.২২** |
| | (এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচ টাকা বাইশ পয়সা)<br>ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ফান্ডে জমা প্রদান করা হয়েছে। | | |

# বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের
# ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রাজস্ব (আবর্তক) মঞ্জুরীর বাজেট ও ব্যয়

| কোড নং | খাতের বিবরণ | বাজেট বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় |
|---|---|---|---|
| | **৪৫০০-অফিসারদের বেতন** | | |
| ৪৫০১ | অফিসারদের বেতন | ৩,১৭০,০০০.০০ | ৩,১৩১,৮৮৮.০০ |
| | | | |
| | **উপমোট (১) অফিসারদের বেতন =** | ৩,১৭০,০০০.০০ | ৩,১৩১,৮৮৮.০০ |
| | **৪৬০০-কর্মচারীদের বেতন** | | |
| ৪৬০১ | প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন | ৮,৫৫০,০০০.০০ | ৮,৫৫০,০০০.০০ |
| | | | |
| | উপমোট (২) কর্মচারীদের বেতন = | ৮,৫৫০,০০০.০০ | ৮,৫৫০,০০০.০০ |
| | | | |
| | উপমোট (১) = (১+২) | ১১,৭২০,০০০.০০ | ১১,৬৮১,৮৮৮.০০ |
| | **৪৭০০-ভাতাদি বাবদ সহায়তা** | | |
| ৭৪০১ | মহার্ঘ ভাত | - | |
| ৪৭০৫ | বাড়ি ভাড়া ভাতা | ৫,২৭৪,০০০.০০ | ৫,২৫৮,৫২৮.৬০ |
| ৪৭০৯ | শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | ৩৩০,০০০.০০ | ৩৩০,০০০.০০ |
| ৪৭১৩ | উৎসব ভাতা | ১,৯৬০,০০০.০০ | ১,৯৬০,০০০.০০ |
| ৪৭১৭ | চিকিৎসা ভাতা | ৯৩৬,০০০.০০ | ৯০৭,৫০০.০০ |
| ৪৭২৫ | ধোলাই ভাতা | ৪০,০০০.০০ | ৩৮,৬০০.০০ |
| ৪৭৫৫ | টিফিন ভাতা | ১২৫,০০০.০০ | ১১২,৩০০.০০ |
| ৪৭৬৫ | যাতায়াত ভাতা | ১২৫,০০০.০০ | ১২৫,০০০.০০ |
| ৪৭৬৯ | অতিরিক্ত কাজের ভাতা | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| ৪৭৭৩ | শিক্ষা ভাতা | ৩০০,০০০.০০ | ২৯৭,৭০০.০০ |
| ৪৭৯৫ | অন্যান্য ভাতা | - | - |
| | **উপমোট (৩) ভাতাদি =** | ৯,৫৯০,০০০.০০ | ৯,৫২৯,৬২৮.৬০ |
| | **৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা** | | |
| ৪৮০১ | ভ্রমণ ব্যয় | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
| ৪৭১০ | পৌর কর | ২৬৩,০০০.০০ | ২৬২,৭৫০.০০ |
| ৪৮১১ | ভূমি কর | ১৭,০০০.০০ | ১৭,০০০.০০ |
| ৪৮১৪ | অন্যান্য কর | ২০,০০০.০০ | - |
| ৪৮১৬ | টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার | ৬০,০০০.০০ | ৯৮,৯২৬.০০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪৮২১ | বিদ্যুৎ | ৫০০,০০০.০০ | ৫৯৮,২৯০.০০ |
| ৪৮২২ | গ্যাস জ্বালানী | ৩০০,০০০.০০ | ২৯৯,৯৩০.০০ |
| ৪৮২৪ | বীমা ব্যাংক চার্জেস | ৮০,০০০.০০ | ৮৩,৬২২.৭৫ |
| ৪৮২৮ | স্টেশনারী, সীল স্ট্যাম্প | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
| ৪৮২৯ | গবেষণা ব্যয় | ১৫০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ |
| ৪৮৩১ | বইপত্র ও সাময়িকী | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| ৪৮৩২ | অডিও ভিডিও চল চিত্র নির্মাণ | ৫০,০০০.০০ | ৪৮,৭৭০.০০ |
| ৪৮৩৩ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| ৪৮৩৬ | ইউনিফর্ম | ১১০,০০০.০০ | ১১০,০০০.০০ |
| ৪৮৪৫ | আপ্যায়ন ব্যয় | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
| ৪৮৮১ | নিরাপত্তা প্রহরী | ১৭৫,০০০.০০ | ১৭৫,০০০.০০ |
| ৪৮৮৩ | সম্মানী ভাতা ফি, পারিশ্রমিক | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
| ৪৮৯০ | অনুষ্ঠান উৎসবাদি | ৫২০,০০০.০০ | ৫২০,০০০.০০ |
| ৪৮৯৯ | অন্যান্য ব্যয় | ৮৫,০০০.০০ | ৮৫,০০০.০০ |
| | **উপমোট (৪) সরবরাহ ও সেবা =** | **২,৮৩০,০০০.০০** | **২,৯৪৯,২৮৮.৭৫** |
| | | | |
| | **৪৯০০- মেরামত ও সংরক্ষণ** | | |
| ৪৯০১ | মটর যানবাহন | ৭৫,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০০ |
| ৪৯০৬ | আসবাবপত্র | ২৫,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ |
| ৪৯১১ | কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম | ১৩০,০০০.০০ | ১৩০,০০০.০০ |
| ৪৯১৬ | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
| ৪৯২১ | অফিস ভবন | ৫৫,০০০.০০ | ৩৪,১১৫.০০ |
| ৪৯৩১ | অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা | ১২৫,০০০.০০ | ১২৫,০০০.০০ |
| ৪৯৯১ | অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| | **উপমোট (৫) মেরামত ও সংরক্ষণ =** | **৫৬০,০০০.০০** | **৫৩৯,১১৫.০০** |
| | **৫৯০০- সাহায্যমঞ্জুরী** | | |
| | বিশেষ অনুদান | ২,৩০০,০০০.০০ | ২,৩০০,০০০.০০ |
| | **উপমোট (৬) বিশেষ অনুদান** | ২,৩০০,০০০.০০ | ২,৩০০,০০০.০০ |
| | সর্বমোট (১+২+৩+৪+৫+৬) = | ২৭,০০০,০০০.০০ | ২৬,৯৯৯,৯২০.৩৫ |

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের রাজস্ব আবর্তক বাজেটে প্রাপ্তি ২৭,০০০,০০০.০০

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের রাজস্ব আবর্তক বাজেটে ব্যয় ২৬,৯৯৯,৯২০.৩৫

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের রাজস্ব আবর্তক বাজেটে অব্যয়িত অর্থ ৭৯.৬৫

(উনআশি টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা)

চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

# সোনারগাঁ উপজেলা লোক ও কারুশিল্পের জরিপ কর্মসূচির প্রতিবেদন
## সময়কাল : মার্চ থেকে মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

উপজেলার নাম : সোনারগাঁ
আয়তন : ১৭১.০৫ বর্গকিলোমিটার
গ্রামের সংখ্যা : ৪৮৫ টি
কারুশিল্প চিহ্নিত গ্রামের সংখ্যা : ২৩টি

কারুশিল্প চিহ্নিত গ্রামের নাম : লাহাপাড়া, বাগমুছা, বাড়িরঘুভাঙ্গা, কাবিলগঞ্জ, আলাপদী, উটমা, বেলাবো, কোবাগা, আন্ধারমানিক, মৈলকার টেক, বৈলর, গণকবাড়ি, গজারিয়া পাড়া, দেওভোগ, ভরত, রাউৎগাঁও, জগনাদী, ভট্টপুর, চৌদানা, সনমান্দি, নন্দিপুর, ভারগাঁও, সাদিপুর কাহেনা।

সংগৃহীত কারুশিল্পীর সংখ্যা : ২২১ জন

চিহ্নিত কারুশিল্প :
ক) বাঁশ-বেত শ্রেণিতে মোট কারুশিল্পী : ১১৩ জন
পুরুষ : ৮৯ জন
মহিলা : ২৪ জন

খ) শীতলপাটি শ্রেণিতে কারুশিল্পীর সংখ্যা : ১০ জন
পুরুষ : ০৬ জন
মহিলা : ০৪ জন

গ) হাতপাখা, নকশিকাঁথা, ঝিনুক শিল্প শ্রেণিতে মোট কারুশিল্পী : ০৬ জন
পুরুষ : ০১ জন
মহিলা : ০৫ জন

ঘ) কাঠের কারুশিল্প শ্রেণিতে কারুশিল্পীর সংখ্যা : ০৫ জন
পুরুষ : ০৪ জন
মহিলা : ০১ জন

ঙ) জামদানি শ্রেণিতে মোট কারুশিল্পীর সংখ্যা : ৮৩ জন
পুরুষ : ৭৪ জন
মহিলা : ০৯ জন

চ) মৃৎশিল্প শ্রেণিতে মোট কারুশিল্পীর সংখ্যা : ০৪ জন
পুরুষ : ০৪ জন
মহিলা : ০০ জন

# রূপগঞ্জ উপজেলায় লোক ও কারুশিল্পের জরিপ কর্মসূচির প্রতিবেদন
## সময়কাল : মার্চ থেকে মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

উপজেলার নাম : রূপগঞ্জ
কারুশিল্প চিহ্নিত গ্রামের সংখ্যা : ০৭টি

কারুশিল্প চিহ্নিত গ্রামের নাম : নোয়াপাড়া, রূপসী,
বরাবো, খাদুন,

সংগৃহীত কারুশিল্পীর সংখ্যা : ৪১৩ জন

চিহ্নিত কারুশিল্প :
ক) জামদানি শ্রেণিতে মোট
কারুশিল্পী : ৪১৩ জন
পুরুষ : ৩৩৩ জন
মহিলা : ৮০ জন

**উল্লিখিত কর্মসূচিতে সোনারগাঁ ও রূপগঞ্জ উপজেলায়**
**মোট সংগৃহীত কারুশিল্পীর সংখ্যা ৬৩৪ জন**
**জামদানিশিল্পে শিল্পীর সংখ্যা ৮৩+৪১৩ = ৪৯৬ জন।**

## সোনারগাঁ উপজেলা থেকে সংগৃহীত শিল্পীদের তালিকা

### সাদিপুর ইউনিয়ন; মাধ্যম : বাঁশ-বেত

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | নাম | : | শংকর বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত- চারুবালা |
| | পিতার নাম | : | মিলন বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : দেওভোগ, ডাক : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | নাম | : | বেসমনি বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত- জয়মনি বিশ্বাস |
| | পিতার নাম | : | শ্রী দাম চন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩ | নাম | : | দিগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | সারদা রাণী বিশ্বাস |
| | পিতার নাম | : | মৃত- লক্ষণ চন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪ | নাম | : | শংকর চন্দ্র বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত- জয়মনি বিশ্বাস |
| | পিতার নাম | : | শ্রী দাম চন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | নাম | : | নীলমনি বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত- জয়মনি বিশ্বাস |
| | পিতার নাম | : | শ্রী দাম চন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬ | নাম | : | আ: করিম |
| | মাতার নাম | : | মরহুমা সফিরুননেছা |
| | পিতার নাম | : | মরহুম আফছার উদ্দীন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭ | নাম | : | আ: বারেক মিয়া |
| | মাতার নাম | : | মরহুম ছফিরুন্নেছা |
| | পিতার নাম | : | মরহুম আফছার উদ্দিন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ৮ | নাম | : | মো: নূরল ইসলাম মিয়া |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মৃত আছিয়া বেগম |
| | পিতার নাম | : | আ: কাদির |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ৯ | নাম | : | মো: তাজুল ইসলাম |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | কুলসুমা বেগম |
| | পিতার নাম | : | আব্দুল কাদির |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১০ | নাম | : | শংকর চন্দ্র দাস |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | বসুমতী দাস |
| | পিতার নাম | : | রমেশ চন্দ্র দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১১ | নাম | : | বিকাশ পাল |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | শর্মিষ্ঠা পাল |
| | পিতার নাম | : | কালী কমল পাল |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| ১২ | নাম | : | যাদব দত্ত |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | পারুল রানী দত্ত |
| | পিতার নাম | : | মৃত- যুগল দত্ত |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১৩ | নাম | : | শ্যাম চন্দ্র বিশ্বাস |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | সর্বলক্ষ্মী বিশ্বাস |
| | পিতার নাম | : | মৃত- মহেন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১৪ | নাম | : | সুশেন দাস |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | সাধনা রাণী দাস |
| | পিতার নাম | : | মৃত- সুরেশ দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১৫ | নাম | : | আব্দুল আলী |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মরহুমা দুধমেহের |
| | পিতার নাম | : | মরহুম আফাজ উদ্দিন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬ | নাম | : | প্রিয়তোষ ভৌমিক |
| | মাতার নাম | : | মৃত- বিমলা |
| | পিতার নাম | : | মৃত- শ্রী নন্দন ভৌমিক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৭ | নাম | : | সুকমল রায় |
| | মাতার নাম | : | স্বর্ণমুনি রায় |
| | পিতার নাম | : | মৃত- সুবল রায় |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮ | নাম | : | শেফালী রানী বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | হরিমতি বিশ্বাস |
| | পিতার নাম | : | বিধু চন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯ | নাম | : | জুনু রানী দে |
| | মাতার নাম | : | সুক্ষলতা ভৌমিক |
| | স্বামীর নাম | : | রঞ্জিত দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | ভরত, ডাকঘর: পেরাবো, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০ | নাম | : | সীমা রানী ভৌমিক |
| | মাতার নাম | : | মৃত পার্বতী রাণী দত্ত |
| | স্বামীর নাম | : | কমল ভৌমিক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর: পেরাবো, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২১ | নাম | : | জয়ন্তী রানী ভৌমিক |
| | মাতার নাম | : | বাসনা সরদার |
| | পিতার নাম | : | অমল ভৌমিক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর: পেরাবো, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

**সোনারগাঁও পৌরসভা : মাধ্যম : বাঁশ-বেত**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | নাম | : | শচীন্দ্র চন্দ্র দাস |
| | মাতার নাম | : | জয়মালা |
| | পিতার নাম | : | মৃত- নিরঞ্জন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর আমিনপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | নাম | : | রাজকুমার |
| | মাতার নাম | : | বিশাখা |
| | পিতার নাম | : | শ্রী পরেশ চন্দ্র দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর আমিনপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩ | নাম | : | পরেশ চন্দ্র দাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত- রয়মনি |
| | পিতার নাম | : | মৃত- যুধিষ্ঠির |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর আমিনপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪ | নাম | : | ববিতা রানী |
| | মাতার নাম | : | মধুমালা |
| | পিতার নাম | : | শচীন্দ্র চন্দ্র দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর আমিনপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | নাম | : | সতীন্দ্র চন্দ্র দাস |
| | মাতার নাম | : | জয়মালা |
| | পিতার নাম | : | মৃত- নিরঞ্জন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর আমিনপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | নাম | : | অরুণ বালা সূত্রধর (কাঠের কাজ) |
| | মাতার নাম | : | মৃত- চপলা সূত্রধর |
| | পিতার নাম | : | মৃত- অনিল সূত্রধর |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : লাহাপাড়া, ডাকঘর : আমিনপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | নাম | : | গৌরদাসী সূত্রধর |
| | মাতার নাম | : | মৃত: চারুবালা সূত্রধর |
| | পিতার নাম | : | মৃত লক্ষণ চন্দ্র সূত্রধর |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | বাড়ীরঘুভাঙ্গা, ডাকঘর : আমিনপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

**জামপুর ইউনিয়ন : মাধ্যম : শীতল পাটি**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | নাম | : | সুবল চন্দ্র দে |
| | মাতার নাম | : | মৃত- সুষিলা রানী দে |
| | পিতার নাম | : | বিশু চন্দ্র দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : জগনাদি, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | নাম | : | মিন্টু চন্দ্র দে |
| | মাতার নাম | : | মৃত- যশোদা রানী দে |
| | পিতার নাম | : | মৃত- ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : জগনাদি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩ | নাম | : | গুরু চন্দ্র দে |
| | মাতার নাম | : | মৃত- সুভাষিনী রানী দে |
| | পিতার নাম | : | মৃত- যতীন্দ্র চন্দ্র দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : জগনাদি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪ | নাম | : | পরিমল চন্দ্র দে |
| | মাতার নাম | : | মৃত বাতাসী রানী |
| | পিতার নাম | : | মৃত রাজেন্দ্র চন্দ্র দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : জগনাদি, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | নাম | : | নিতাই চন্দ্র দে |
| | মাতার নাম | : | মৃত মালতী রানী দে |
| | পিতার নাম | : | মৃত ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : জগনাদি, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬ | নাম | : | মনির চন্দ্র দে |
| | মাতার নাম | : | মৃত সুমীলা রানী দে |
| | পিতার নাম | : | বিশু চন্দ্র দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : জগনাদি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭ | নাম | : | শোভা রাণী |
| | মাতার নাম | : | প্রিয়বালা রানী দে |
| | পিতার নাম | : | সরুদ্দাস চন্দ্র দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : জগনাদি, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮ | নাম | : | চিনু রানী দে |
| | মাতার নাম | : | মৃত- বসুমতি রানী দে |
| | পিতার নাম | : | চিত্ত রঞ্জন দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : জগনাদি, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯ | নাম | : | সরস্বতী রানী দে |
| | মাতার নাম | : | যমুনা রানী |
| | পিতার নাম | : | মিন্টু চন্দ্র দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : জগনাদি, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০ | নাম | : | পুতুল রাণী দে |
| | মাতার নাম | : | মৃত মনিমালা দে |
| | স্বামীর নাম | : | মৃত মনির চন্দ্র দে |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : জগনাদি, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

## সাদিপুর ইউনিয়ন : মাধ্যম : জামদানি শাড়ি

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | নাম | : | মিলন মিয়া |
| | মাতার নাম | : | মাফিয়া বেগম |
| | পিতার নাম | : | আ: বারেক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : বেইলর, ডাকঘর : বরাবো-১৪১১, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | নাম | : | মো: জাহাঙ্গীর হোসেন |
| | মাতার নাম | : | ছামু |
| | পিতার নাম | : | মো: ফজুল হক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : মৈলকারটেক, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩ | নাম | : | মো: ছাইদুল |
| | মাতার নাম | : | পরিবানু |
| | পিতার নাম | : | মো: ফজুলল করিম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : মৈলকারটেক, ডাকঘর: পেরাব বাজার, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪ | নাম | : | নাছির উদ্দিন |
| | মাতার নাম | : | মোছা: ছালেহা |
| | পিতার নাম | : | মো: আহম্মদ আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : মৈলকারটেক, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ৫ | নাম | : | আজিজুল |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | আক্তার বানু |
| | পিতার নাম | : | শুকুর মাহমুদ |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : মৈলকারটেক, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ৬ | নাম | : | মো: আমিনুল ইসলাম |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | ফুল মেহের |
| | পিতার নাম | : | আ: মজিদ |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : মৈলকারটেক, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ৭ | নাম | : | মো: রিপন |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | হাসনারা বেগম |
| | পিতার নাম | : | আ: হেকমত উল্লা |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : মৈলকারটেক, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ৮ | নাম | : | মো: আজগর হোসেন |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | আনোয়ারা |
| | পিতার নাম | : | আ: ফজর আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : মৈলকারটেক, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ৯ | নাম | : | ইকবাল হোসেন |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | পরীবানু |
| | পিতার নাম | : | ফজলুল করিম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গনকবাড়ি, পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১০ | নাম | : | শান্তা |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | রহিমা |
| | পিতার নাম | : | শামসুল হক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১১ | নাম | : | হাবিবুর রহমান |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | আনোয়ারা বেগম |
| | পিতার নাম | : | শামসুল হক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১২ | নাম | : | আ: গাফফার |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | সাফিয়া |
| | পিতার নাম | : | মরহুম সোনামিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১৩ | নাম | : | মো: নজরুল |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মরিয়ম |
| | পিতার নাম | : | মরহুম মতিউর রহমান |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১৪ | নাম | : | মো: আমিনুল |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | রহিমা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মরহুম শামসুল হক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১৫ | নাম | : | মো: কাদির |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | সখিনা |
| | পিতার নাম | : | মরহুম তাহের আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১৬ | নাম | : | আ: লতিফ |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | সখিনা |
| | পিতার নাম | : | মরহুম তাহের আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর: পেরাব বাজার, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| ১৭ | নাম | : | দীন মোহাম্মদ |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মরহুম জাহানারা |
| | পিতার নাম | : | মো: ওসমান গণি |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| ১৮ | নাম | : | মোশাররফ |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মরহুম জাহানারা |
| | পিতার নাম | : | মো: ওসমান গণি |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯ | নাম | : | আলী মোহাম্মদ |
| | মাতার নাম | : | হাজেরা |
| | পিতার নাম | : | তনুরুদ্দিন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০ | নাম | : | মো: জহিরুল ইসলাম |
| | মাতার নাম | : | মরিয়ম বেগম |
| | পিতার নাম | : | মরহুম মতিউর রহমান |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২১ | নাম | : | শাহ আলম |
| | মাতার নাম | : | মাসুদা |
| | পিতার নাম | : | আ: হাকিম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২ | নাম | : | এরশাদ |
| | মাতার নাম | : | হাওয়াতুন |
| | পিতার নাম | : | আ: হাকিম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩ | নাম | : | মো: ইব্রাহীম |
| | মাতার নাম | : | সমলা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মো: হাফেজ মোল্লা |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৪ | নাম | : | মো: আলমগীর |
| | মাতার নাম | : | মরহুম জাহানারা |
| | পিতার নাম | : | মো: ওসমানি |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : গজারিয়াপাড়া, ডাকঘর : পেরাব বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৫ | নাম | : | মো: মনির হোসেন |
| | মাতার নাম | : | কুলসুম বেগম |
| | পিতার নাম | : | হাবিবুর রহমান |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্ধারমানিক, ডাকঘর : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৬ | নাম | : | মো: নাছির উদ্দীন |
| | মাতার নাম | : | মোসা: নুরজাহান |
| | পিতার নাম | : | মো: দারগা আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্ধারমানিক, ডাকঘর : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৭ | নাম | : | মোসাম্মদ রুমা আক্তার |
| | মাতার নাম | : | গোলে আক্তার |
| | পিতার নাম | : | মো: তাজুল ইসলাম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্ধারমানিক, ডাকঘর : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৮ | নাম | : | মো: গোলজার হোসেন |
| | মাতার নাম | : | রহিমা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মরহুম ফলু মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্ধারমানিক, ডাকঘর : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৯ | নাম | : | মো: আনোয়ার হোসেন |
| | মাতার নাম | : | মোসা: জাবেদা |
| | পিতার নাম | : | আ: কুদ্দুস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্ধারমানিক, ডাকঘর : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩০ | নাম | : | মারফত আলী |
| | মাতার নাম | : | মোসা: জুলেখা বেগম |
| | পিতার নাম | : | আ: রহমান |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্ধারমানিক, ডাকঘর : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩১ | নাম | : | মনির |
| | মাতার নাম | : | মরহুম আসিয়া খাতুন |
| | পিতার নাম | : | মরহুম আব্দুল জব্বার |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্ধারমানিক, ডাকঘর : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩২ | নাম | : | শাহ আলম |
| | মাতার নাম | : | ছমিরুন্নেছা |
| | পিতার নাম | : | শামসুল হক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্ধারমানিক, ডাকঘর : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৩ | নাম | : | আশরাফুল |
| | মাতার নাম | : | ফাতেমা বেগম |
| | পিতার নাম | : | ফালাই মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্ধারমানিক, ডাকঘর : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

**মোগরাপাড়া ইউনিয়ন : মাধ্যম : বাঁশ-বেত**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | নাম | : | রাম দাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত মরণী |
| | পিতার নাম | : | মৃত ললিত মোহন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কাবিলগঞ্জ, ডাকঘর : বড়নগর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | নাম | : | পরমেশ্বর |
| | মাতার নাম | : | চারুবালা |
| | পিতার নাম | : | মৃত- সতীশ চন্দ্র দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আলাপদী, ডাকঘর: বড়নগর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩ | নাম | : | মাধব চন্দ্র দাস |
| | মাতার নাম | : | চারুবালা |
| | পিতার নাম | : | মৃত- সতীশচন্দ্র দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আলাপদি, ডাকঘর : বড়নগর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

**মাধ্যম : কাঠের কাজ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪ | নাম | : | শ্রী রাম চন্দ্র দাস |
| | মাতার নাম | : | শ্রী মরনী রাণী |
| | পিতার নাম | : | মৃত- দুধলাল চন্দ্র দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কাবিলগঞ্জ, ডাকঘর : বড়নগর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | নাম | : | রিনা রানী |
| | মাতার নাম | : | ফালানি রানী |
| | পিতার নাম | : | মনিন্দ্র চন্দ্র দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কাবিলগঞ্জ, ডাকঘর : বড়নগর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬ | নাম | : | মিনতি রানী |
| | মাতার নাম | : | বেলা রানী |
| | পিতার নাম | : | মনিন্দ্র চন্দ্র দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কাবিলগঞ্জ, ডাকঘর : বড়নগর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭ | নাম | : | ঝর্ণা রানী |
| | মাতার নাম | : | হরিমতি রানী |
| | পিতার নাম | : | পরমেশ্বর |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আলাপদি, ডাকঘর: বড়নগর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮ | নাম | : | মায়া রানী |
| | মাতার নাম | : | সন্ধ্যা রানী |
| | পিতার নাম | : | মাধব চন্দ্র দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আলাপদি, বড়নগর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

## জামপুর ইউনিয়ন : মাধ্যম : জামদানি শাড়ি

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | নাম | : | আক্তার মিয়া |
| | মাতার নাম | : | আনেছা বেগম |
| | পিতার নাম | : | আসমত আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২. | নাম | : | নাছিমা বেগম |
| | মাতার নাম | : | সামসুন্নাহার |
| | স্বামীর নাম | : | মোতালিব ভূইয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩. | নাম | : | জয়নাল |
| | মাতার নাম | : | মৃত: সমিরুন |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | মৃত: আকরাম আলী মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪. | নাম | : | মো: ফরহাদ মিয়া |
| | মাতার নাম | : | মৃত: সমিরুন |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | মৃত আকরাম আলী মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫. | নাম | : | শাহ জালাল |
| | মাতার নাম | : | সামছুন্নাহার |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | সোবহান মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৬. | নাম | : | আলমগীর |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মৃত সোফিয়া |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | সোনামিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৭. | নাম | : | হাসনারা বেগম |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | জুলেখা |
| | স্বামীর নাম | : | জাহাঙ্গীর |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৮. | নাম | : | রুবেল মিয়া |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | জোসনা বেগম |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | হানিফা |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৯. | নাম | : | নজরুল ইসলাম |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | খাদেজা বেগম |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | নুরু মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ১০ | নাম | : | মো. রহিম মিয়া |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | শিউলী |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | বাবুল মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ১১. | নাম | : | মো. আল আমিন মিয়া |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | আয়েশা বেগম |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | আঃ আজিজ |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ১২. | নাম | : | মো. কামাল হোসেন |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | বেগম |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | রমিজ উদ্দিন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মিয়াবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩. | নাম | : | মো. মনির হোসেন |
| | মাতার নাম | : | গোলবাহার |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | মৃত মো. ছামছুল হক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : রাউৎগাঁও, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৪ | নাম | : | মো. আজিম উদ্দিন |
| | মাতার নাম | : | মৃত চন্দ্র বানু |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | মৃত আক্রাম আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা সাতরং বাড়ি, ডাকঘর : পেরাবো বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫ | নাম | : | মো. শাহিন |
| | মাতার নাম | : | মরিয়ম বেগম |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | আজিম উদ্দিন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা সাতরং বাড়ি, ডাকঘরঃ মহজমপুর , উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬. | নাম | : | মো. আমজাদ মিয়া |
| | মাতার নাম | : | আনেছা বেগম |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | আছমত আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘরঃ মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৭. | নাম | : | মো. আলমগীর |
| | মাতার নাম | : | মরিয়ম আক্তার |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | আলাউদ্দিন মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘরঃ মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮. | নাম | : | মো. নূর উদ্দিন |
| | মাতার নাম | : | রুবি |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | তোফাজ্জল |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯. | নাম | : | ইয়াছমিন |
| | মাতার নাম | : | বেগম |
| | স্বামীর নাম | : | দেলোয়ার হোসেন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০. | নাম | : | শাহিদা বেগম |
| | মাতার নাম | : | আনেছা বেগম |
| | স্বামীর নাম | : | মোজাম্মেল হোসেন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২১. | নাম | : | মমতাজ বেগম |
| | মাতার নাম | : | মৃত আম্বিয়া |
| | পিতার নাম/স্বামী | : | নূর ইসলাম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২. | নাম | : | শামসু মিয়া |
| | মাতার নাম | : | আয়েশা বেগম |
| | স্বামীর নাম: | : | আব্দুল আজিজ |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩. | নাম | : | মো. রিপন |
| | মাতার নাম | : | মৃত সাহারা বানু |
| | পিতার নাম | : | মৃত আ: রাজ্জাক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্দারমানিক, ডাকঘর : বরাব, নয়াপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৪. | নাম | : | মো. সেলিম মিয়া |
| | মাতার নাম | : | মোসা. নূর জাহান |
| | পিতার নাম | : | মো. দারগ আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্দারমানিক, ডাকঘর : বরাব, নয়াপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৫. | নাম | : | মো. আলামিন |
| | মাতার নাম | : | মোসা. মোমেনা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মো. সামছুল হক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্দারমানিক, ডাকঘর : বরাব, নয়াপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৬. | নাম | : | মো. আক্কেল আলী |
| | মাতার নাম | : | মোসা. জাবেদা খাতুন |
| | পিতার নাম | : | মো. কুদ্দুস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্দারমানিক, ডাকঘর : বরাব, নয়াপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৭. | নাম | : | মো. সেকান্দর |
| | মাতার নাম | : | মোসা. সারবানু |
| | পিতার নাম | : | মো. আ: রেজেক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্দারমানিক, ডাকঘর : বরাব, নয়াপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৮. | নাম | : | মো. ওমর আলী |
| | মাতার নাম | : | মোসা. ফকিরোন নেছা |
| | পিতার নাম | : | মৃত মো. চাঁন মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : আন্দারমানিক, ডাকঘর : বরাব, নয়াপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৯. | নাম | : | মো. ইয়াছিন |
| | মাতার নাম | : | মোসা. শরীফা |
| | পিতার নাম | : | মৃত মো. মোসলেম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : মৈলকার টেক, ডাকঘর : পেরাবো বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

## জামপুর ইউনিয়ন : মাধ্যম : টুকরি বা ওড়া

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | নাম | : | মো. আল-আমিন মিয়া |
| | মাতার নাম | : | মোসা. মনোয়ারা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মো. নুরুল ইসলাম মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২. | নাম | : | মো. সাঈদুল ইসলাম |
| | মাতার নাম | : | মৃত- মাসুদা |
| | পিতার নাম | : | মৃত- আবদুল মজিদ |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর: মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩. | নাম | : | মোসা. আছমা |
| | মাতার নাম | : | মোসা. সূর্যবানু |
| | স্বামীর নাম | : | মো. সাঈদুল |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪. | নাম | : | মোসা. রুমা |
| | মাতার নাম | : | মোসা.ফজিলা |
| | স্বামীর নাম | : | মো. সফিফুল ইসলাম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : পেরাবো বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫. | নাম | : | মো. আ: মতিন |
| | মাতার নাম | : | মোসা. সূর্যবানু |
| | পিতার নাম | : | মো. আ: করিম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর: পেরাবো বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬. | নাম | : | মো. শহিদুল্লাহ্ মিয়া |
| | মাতার নাম | : | মোসা. সূর্যবানু |
| | পিতার নাম | : | মো. আ: করিম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : পেরাবো বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭. | নাম | : | মো. পিয়ারা |
| | মাতার নাম | : | মোসা. রওশন আক্তার |
| | স্বামীর নাম | : | মো. আ: মতিন মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮. | নাম | : | মোসা. তাছলিমা |
| | মাতার নাম | : | মোসা. হোসনে আরা |
| | স্বামীরনাম | : | মো. শহীদুল্লাহ |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : পেরাবো বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯. | নাম | : | মো. আবদুল হালিম মিয়া |
| | মাতার নাম | : | মোসা. হালিমা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মৃত- আবদুল মান্নান |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর: মহজমপুর, জামপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১০. | নাম | : | মো. নবীর হোসেন |
| | মাতার নাম | : | মরহুমা মরিয়ম |
| | পিতার নাম | : | মরহুম আ: বারেক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১১. | নাম | : | মো. জয়নাল আবেদিন |
| | মাতার নাম | : | মোসা. রেহানা আক্তার |
| | পিতার নাম | : | মৃত- আসলাম উদ্দিন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : পেরাবো বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১২. | নাম | : | মো. আক্তার হোসেন |
| | মাতার নাম | : | মোসা. আয়েশা |
| | পিতার নাম | : | মো. শাহাবউদ্দিন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩. | নাম | : | মো. হিরণ মিয়া |
| | মাতার নাম | : | মৃত- তারাবানু |
| | পিতার নাম | : | মৃত- দাইমুদ্দিন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : পেরাবো বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৪. | নাম | : | মো. ফারুক |
| | মাতার নাম | : | মোসা. নুরুন্নেছা |
| | পিতার নাম | : | মো. আবু ছিদ্দিক ভূইয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : উটমা, ডাকঘর : পেরাবো বাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫. | নাম | : | হরি গোপাল বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত- অন্নদা রানী |
| | পিতার নাম | : | মৃত- রূপচান বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা হিন্দুপাড়া, ডাকঘর : মহজমপুর, জামপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬. | নাম | : | শিখা রানি বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | হিরণবালা |
| | স্বামীর নাম | : | শংকর চন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : দেওভোগ, ডাকঘর : বরাব নয়াপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৭. | নাম | : | লিটন দাস |
| | মাতার নাম | : | মিনতা |
| | পিতার নাম | : | পরেশ |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা হিন্দুপাড়া, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮. | নাম | : | অতুল দাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত- জয়মালা রানী |
| | পিতার নাম | : | মৃত- কৃষ্ণচরণ দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা হিন্দুপাড়া, পো : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯. | নাম | : | মো. আবুল মনসুর |
| | মাতার নাম | : | মোসা. আনোয়ারা |
| | পিতার নাম | : | মো. হামিদ |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মুন্সিবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০ | নাম | : | মো. নূরুল ইসলাম |
| | মাতার নাম | : | মোসা. সুরুজ বানু |
| | পিতার নাম | : | মৃত- আবেদ আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা মাতবরবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২১ | নাম | : | মো. জাদব বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত- রাধা মনি |
| | পিতার নাম | : | মৃত- বিষ্ণুনু বাবু |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা হিন্দুপাড়া, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২. | নাম | : | পরেশ দাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত- সহচরী |
| | পিতার নাম | : | মৃত- প্রেমানন্দ দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা হিন্দুপাড়া, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩. | নাম | : | মো. নাজমা বেগম |
| | মাতার নাম | : | মৃত- সূর্যবান |
| | স্বামীরনাম | : | মুনসুর আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা সিকদারবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৪. | নাম | : | মো. মুনসুর আলী |
| | মাতার নাম | : | হালিমা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মৃত- এলাজ উদ্দিন সিকদার |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা সিকদারবাড়ি, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৫. | নাম | : | মো. সুরেশ চন্দ্র দাস |
| | মাতার নাম | : | মৃত- প্রেমধা রানী দাস |
| | পিতার নাম | : | মৃত- পরমেশ্বর চন্দ্র দাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৬. | নাম | : | মো. আবুল কাশেম |
| | মাতার নাম | : | মোসা. আনোয়ারা |
| | পিতার নাম | : | মৃত: আ: হামিদ |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৭. | নাম | : | মো. আবু তাহের |
| | মাতার নাম | : | মোসা. দেলোয়ারা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মো. রফিক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবোবাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৮. | নাম | : | বরিভক্ত দত্ত |
| | মাতার নাম | : | পারুল বালা |
| | পিতার নাম | : | মৃত- যুগল দত্ত |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর: পেরাবোবাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৯. | নাম | : | ফাতেমা |
| | মাতার নাম | : | রাহাতুন্নেছা |
| | স্বামীনাম | : | মকবুল হোসেন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবোবাজার, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩০. | নাম | : | আউলিয়া বেগম |
| | মাতার নাম | : | মৃত- আনোয়ারা |
| | স্বামীনাম | : | আয়নাল হক |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩১. | নাম | : | আয়নাল হক |
| | মাতার নাম | : | মৃত- আম্বিয়া |
| | পিতার নাম | : | মৃত- চাঁন মিয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৩২. | নাম | : | মো. মকবুল হোসেন |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মৃত- রাহাতুননেছা |
| | পিতার নাম | : | মৃত- আলীমুদ্দিন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৩৩. | নাম | : | মো. শফিকুল ইসলাম |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মোসা. সুফিয়া বেগম |
| | পিতার নাম | : | মো. আবুল ইসলাম |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : কোবাগা, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৩৪. | নাম | : | মো. খোরশেদ আলম |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মৃত- ওযুফা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মৃত- সদর আলী ভূইয়া |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : রাউৎগাঁও, ডাকঘর : মহজমপুর, জামপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৩৫. | নাম | : | মো. হাবিবুর রহমান |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মৃত- আছিয়া বেগম |
| | পিতার নাম | : | মৃত- আব্দুল কাদির |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : রাউৎগাঁও, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৩৬. | নাম | : | মো. মজিবুর |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মৃত- আছিয়া বেগম |
| | পিতার নাম | : | মৃত- আব্দুল কাদির |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : রাউৎগাঁও, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৩৭. | নাম | : | মোসা. লাইলি বেগম |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মোসা. মাসুদা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মো. আউয়াল |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : রাউৎগাঁও, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| ৩৮. | নাম | : | মো. জুলহাস |
|---|---|---|---|
| | মাতার নাম | : | মোসা. ফিরোজা বেগম |
| | পিতার নাম | : | মো. হায়দার আলী |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : রাউৎগাঁও, ডাকঘর : মহজমপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

## সাদিপুর ইউনিয়নের বাঁশ-বেত শিল্পীর তালিকা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | নাম | : | শংকর বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | চারুবালা |
| | পিতার নাম | : | মিলন বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : দেওভোগ, ডাক : বরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | নাম | : | বেসমনি বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | স্বর্গীয়া জয়মনি বিশ্বাস |
| | পিতার নাম | : | শ্রী দাম চন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩ | নাম | : | দিগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | সারদা রাণী বিশ্বাস |
| | পিতার নাম | : | স্বর্গীয় লক্ষণ চন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪ | নাম | : | শংকর চন্দ্র বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | স্বর্গীয়া জয়মনি বিশ্বাস |
| | পিতার নাম | : | শ্রী দাম চন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | নাম | : | নীলমনি বিশ্বাস |
| | মাতার নাম | : | স্বর্গীয়া জয়মনি বিশ্বাস |
| | পিতার নাম | : | শ্রী দাম চন্দ্র বিশ্বাস |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬ | নাম | : | আ: করিম |
| | মাতার নাম | : | মরহুমা সফিরুননেছা |
| | পিতার নাম | : | মরহুম আফছার উদ্দীন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭ | নাম | : | আ: বারেক মিয়া |
| | মাতার নাম | : | মরহুম ছফিরুন্নেছা |
| | পিতার নাম | : | মরহুম আফছার উদ্দিন |
| | বর্তমান ঠিকানা | : | গ্রাম : ভরত, ডাকঘর : পেরাবো, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

# ফাউন্ডেশন থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে কারুশিল্পী পদক প্রাপ্ত শিল্পীর তথ্যাবলী

মাধ্যম- মৃৎশিল্প

**ক) শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচয়**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | শিল্পীর নাম | : | সুশান্ত কুমার পাল |
| ২ | মাতার নাম | : | মৃত- সুধারানী পাল |
| ৩ | পিতার নাম | : | মৃত- ভোলানাথ পাল |
| ৪ | ঠিকানা | : | গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী, উপজেলা : নওহাটা, জেলা : রাজশাহী |
| ৫ | জন্মতারিখ | : | ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ |
| ৬ | লেখাপড়া | : | প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই |
| ৭ | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | : | ৮১২৭২১৪১৮০৫৮৯ |
| ৮ | ফোন নম্বর | : | ০১৭২৬৩৬২৬৩৪ |
| ৯ | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | : | ৮জন |
| ১০ | মাসিক আয়-ব্যয় | : | আয় ১৫-২০ হাজার টাকা, ব্যয় ১৫ হাজার টাকা |

**খ) পেশাগত বিবরণ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | কি ধরনের কারুশিল্প তৈরি করেন | : | শখের হাঁড়ি |
| ২ | এটা কি আপনার মূল পেশা | : | শখের হাঁড়ি শিল্পের কাজ আমার মূল পেশা |
| ৩ | মূল পেশা না হলে কোন সময় কাজ করেন | : | হ্যাঁ, এটা আমার মূল পেশা |
| ৪ | কোনো উৎসব/ অনুষ্ঠান/মেলা উপলক্ষে এ কাজ করেন | : | হ্যাঁ, করি। তবে সারাবছরই আমাদের কাজ থাকে |
| ৫ | কত বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছেন | : | শিশু বয়স থেকে কাজ শেখা শুরু করি |
| ৬ | আপনার এ পেশা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত কিনা | : | হ্যাঁ। চার পুরুষ থেকে ধারাবাহিক মৃৎশিল্পের কাজ করি |
| ৭ | এ কাজ শেখা শুরু কিভাবে | : | ছোট বয়সে আমার দাদুর নিকট থেকে আমি কাজ শিখি এবং বংশগতভাবে শখের হাঁড়ি শিল্পের কাজ শুরু করি |
| ৮ | কারুপণ্য তৈরিতে কিভাবে ডিজাইন নির্বাচন করেন | : | কোনো জিনিস দেখে/নিজের মনের ধারণা থেকে/ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন নির্বাচন করি। |
| ৯ | কারুপণ্য তৈরিতে কি কি সরঞ্জাম লাগে | : | মাটি, ল্যাক, কোদাল, চাক, আথাল, বোটা, পিটনী, চাচনি, মাজনী ইত্যাদি |
| ১০ | এ পেশায় আগ্রহী হওয়ার কারণ কী | : | শখের বসে এবং জীবিকার তাগিদে কারুপণ্য উৎপাদন আগ্রহী হই |
| ১১ | উৎপাদিত কারুপণ্যে কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় | : | মাটি, রং ইত্যাদি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১২ | ব্যবহৃত কাঁচামাল সহজলভ্য কিনা | : | হ্যাঁ |
| ১৩ | কোথা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন | : | স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় পদ্ধতিতে কাঁচামাল সংগ্রহ করি। |
| ১৪ | উৎপাদিত কারুপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় কি | : | হ্যাঁ |
| ১৫ | কারুশিল্প তৈরিতে সন্তানদের আগ্রহ আছে কি | : | হ্যাঁ, আছে। তারা আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করে |
| ১৬ | মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি? করলে কোন কোন মেলায় | : | সোনারগাঁও জাদুঘর, বিসিক, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, চ্যানেল আই ইত্যাদি মেলায় অংশগ্রহণ করি |
| ১৭ | কোনো স্বীকৃতি/সম্মাননা/পুরস্কার পেয়েছেন কিনা | : | শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পদক বিসিক, ২০০০, কারিকা, ২০০৫এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে ২০১০ সালে কারুশিল্পী পুরস্কার, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সনদপত্র পেয়েছি। |

**গ) সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এ পেশার সমস্যা কী | : | মৃৎশিল্পের ব্যবহার কমে যাওয়ায় বিপণনের সমস্যা রয়েছে। |
| ২ | এ শিল্পের ভবিষ্যৎ কী | : | খুব ভালো। চিরদিন এর চাহিদা থাকবে। |
| ৩ | কি পদ্ধতিতে পণ্য বাজারজাত করেন | : | বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং স্থানীয়ভাবে পণ্য বাজারজাত করি। |
| ৪ | কারুপণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ কী | : | আধুনিকতার প্রভাবে কারুপণ্যের উৎপাদন কিছুটা কমেছে। |
| ৫ | ঋণের সুযোগ আছে কী | : | না। |
| ৬ | সরকারি কোন সুযোগ সুবিধা পান কিনা | : | না। |
| ৭ | কারুপণ্য উৎপাদনে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি | : | অ্যালুমিনিয়াম, সিরামিক প্লাস্টিক এর উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় প্রতিবন্ধকতা কিছুটা আছে। এজন্য কারুশিল্পীরা পেশা পরিবর্তন করছে। |
| ৮ | এ শিল্পের অতীত ঐতিহ্য কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় | : | সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে কারুশিল্পের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। |
| ৯ | এ কারুশিল্প বিকাশে আপনার পরামর্শ | : | সরকারিভাবে বিপণনের উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে শখের হাঁড়ি শিল্পের বিকাশ করা যায়। এ ছাড়া দেশীয় সংস্কৃতির পরিচিতি তুলে ধরার মাধ্যমেও মৃৎশিল্পের বিকাশ সম্ভব। |

## মাধ্যম-নকশিকাঁথা

**ক) শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচয়**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | শিল্পীর নাম | : | হোসনে আরা বেগম |
| ২ | মাতার নাম | : | তৈয়মুন নেছা |
| ৩ | স্বামীর নাম | : | মো: কাহার উদ্দিন |
| ৪ | ঠিকানা | : | গ্রাম : গোয়ালদী, ডাকঘর : আমিনপুর, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | জন্মতারিখ | : | ০৪.০১.১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ |
| ৬ | লেখাপড়া | : | পঞ্চম শ্রেণি |
| ৭ | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | : | ৬৭২০৪০২৮২৬০১৬ |
| ৮ | ফোন নম্বর | : | ০১৯৩৩-৮৭৭৮২৫ |
| ৯ | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | : | ৫ জন |
| ১০ | মাসিক আয়-ব্যয় | : | ১৫ হাজার টাকা আয়, ব্যয় প্রায় সমান। |

**খ) পেশাগত বিবরণ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | কি ধরনের কারুশিল্প তৈরি করেন | : | নকশি কাঁথা |
| ২ | এটা কি আপনার মূল পেশা | : | নকশি কাঁথার কারুশিল্পী সূচিশিল্প আমার মূল পেশা। |
| ৩ | মূল পেশা না হলে কোন সময় কাজ করেন | : | হ্যাঁ, এটা আমার মূল পেশা। |
| ৪ | কোনো উৎসব/অনুষ্ঠান/মেলা উপলক্ষে এ কাজ করেন | : | হ্যাঁ, করি। তবে সারাবছরই আমাদের কাজ থাকে। |
| ৫ | কত বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছেন | : | ১৯৮৮ সালে লোকশিল্প জাদুঘরে প্রশিক্ষণ নিয়ে নকশিকাঁথার কাজে উদ্বুদ্ধ হই। |
| ৬ | আপনার এ পেশা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত কিনা | : | হ্যাঁ। |
| ৭ | এ কাজ শেখা শুরু কিভাবে | : | ১৮ বছর বয়স থেকে কারুশিল্পের কাজ শুরু করি। |
| ৮ | কারুপণ্য তৈরিতে কিভাবে ডিজাইন নির্বাচন করেন | : | নিজের উপলব্ধি/ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন নির্বাচন করি। |
| ৯ | কারুপণ্য তৈরিতে কি কি সরঞ্জাম লাগে | : | সুঁই, সুতা, ফ্রেম, কাপড়, ডিজাইন পেপার, চকপাউডার ইত্যাদি |
| ১০ | এ পেশায় আগ্রহী হওয়ার কারণ কী | : | শখের বসে এবং জীবিকার তাগিদে কারুপণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হই। |
| ১১ | উৎপাদিত কারুপণ্যে কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় | : | কাঁথার কাপড় সূঁচ, সুতা, ফ্রেম, চকপাউডার ইত্যাদি। |
| ১২ | ব্যবহৃত কাঁচামাল সহজলভ্য কিনা | : | হ্যাঁ। |
| ১৩ | কোথা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন | : | স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় পদ্ধতিতে কাঁচামাল সংগ্রহ করি। |
| ১৪ | উৎপাদিত কারুপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় কি | : | হ্যাঁ। |
| ১৫ | কারুশিল্প তৈরিতে সন্তানদের আগ্রহ আছে কি | : | হ্যাঁ, আছে। তারা আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করে |
| ১৬ | মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি? করলে কোন কোন মেলায় | : | সোনারগাঁও জাদুঘর, বিসিক, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, চ্যানেল আই, ইত্যাদি মেলায় অংশগ্রহণ করি। |
| ১৭ | কোনো স্বীকৃতি/সম্মাননা/ পুরস্কার পেয়েছেন কিনা | : | ২০১০ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে নকশিকাঁথা শিল্পে কারুশিল্পী পদক, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সনদপত্র পুরস্কার পেয়েছি। এছাড়া বিসিক এবং চ্যানেল আই থেকে পুরস্কার পেয়েছি। |

## গ) সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এ পেশার সমস্যা কী | : | পুঁজির অভাব, সহজ শর্তে ঋণের প্রয়োজন। |
| ২ | এ শিল্পের ভবিষ্যৎ কী | : | সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এটি সারা বিশ্বে বিকশিত হবে। |
| ৩ | কি পদ্ধতিতে পণ্য বাজারজাত করেন | : | নিজের স্টলে, মেলায় অংশগ্রহণ ও পাইকরি সরবরাহের মাধ্যমে। |
| ৪ | কারুপণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ কী | : | আধুনিকতার প্রভাবে কাঁথাশিল্পের উৎপাদন কিছুটা কমেছে। |
| ৫ | ঋণের সুযোগ আছে কী | : | আছে/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমিতি থেকে ঋণ নেয়া যায়। |
| ৬ | সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পান কিনা | : | না। |
| ৭ | কারুপণ্য উৎপাদনে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি | : | বিপণনের কিছুটা প্রতিবন্ধকতা থাকায় কারুশিল্পীরা পেশা পরিবর্তন করছে। |
| ৮ | এ শিল্পের অতীত ঐতিহ্য কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় | : | সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। |
| ৯ | এ কারুশিল্প বিকাশে আপনার পরামর্শ | : | সরকারিভাবে বিপণনের উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে নকশিকাঁথা শিল্পের বিকাশ করা যায়। বেশি করে কাঁথা তৈরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়। |

মাধ্যম-কাঠের কারুশিল্প

## ক) শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচয়

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | শিল্পীর নাম | : | আশুতোষ চন্দ্র সূত্রধর |
| ২ | মাতার নাম | : | সুচিত্রা রানী সূত্রধর |
| ৩ | স্বামীর নাম | : | মৃত: নরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর |
| ৪ | ঠিকানা | : | গ্রাম : রঘুভাঙ্গা ডাকঘর : সোনারগাঁও, উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |
| ৫ | জন্মতারিখ | : | ০৭.০৮.১৯৬৫ সাল |
| ৬ | লেখাপড়া | : | পঞ্চম শ্রেণি |
| ৭ | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | : | ৬৭২০৪০৯৮১৩৮৯৪ |
| ৮ | ফোন নম্বর | : | ০১৭২০-৯৮৬৫৩৬ |
| ৯ | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | : | ৭জন |
| ১০ | মাসিক আয়-ব্যয় | : | ২০ হাজার টাকা আয়, ব্যয় ১৮ হাজার টাকা। |

## খ) পেশাগত বিবরণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | কি ধরনের কারুশিল্প তৈরি করেন | : | দারুশিল্প, কাঠের চিত্রিত হাতি, ঘোড়া, মমি পুতুল ইত্যাদি। |
| ২ | এটা কি আপনার মূল পেশা | : | কাঠের কারুশিল্পী/চিত্রিত হাতি ঘোড়া পুতুল শিল্পী আমার মূল পেশা। |
| ৩ | মূল পেশা না হলে কোন সময় কাজ করেন | : | হ্যাঁ, এটা আমার মূল পেশা। |
| ৪ | কোন উৎসব/ অনুষ্ঠান/মেলা উপলক্ষে এ কাজ করেন | : | হ্যাঁ, করি। তবে সারাবছরই আমাদের কাজ থাকে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | কত বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছেন | : | ছোট বেলা থেকে কারুশিল্পের কাজ শুরু করি |
| ৬ | আপনার এ পেশা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত কিনা | : | হ্যাঁ। |
| ৭ | এ কাজ শেখা শুরু কিভাবে | : | আমার বাবার নিকট থেকে কাজ শেখা শুরু করি। |
| ৮ | কারুপণ্য তৈরিতে কিভাবে ডিজাইন নির্বাচন করেন | : | নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন নির্বাচন করি। |
| ৯ | কারুপণ্য তৈরিতে কি কি সরঞ্জাম লাগে | : | হাতুরি, বাটাল, করাত, রং, ব্রাশ, তুলি, আঠা, চকপাউডার, কাঠ ইত্যাদি |
| ১০ | এ পেশায় আগ্রহী হওয়ার কারণ কী | : | উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পেশার কারণে/জীবিকা নির্বাহের কারণে কারুশিল্পী হতে আগ্রহী হই। |
| ১১ | উৎপাদিত কারুপণ্যে কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় | : | কাঠ, আঠা, রং, তুলি, ব্রাশ ইত্যাদি |
| ১২ | ব্যবহৃত কাঁচামাল সহজলভ্য কিনা | : | সহজলভ্য না |
| ১৩ | কোথা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন | : | স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় পদ্ধতিতে। |
| ১৪ | উৎপাদিত কারুপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় কি | : | হ্যাঁ। |
| ১৫ | কারুশিল্প তৈরিতে সন্তানদের আগ্রহ আছে কি | : | হ্যাঁ। |
| ১৬ | মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি? করলে কোন কোন মেলায় | : | সোনারগাঁও জাদুঘর, বিসিক, চ্যানেল আই, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর ইত্যাদি মেলায় অংশগ্রহণ করি। |
| ১৭ | কোনো স্বীকৃতি/সম্মাননা/ পুরস্কার পেয়েছেন কিনা | : | হ্যাঁ বিসিক, কারিকা, সোনারগাঁ ও বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে ২০১০ সালে কাঠের কারুশিল্পের পুরস্কার, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সনদপত্র পেয়েছি। |

## গ) সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এ পেশার সমস্যা কী | : | উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না। |
| ২ | এ শিল্পের ভবিষ্যৎ কী | : | কারুশিল্প হাজার বছরের ঐতিহ্য। চিরদিন এটি অম্লান থাকবে। |
| ৩ | কি পদ্ধতিতে পণ্য বাজারজাত করেন | : | শো-রুমে সরবরাহ করে এবং বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে কারুপণ্য বিক্রি করি। |
| ৪ | কারুপণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ কী | : | আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে কারুপণ্যের কিছুটা উৎপাদন কমেছে। |
| ৫ | ঋণের সুযোগ আছে কী | : | নাই। |
| ৬ | সরকারি কোন সুযোগ সুবিধা পান কিনা | : | না |
| ৭ | কারুপণ্য উৎপাদনে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি | : | আছে। তবে এর চাহিদা চিরন্তন বলে আমার বিশ্বাস। |
| ৮ | এ শিল্পের অতীত ঐতিহ্য কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় | : | দেশীয় সংস্কৃতির পরিচিতি তুলে ধরা এবং পাঠ্যবইয়ে এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা প্রদান করা যায়। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯ | এ কারুশিল্প বিকাশে আপনার পরামর্শ | : | বর্তমান সরকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করায় দারিদ্র বিমোচন হবে। এ শিল্পের বিকাশ হবে। বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হবে। এছাড়া স্থায়ীভাবে বিপণনের সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করে এশিল্পের বিকাশ করা যায়। |

## ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে কারুশিল্পী পদক প্রাপ্ত শিল্পীর তথ্যাদি; মাধ্যম- শতরঞ্জি শিল্প

**ক) শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচয়**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | শিল্পীর নাম | : | মো: রমজান আলী |
| ২ | মাতার নাম | : | মৃত- করিমন নেছা |
| ৩ | স্বামীর নাম | : | মৃত- মফিজ উদ্দিন শেখ |
| ৪ | ঠিকানা | : | গ্রাম : নিসবেতগঞ্জ শতরঞ্জিপাড়া, ডাকঘর : রংপুর, জেলা : রংপুর। |
| ৫ | জন্মতারিখ | : | ১৮.০৭.১৯৩৫ |
| ৬ | লেখাপড়া | : | স্বশিক্ষিত |
| ৭ | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | : | ৮৫২৪৯০২০২৪৬৮০ |
| ৮ | ফোন নম্বর | : | ০১৭২৬-৩৬২৭৭৭ |
| ৯ | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | : | ৬ জন |
| ১০ | মাসিক আয়-ব্যয় | : | প্রায় ছয় হাজার টাকা আয়, ব্যয় একই রকম। |

**খ) পেশাগত বিবরণ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | কি ধরনের কারুশিল্প তৈরি করেন | : | শতরঞ্জি শিল্প |
| ২ | এটা কি আপনার মূল পেশা | : | শতরঞ্জি শিল্পী আমার মূল পেশা |
| ৩ | মূল পেশা না হলে কোন সময় কাজ করেন | : | হ্যাঁ, এটা আমার মূল পেশা |
| ৪ | কোন উৎসব/ অনুষ্ঠান/মেলা উপলক্ষে এ কাজ করেন | : | হ্যাঁ, করি। তবে সারাবছরই আমাদের কাজ থাকে। |
| ৫ | কত বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছেন | : | ছোট বেলা থেকে শতরঞ্জি কারুশিল্পের কাজ শুরু করি |
| ৬ | আপনার এ পেশা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত কিনা | : | হ্যাঁ। |
| ৭ | এ কাজ শেখা শুরু কিভাবে | : | পৈতৃকভাবে ছোটবেলা থেকে পিতার কাছে কাজ শুরু করি। |
| ৮ | কারুপণ্য তৈরিতে কিভাবে ডিজাইন নির্বাচন করেন | : | বাবার কাছ থেকে ও নিজের মেধায় ডিজাইন করি। |
| ৯ | কারুপণ্য তৈরিতে কি কি সরঞ্জাম লাগে | : | তাঁত, সুতা, নলি, চালা, কামান, পাঞ্জা, পাটের রশি ইত্যাদি। |
| ১০ | এ পেশায় আগ্রহী হওয়ার কারণ কী | : | জীবিকা নির্বাহের তাগিদে |
| ১১ | উৎপাদিত কারুপণ্যে কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় | : | পাটি, বাঁশ, সুতা, ইত্যাদি। |
| ১২ | ব্যবহৃত কাঁচামাল সহজলভ্য কিনা | : | হ্যাঁ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩ | কোথায় থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন | : | স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় পদ্ধতিতে। |
| ১৪ | উৎপাদিত কারুপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় কি | : | হ্যাঁ, শতরঞ্জি বিদেশে রপ্তানি হয়। |
| ১৫ | কারুশিল্প তৈরিতে সন্তানদের আগ্রহ আছে কি | : | হ্যাঁ। |
| ১৬ | মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি? করলে কোন কোন মেলায় | : | সোনারগাঁও জাদুঘর, বিসিক, চ্যানেল আই, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর ইত্যাদি মেলায় অংশগ্রহণ করি। |
| ১৭ | কোনো স্বীকৃতি/সম্মাননা/ পুরস্কার পেয়েছেন কিনা | : | ২০১৫ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে শতরঞ্জিতে কারুশিল্পী পদক পুরস্কার, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সনদপত্র পেয়েছি। |

**গ) সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এ পেশার সমস্যা কী | : | বড় সমস্যা নেই। |
| ২ | এ শিল্পের ভবিষ্যৎ কী | : | কারুশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল |
| ৩ | কি পদ্ধতিতে পণ্য বাজারজাত করেন | : | বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে কারুপণ্য বিক্রি করি। |
| ৪ | কারুপণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ কী | : | কমমূল্যে চায়না উৎপাদিত পণ্য আমদানি হওয়ায় শতরঞ্জি চাহিদা কমছে। |
| ৫ | ঋণের সুযোগ আছে কী | : | খুব সীমিত সুযোগ রয়েছে। |
| ৬ | সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পান কিনা | : | প্রযোজ্য নয়। |
| ৭ | কারুপণ্য উৎপাদনে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি | : | আধুনিক তার প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই আছে। |
| ৮ | এ শিল্পের অতীত ঐতিহ্য কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় | : | সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে, অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। |
| ৯ | এ কারুশিল্প বিকাশে আপনার পরামর্শ | : | কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ একটা মহৎ উদ্যোগ। এ উদ্যোগ ধরে রাখতে পারলে কারুশিল্পের অতীত ঐতিহ্য আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সব মিলিয়ে সরকারকে এ মহতি উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাই। |

## মাধ্যম- বাঁশ-বেত শিল্প

**ক) শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচয়**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | শিল্পীর নাম | : | মো: শাহাজাহান মিয়া |
| ২ | মাতার নাম | : | মোসা: জয়তোবাননেছা বেগম |
| ৩ | স্বামীর নাম | : | মো: সেফাতুল্লাহ্ মিয়া |
| ৪ | ঠিকানা | : | গ্রাম : বর্ণী, ডাকঘর : দেলদুয়ার, জেলা : টাঙ্গাইল। |
| ৫ | জন্মতারিখ | : | ৫২ বছর |
| ৬ | লেখাপড়া | : | অষ্টম শ্রেণি |
| ৭ | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | : | ৯৩১২৪১৭৩৯৪২৬ |
| ৮ | ফোন নম্বর | : | ০১৭২৩৯১৫১১৫ |
| ৯ | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | : | ৬ জন |
| ১০ | মাসিক আয়-ব্যয় | : | প্রায় ১৮ হাজার টাকা আয়, ব্যয় একই রকম। |

খ) পেশাগত বিবরণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | কি ধরনের কারুশিল্প তৈরি করেন | : | বাঁশের শোপিস, ট্রে, কলমদানি, ল্যাম্প স্ট্যান্ড, ডালা, কুলা, মাথাল ইত্যাদি |
| ২ | এটা কি আপনার মূল পেশা | : | বাঁশ ও বেতের শিল্প আমার মূল পেশা। |
| ৩ | মূল পেশা না হলে কোন সময় কাজ করেন | : | হ্যাঁ, এটা আমার মূল পেশা । |
| ৪ | কোন উৎসব/ অনুষ্ঠান/মেলা উপলক্ষে এ কাজ করেন | : | হ্যাঁ, করি। তবে সারাবছরই আমাদের কাজ থাকে। |
| ৫ | কত বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছেন | : | ছোট বেলা থেকে কারুশিল্পের কাজ শুরু করি |
| ৬ | আপনার এ পেশা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত কিনা | : | হ্যাঁ। |
| ৭ | এ কাজ শেখা শুরু কিভাবে | : | বংশগতভাবে বাঁশ-বেতের কাজ শেখা শুরু করি। |
| ৮ | কারুপণ্য তৈরিতে কিভাবে ডিজাইন নির্বাচন করেন | : | নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে, ক্রেতার চাহিদানুযায়ী ডিজাইন নির্বাচন করি। |
| ৯ | কারুপণ্য তৈরিতে কি কি সরঞ্জাম লাগে | : | বাঁশ, বেত, ছুরি, দা, আঠা, রং ইত্যাদি সরঞ্জাম লাগে। |
| ১০ | এ পেশায় আগ্রহী হওয়ার কারণ কী | : | জীবিকা নির্বাহের তাগিদে। |
| ১১ | উৎপাদিত কারুপণ্যে কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় | : | বাঁশ, বেত, ছুরি, দা, আঠা, রং ইত্যাদি কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। |
| ১২ | ব্যবহৃত কাঁচামাল সহজলভ্য কিনা | : | সহজলভ্য না |
| ১৩ | কোথা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন | : | ক্রয় পদ্ধতিতে। |
| ১৪ | উৎপাদিত কারুপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় কি | : | হ্যাঁ, |
| ১৫ | কারুশিল্প তৈরিতে সন্তানদের আগ্রহ আছে কি | : | হ্যাঁ |
| ১৬ | মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি? করলে কোন কোন মেলায় | : | সোনারগাঁও জাদুঘর, বিসিক, চ্যানেল আই, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর ইত্যাদি মেলায় অংশগ্রহণ করি। |
| ১৭ | কোনো স্বীকৃতি/সম্মাননা/ পুরস্কার পেয়েছেন কিনা | : | ২০১৫ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে বাঁশ বেত কারুশিল্পে কারুশিল্পী পদক, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সনদপত্র পুরস্কার পেয়েছি। |

গ) সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এ পেশার সমস্যা কী | : | উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না। |
| ২ | এ শিল্পের ভবিষ্যৎ কী | : | কারুশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল |
| ৩ | কি পদ্ধতিতে পণ্য বাজারজাত করেন | : | শো-রুম এবং বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে কারুপণ্য বিক্রি করি। |
| ৪ | কারুপণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ কী | : | আধুনিক ইলেকট্রোনিক সামগ্রী বাজারে অল্পদামে পাওয়া যায়, এজন্য শিল্পীরা পেশা পরিবর্তন করে। |
| ৫ | ঋণের সুযোগ আছে কী | : | খুব সীমিত সুযোগ রয়েছে। |
| ৬ | সরকারি কোন সুযোগ সুবিধা পান কিনা | : | না। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭ | কারুপণ্য উৎপাদনে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি | : | আছে এটি দূর করা সম্ভব। |
| ৮ | এ শিল্পের অতীত ঐতিহ্য কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় | : | সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে, অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। |
| ৯ | এ কারুশিল্প বিকাশে আপনার পরামর্শ | : | কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ একটা মহৎ উদ্যোগ। এ উদ্যোগ ধরে রাখতে পারলে কারুশিল্পের অতীত ঐতিহ্য আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সরকারিভাবে বাঁশ-বেত শিল্পের বিপণন ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ শিল্পের বিকাশ করা যায়। |

## ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে কারুশিল্পী পদক প্রাপ্ত শিল্পীর তথ্যাবলী

## মাধ্যম- শীতল পাটিশিল্প

### ক) শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচয়

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | শিল্পীর নাম | : | সবিতা রানী মোদী |
| ২ | মাতার নাম | : | সাধনা রানী দে |
| ৩ | পিতার নাম | : | আনন্দ চন্দ্র দে |
| ৪ | ঠিকানা | : | গ্রাম : পাইকপাড়া, পাটিরপাড়া, ডাকঘর : পাইকপাড়া, জেলা : মুন্সিগঞ্জ। |
| ৫ | জন্মতারিখ | : | ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে |
| ৬ | লেখাপড়া | : | অষ্টম শ্রেণি |
| ৭ | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | : | ৫৯১৯৪১১৩৯২২০৭ |
| ৮ | ফোন নম্বর | : | ০১৯৫৩৫০২৫৬৮ |
| ৯ | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | : | ৪ জন |
| ১০ | মাসিক আয়-ব্যয় | : | আয় ১০ হাজার টাকা, ব্যয় ৭ হাজার টাকা। |

### খ) পেশাগত বিবরণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | কি ধরনের কারুশিল্প তৈরি করেন | : | শীতল পাটি |
| ২ | এটা কি আপনার মূল পেশা | : | শীতল পাটি শিল্পের কাজ আমার মূল পেশা। |
| ৩ | মূল পেশা না হলে কোন সময় কাজ করেন | : | হ্যাঁ, এটা আমার মূল পেশা |
| ৪ | কোন উৎসব/ অনুষ্ঠান/মেলা উপলক্ষে এ কাজ করেন | : | হ্যাঁ, করি। তবে সারাবছরই আমাদের কাজ থাকে। |
| ৫ | কত বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছেন | : | ৮-১০ বছর বয়স থেকে কাজ শেখা শুরু করি। |
| ৬ | আপনার এ পেশা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত কিনা | : | হ্যাঁ। |
| ৭ | এ কাজ শেখা শুরু কিভাবে | : | ছোট বয়সে এবং বংশগতভাবে শীতল পাটির কাজ শুরু করি। |
| ৮ | কারুপণ্য তৈরিতে কিভাবে ডিজাইন নির্বাচন করেন | : | নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ক্রেতার চাহিদানুযায়ী ডিজাইন নির্বাচন করি। |
| ৯ | কারুপণ্য তৈরিতে কি কি সরঞ্জাম লাগে | : | খন্তি, মূর্তা গাছ, পাটির রং, ভাতের মাড়, দা, কাচি ইত্যাদি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | সরঞ্জাম লাগে। |
| ১০ | এ পেশায় আগ্রহী হওয়ার কারণ কী | : | শখের বসে, জীবিকার তাগিদে কারুপণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হই। |
| ১১ | উৎপাদিত কারুপণ্যে কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় | : | মোরতা গাছ, রং, ছুরি, কাচি, ইত্যাদি। |
| ১২ | ব্যবহৃত কাঁচামাল সহজলভ্য কিনা | : | হ্যাঁ। |
| ১৩ | কোথা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন | : | স্থানীয় বাজার থেকে এবং সিলেট অঞ্চল থেকে। |
| ১৪ | উৎপাদিত কারুপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় কি | : | হ্যাঁ, হয়। |
| ১৫ | কারুশিল্প তৈরিতে সন্তানদের আগ্রহ আছে কি | : | হ্যাঁ, আছে। তারা আমাকে সহযোগিতা করে। |
| ১৬ | মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি? করলে কোন কোন মেলায় | : | সোনারগাঁও জাদুঘর, বিসিক ইত্যাদি মেলায় অংশগ্রহণ করি। |
| ১৭ | কোনো স্বীকৃতি/সম্মাননা/ পুরস্কার পেয়েছেন কিনা | : | হ্যাঁ। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৬ সালে শীতল পাটি শিল্পে কারুশিল্পী পদক, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সনদ পত্র পেয়েছি। |

**গ) সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এ পেশার সমস্যা কী | : | স্বল্পমূল্যে প্লাস্টিকের পাটি বাজারে আসায় বিপণনে সমস্যা হয়। |
| ২ | এ শিল্পের ভবিষ্যৎ কী | : | খুব ভালো। চিরদিন এর চাহিদা থাকবে। |
| ৩ | কি পদ্ধতিতে পণ্য বাজারজাত করেন | : | মেলায় অংশগ্রহণ ও স্থানীয় বাজারে বিক্রি করি। |
| ৪ | কারুপণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ কী | : | কাঁচামাল ও শ্রমিক না পাওয়ায় শীতল পাটির উৎপাদন কমেছে। |
| ৫ | ঋণের সুযোগ আছে কী | : | ক্ষুদ্র ঋণের সুযোগ আছে। |
| ৬ | সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পান কিনা | : | না। |
| ৭ | কারুপণ্য উৎপাদনে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি | : | রেখসিন ও প্লাস্টিকের কারণে শীতল পাটি উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা আছে। |
| ৮ | এ শিল্পের অতীত ঐতিহ্য কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় | : | সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। |
| ৯ | এ কারুশিল্প বিকাশে আপনার পরামর্শ | : | সরকারিভাবে বিপণনের উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে শীতল পাটি শিল্পের বিকাশ করা যায়। |

মাধ্যম- সরাচিত্র

**ক) শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচয়**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | শিল্পীর নাম | : | সুধন্য চন্দ্র দাস |
| ২ | মাতার নাম | : | রামধ্বনি দাস |
| ৩ | স্বামীর নাম | : | সাধন চন্দ্র দাস |
| ৪ | ঠিকানা | : | ১নং বাবুরাইল, মোবারকশাহ রোড, বৌবাজার, জেলা : নারায়ণগঞ্জ। |
| ৫ | জন্মতারিখ | : | ০১.১২.১৯৪৯ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬ | লেখাপড়া | : | ৫ম শ্রেণি পাস |
| ৭ | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | : | ৬৭২৫৮০৭০২২৮৩৯ |
| ৮ | ফোন নম্বর | : | ০১৯২৬-৫৮৪৮৯৪ |
| ৯ | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | : | ৪জন |
| ১০ | মাসিক আয়-ব্যয় | : | ৫,০০০ হাজার টাকা আয়, ব্যয় একই রকম। |

**খ) পেশাগত বিবরণ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | কি ধরনের কারুশিল্প তৈরি করেন | : | সরাচিত্র, লক্ষ্মীসরা, দুর্গাসরা, বিভিন্ন ডিজাইন ইত্যাদি তৈরি করি। |
| ২ | এটা কি আপনার মূল পেশা | : | সরাচিত্র কারুশিল্পী আমার মূল পেশা। |
| ৩ | মূল পেশা না হলে কোন সময় কাজ করেন | : | হ্যাঁ, এটা আমার মূল পেশা। |
| ৪ | কোন উৎসব/ অনুষ্ঠান/মেলা উপলক্ষে এ কাজ করেন | : | হ্যাঁ, করি। তবে সারাবছরই আমাদের কাজ থাকে। |
| ৫ | কত বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছেন | : | ২৫ বছর বয়স থেকে সরাচিত্র কারুশিল্পের কাজ শুরু করি |
| ৬ | আপনার এ পেশা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত কিনা | : | না। |
| ৭ | এ কাজ শেখা শুরু কিভাবে | : | শিল্পী জসিম উদ্দিন আহমেদ এর নিকট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সরাচিত্রের কাজ শুরু করি। |
| ৮ | কারুপণ্য তৈরিতে কিভাবে ডিজাইন নির্বাচন করেন | : | নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন নির্বাচন করি। |
| ৯ | কারুপণ্য তৈরিতে কি কি সরঞ্জাম লাগে | : | মাটির প্লেন সরা, রং, তুলি, ব্রাশ, হকিয়ার তুলি, রাবার, পেন্সিল, পেপার ইত্যাদি সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়। |
| ১০ | এ পেশায় আগ্রহী হওয়ার কারণ কী | : | শখের বসে। আমার ইচ্ছে ছিল ভাস্কর্য শিল্পী হবো। আর্থিক অনটনে সেটা হয়নি এবং লেখাপড়া করতে পারিনি। এখন জীবিকার তাগিদে সরাচিত্রের কাজ করি। |
| ১১ | উৎপাদিত কারুপণ্যে কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় | : | মাটি, রং, তুলি, পেপার ইত্যাদি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। |
| ১২ | ব্যবহৃত কাঁচামাল সহজলভ্য কিনা | : | হ্যাঁ। |
| ১৩ | কোথা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন | : | স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় পদ্ধতিতে কাঁচামাল সংগ্রহ করি। |
| ১৪ | উৎপাদিত কারুপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় কি | : | না |
| ১৫ | কারুশিল্প তৈরিতে সন্তানদের আগ্রহ আছে কি | : | হ্যাঁ। |
| ১৬ | মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি? করলে কোন কোন মেলায় | : | সোনারগাঁও জাদুঘর মেলায় অংশগ্রহণ করি। |
| ১৭ | কোনো স্বীকৃতি/সম্মাননা/পুরস্কার পেয়েছেন কিনা | : | ২০১৬ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে সরাচিত্র শিল্পে কারুশিল্পী পদক, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সনদপত্র পেয়েছি। |

গ) সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এ পেশার সমস্যা কী | : | বিপণনের সমস্যা সবচেয়ে বড়। |
| ২ | এ শিল্পের ভবিষ্যৎ কী | : | উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। এক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন অগ্রপথিকের ভূমিকা নিতে পারে। |
| ৩ | কি পদ্ধতিতে পণ্য বাজারজাত করেন | : | শো-রুমে সরবরাহ করে এবং বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে কারুপণ্য বিক্রি করি |
| ৪ | কারুপণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ কী | : | আধুনিকতার প্রভাবে সরাচিত্র বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে। |
| ৫ | ঋণের সুযোগ আছে কী | : | না। |
| ৬ | সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পান কিনা | : | না । |
| ৭ | কারুপণ্য উৎপাদনে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি | : | অবশ্যই আছে। সরকারি-বেসরকারি সম্মিলিত উদ্যোগে এটা দূর করা যায়। |
| ৮ | এ শিল্পের অতীত ঐতিহ্য কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় | : | কারুশিল্পগ্রাম করে সেখানে শিল্পীদের স্থায়ী স্টল বরাদ্দ দেয়ার মাধ্যমে কারুশিল্পের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা যায়। |
| ৯ | এ কারুশিল্প বিকাশে আপনার পরামর্শ | : | বর্তমান সরকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করায় দারিদ্র। বিমোচন হবে। এ-শিল্পের বিকাশ হবে। বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হবে। এবং বিপণনের ব্যবস্থা করে সরাশিল্পের বিকাশ করা যায়। |

মাধ্যম-তামা-কাঁসা-পিতলের

## ক) শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচয়

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | শিল্পীর নাম | : | মো: মানিক সরকার |
| ২ | মাতার নাম | : | মৃত আয়েশা খাতুন |
| ৩ | স্বামীর নাম | : | মৃত ছাদির আহমেদ |
| ৪ | ঠিকানা | : | গ্রাম : বল্লভদী, জাহাপুর, মুরাদনগর, জেলা : কুমিল্লা |
| ৫ | জন্মতারিখ | : | ১০ জানুয়ারি ১৯৬৫ |
| ৬ | লেখাপড়া | : | অষ্টম শ্রেণি |
| ৭ | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | : | ১৯১৮১৪০৬২৮১৬৬ |
| ৮ | ফোন নম্বর | : | ০১৭১৬২০৩৩১৩ |
| ৯ | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | : | ৪জন |
| ১০ | মাসিক আয়-ব্যয় | : | আট থেকে দশ হাজার টাকা আয়, ব্যয় ও সমান। |

## খ) পেশাগত বিবরণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | কি ধরনের কারুশিল্প তৈরি করেন | : | তামা-কাঁসা পিতলের শিল্প তৈরি করি। |
| ২ | এটা কি আপনার মূল পেশা | : | এটা আমার মূল পেশা |
| ৩ | মূল পেশা না হলে কোন সময় কাজ করেন | : | প্রযোজ্য নয় |
| ৪ | কোন উৎসব/ অনুষ্ঠান/মেলা উপলক্ষে এ কাজ করেন | : | হ্যাঁ, মেলা উপলক্ষে একাজ বেশি করি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | কত বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছেন | : | ১১ বছর বয়স থেকে তামা-কাঁসা পিতলের কাজ করি |
| ৬ | আপনার এ পেশা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত কিনা | : | হ্যাঁ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমার পেশা। |
| ৭ | এ কাজ শেখা শুরু কিভাবে | : | বংশগতভাবে বাঁশ-বেতের কাজ শেখা শুরু করি। |
| ৮ | কারুপণ্য তৈরিতে কিভাবে ডিজাইন নির্বাচন করেন | : | নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ক্রেতার চাহিদানুযায়ী ডিজাইন নির্বাচন করি |
| ৯ | কারুপণ্য তৈরিতে কি কি সরঞ্জাম লাগে | : | ডাইস, হাতুড়ি, পিতল ইত্যাদি। |
| ১০ | এ পেশায় আগ্রহী হওয়ার কারণ কী | : | শখের বসে এবং জীবিকার তাগিদে কারুপণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হই। |
| ১১ | উৎপাদিত কারুপণ্যে কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় | : | পিতল-তামা-কাঁসার অংশ |
| ১২ | ব্যবহৃত কাঁচামাল সহজলভ্য কিনা | : | ততটা নয়। |
| ১৩ | কোথা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন | : | ক্রয় পদ্ধতিতে সংগ্রহ করি। |
| ১৪ | উৎপাদিত কারুপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় কি | : | হ্যাঁ, |
| ১৫ | কারুশিল্প তৈরিতে সন্তানদের আগ্রহ আছে কি | : | হ্যাঁ |
| ১৬ | মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি? করলে কোন কোন মেলায় | : | সোনারগাঁও জাদুঘর, জাতীয় জাদুঘর, ইত্যাদি মেলায় অংশগ্রহণ করি। |
| ১৭ | কোনো স্বীকৃতি/সম্মাননা/ পুরস্কার পেয়েছেন কিনা | : | ২০১৬ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে তামা-কাঁসা-পিতল কারুশিল্পে কারুশিল্পী পদক, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সনদপত্র পুরস্কার পেয়েছি। |

**গ) সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এ পেশার সমস্যা কী | : | উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না। |
| ২ | এ শিল্পের ভবিষ্যৎ কী | : | খুব ভালো। চিরদিন এর চাহিদা থাকবে। |
| ৩ | কি পদ্ধতিতে পণ্য বাজারজাত করেন | : | বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং পাইকারী বিক্রি করে |
| ৪ | কারুপণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ কী | : | আধুনিক ইলেকট্রোনিক সামগ্রী বাজারে অল্পদামে পাওয়া যায়। এজন্য শিল্পীরা পেশা পরিবর্তন করে। |
| ৫ | ঋণের সুযোগ আছে কী | : | না। |
| ৬ | সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পান কিনা | : | না। |
| ৭ | কারুপণ্য উৎপাদনে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি | : | আছে এটি দূর করা সম্ভব। |
| ৮ | এ শিল্পের অতীত ঐতিহ্য কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় | : | সরকারি ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে, অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। |
| ৯ | এ কারুশিল্প বিকাশে আপনার পরামর্শ | : | কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ একটা মহৎ উদ্যোগ। বেশি করে প্রশিক্ষণের আয়োজন করলে এর বিকাশ করা যায়। |

মাধ্যম- পাটের কারুশিল্প শিকা

**ক) শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচয়**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | শিল্পীর নাম | : | সুফিয়া আক্তার |
| ২ | মাতার নাম | : | রমিজা বেগম |
| ৩ | স্বামীর নাম | : | মো. নূর উদ্দিন |
| ৪ | ঠিকানা | : | ১৭৫ তেজকুনি পাড়া, ঢাকা |
| ৫ | জন্মতারিখ | : | ১৬ মে ১৯৫৩ খ্রিঃ |
| ৬ | লেখাপড়া | : | ৮ম শ্রেণি |
| ৭ | জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | : | ২৬৯৯০৩৯৫৩৩৩৭১ |
| ৮ | ফোন নম্বর | : | ০১৭৯৫৮০৩৩৭৯ |
| ৯ | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | : | ১১ জন |
| ১০ | মাসিক আয়-ব্যয় | : | মাসিক আয় ৬০ হাজার টাকা ব্যয় প্রায় সমান। |

**খ) পেশাগত বিবরণ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | কি ধরনের কারুশিল্প তৈরি করেন | : | পাটের শিকা, ক্রিসমার্স আইটেম এবং আড়ং প্রদত্ত সবধরনের পাটের কাজ |
| ২ | এটা কি আপনার মূল পেশা | : | হ্যাঁ, এটা আমার মূল পেশা। |
| ৩ | মূল পেশা না হলে কোন সময় কাজ করেন | : | প্রযোজ্য নয়। |
| ৪ | কোনো উৎসব/ অনুষ্ঠান/মেলা উপলক্ষে এ কাজ করেন | : | হ্যাঁ। |
| ৫ | কত বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছেন | : | ১৯৭৪ সাল থেকে শিকাশিল্পের কাজ শুরু করি। |
| ৬ | আপনার এ পেশা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত কিনা | : | না |
| ৭ | এ কাজ শেখা শুরু কিভাবে | : | জাগরনি থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়ে। |
| ৮ | কারুপণ্য তৈরিতে কিভাবে ডিজাইন নির্বাচন করেন | : | আড়ং এর দেয়া ক্যাটালগ থেকে ডিজাইন করি। |
| ৯ | কারুপণ্য তৈরিতে কি কি সরঞ্জাম লাগে | : | পাট, বাঁশের ফ্রেম, সুতা ও রং লাগে। |
| ১০ | এ পেশায় আগ্রহী হওয়ার কারণ কী | : | শখের বশে। পরে পেশা হিসেবে আগ্রহী হই। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১১ | উৎপাদিত কারুপণ্যে কি কি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় | : | পাট, পেপার, রং ইত্যাদি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। |
| ১২ | ব্যবহৃত কাঁচামাল সহজলভ্য কিনা | : | হ্যাঁ, সহজলভ্য। |
| ১৩ | কোথা থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করেন | : | স্থানীয় বাজার থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করি। |
| ১৪ | উৎপাদিত কারুপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় কি | : | হ্যাঁ। বিদেশে রপ্তানি হয়। |
| ১৫ | কারুশিল্প তৈরিতে সন্তানদের আগ্রহ আছে কি | : | হ্যাঁ। সন্তানরা আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করে। |
| ১৬ | মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি? করলে কোন কোন মেলায় | : | না। |
| ১৭ | কোনো স্বীকৃতি/সম্মাননা/ পুরস্কার পেয়েছেন কিনা | : | বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে পাটের শিকা শিল্পে কারুশিল্পী পদক, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সদনপত্র পুরস্কার পেয়েছি। |

## গ) সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এ পেশার সমস্যা কী | : | এ পেশায় কোনো সমস্যা নেই। |
| ২ | এ শিল্পের ভবিষ্যৎ কী | : | পাটের কারুশিল্পের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। |
| ৩ | কি পদ্ধতিতে পণ্য বাজারজাত করেন | : | আড়ৎ এর মাধ্যমে পণ্য বাজারজাত করি। |
| ৪ | কারুপণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ কী | : | আমার দৃষ্টিতে উৎপাদন কমেনি। |
| ৫ | ঋণের সুযোগ আছে কী | : | না। |
| ৬ | সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পান কিনা | : | না। |
| ৭ | কারুপণ্য উৎপাদনে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি | : | না। |
| ৮ | এ শিল্পের অতীত ঐতিহ্য কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় | : | আড়ৎ এর মাধ্যমে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে পাটের কারুশিল্পের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা যায়। |
| ৯ | এ কারুশিল্প বিকাশে আপনার পরামর্শ | : | পাটের কারুশিল্পের বিকাশে সরকারি এবং বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। |

# বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পরিচালিত কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ ২০১৬ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের তথ্যাদি

## রাজশাহী অঞ্চলের *মাটির চিত্রিত পুতুল* তৈরির প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের নামের তালিকা

১. নাম : শ্রীমতি মমতা রানী পাল
স্বামী : সুশান্ত কুমার পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর: বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী
প্রশিক্ষক : ০১৭৭৮-৫০০১৯২

২. নাম : বিজলী রানী পাল
স্বামী : সুবোধ কুমার পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী
প্রশিক্ষক : ০১৭৪৯-৮৮৭৩১৬

১. নাম : সুচিত্রা রানী পাল
স্বামী : কুষণ চন্দ্র পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা: রাজশাহী

২. নাম : মুক্তি রানী পাল
স্বামী : সঞ্জয় কুমার পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

৩. নাম : সম্পা রানী
স্বামী : শ্রী সত্যেন চন্দ্র দাস
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

৪. নাম : পদ্মা রানী পাল
স্বামী : বিষ্ণু পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

৫. নাম : শিলা রানী দাস
স্বামী : শিবেন কুমার দাস
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

৬. নাম : অমিত কুমার পাল
পিতা : সন্তোষ চন্দ্র পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

৭. নাম : দিপিকা রানী দাস
পিতা : শ্রী বলরাম চন্দ্র দাস
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

৮. নাম : বিথি রানী পাল
পিতা : শ্রী সুবোধ কুমার পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা: রাজশাহী

৯. নাম : করুণা রানী পাল
স্বামী : মৃত্যুঞ্জয় কুমার পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

১০. নাম : অমৃত কুমার পাল
পিতা : সন্তোষ চন্দ্র পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী,
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

## ঠাঁকুরগাঁও অঞ্চলের *পাটের শিকা* কারুশিল্পের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী

১. নাম : মোছা: হাসিনা বেগম
স্বামী : মো: সহিদুল ইসলাম
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া,
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও
প্রশিক্ষক : ০১৭৮৭৯৭৯৩০০

২. নাম : মো: মহাসিনুল হক
পিতা : মৃত মাজহারুল হক
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া,
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও
প্রশিক্ষক : ০১৭২৩৭৭৬১৯৮

১. নাম: লিপি বর্মন
স্বামী : রাজকুমার বর্মন
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া,
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

২. নাম : মোছা: জরিনা
স্বামী : মো: শাহজাহান
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া,
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৩. নাম : রত্না রানী
স্বামী : শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র বর্মন
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া,
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৪. নাম : মোছা: ছমিরন বেগম
স্বামী : মো: শরিফুল ইসলাম
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৫. নাম: শ্রী আলতা রানী
স্বামী : শ্রী বিপেন বর্মন
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া,
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৬. নাম : মোছা: জহুরা বেগম
স্বামী : মৃত লালচান
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর: বালিয়া,
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৭. নাম : শ্রীমতি রত্না রানী
পিতা : শ্রী হরি কিশোর বর্মণ
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া,
উপজেলা : ঠাঁকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাঁকুরগাঁও

৮. নাম : মোছা: শাহিনুর বেগম
পিতা : মো: রায়হান
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া,
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৯. নাম : মো: চায়না বেগম
স্বামী : মো: মোখলেছুর রহমান
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া,
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও

১০. নাম : সমারু বর্মণ
পিতা : মৃত বাসিয়া বর্মণ
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর: বালিয়া,
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

## কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের *টেপা পুতুল* কারুশিল্পের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী

১. নাম : সুনীল চন্দ্র পাল
পিতা : শ্রী দীনেশ চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর+ উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।
প্রশিক্ষক : ০১৯১৮-৬৮৫৮৯৫

২. নাম : আরতী রানী পাল
স্বামী : সুনীল চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর+উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।
প্রশিক্ষক : ০১৯১৮-৬৮৫৮৯৫

১. নাম : ছায়া রানী পাল
স্বামী : জীবন চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর + উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।

২. নাম : ধ্রুপতি রানী
স্বামী : সুনিল চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর+ উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।

৩. নাম : ছায়া রানী পাল
স্বামী : সুভাষ চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর + উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।

৪. নাম : রেনু বালা পাল
স্বামী : রাখাল চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর + উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।

৫. নাম : রেখা রানী পাল
স্বামী : লিটন চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, পো : + উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।

৬. নাম : হিরণ বালা পাল
স্বামী : শরৎ চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর + উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।

৭. নাম : শ্রী বাসনা পাল
স্বামী : সুধীন্দ্র চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর + উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।

৮. নাম : বাসনা রানী পাল
স্বামী : মনমোহন পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর + উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা: কিশোরগঞ্জ।

৯. নাম : পার্বতী রানী পাল
স্বামী : অনিল চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর +উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।

১০. নাম : লিপি রানী পাল
স্বামী : অনিল চন্দ্র পাল
গ্রাম : চরপাড়া, ডাকঘর + উপজেলা : করিমগঞ্জ,
জেলা : কিশোরগঞ্জ।

## চট্টগ্রাম অঞ্চলের *বটনিপাটি* কারুশিল্পের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী

১. নাম : গোলাপজান
পিতা : নজিরম্মত
গ্রাম : স্টেশন বড় তাকিয়া, ডাকঘর : মুগরী,
উপজেলা : মির সরাই, জেলা : চট্টগ্রাম
প্রশিক্ষক : ০১৭৮৪-৮৪৪৩৬৫

২. শিল্পীর নাম : কহিনূর বেগম
পিতা : শফিউল্লাহ
গ্রাম : পূর্ব খইয়াছড়া, ডাকঘর : বড় তাকিয়া,
উপজেলা : মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম
প্রশিক্ষক : ০১৮২৭-৯১৭৩৭

১. নাম : চান্দিনা বেগম
স্বামী : মৃত আমিনুল হক
গ্রাম : তাকিয়া পাড়া, ডাকঘর : বড় তাকিয়া,
উপজেলা : মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

২. নাম : তাছলিমা আকতার
পিতা : মৃত আমিনুল হক
গ্রাম : পূর্ব খৈয়াছরা তাকিয়া পাড়া, ডাকঘর : বড় তাকিয়া, উপজেলা : মিরেরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

৩. নাম: নাছিমা আকতার
স্বামী: মুখছেদুর রহমান
গ্রাম : তাকিয়া পাড়া, ডাকঘর : বড় তাকিয়া,
উপজেলা : মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

৪. নাম: সাহানা আকতার
স্বামী: জহুরুল হক
গ্রাম : তাকিয়া পাড়া, ডাকঘর : বড় তাকিয়া,
উপজেলা : মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

৫. নাম : বন্দনা রানী দে
স্বামী : প্রদীপ কুমার দে
গ্রাম : নাথ পাড়া, ডাকঘর : বড় তাকিয়া,
উপজেলা : মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম

৬. নাম : নূর বেগম
স্বামী : মো: শাহজাহান
গ্রাম : তাকিয়া পাড়া, ডাকঘর : বড় তাকিয়া,
উপজেলা : মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

৭. নাম : মিনারা বেগম
মো: নাছির উদ্দিন
গ্রাম : তাকিয়া পাড়া, ডাকঘর : বড় তাকিয়া,
উপজেলা : মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

৮. নাম : রোকসানা বেগম
স্বামী : রমজান আলী
গ্রাম : তাকিয়া পাড়া, ডাকঘর : বড় তাকিয়া,
উপজেলা : মিরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম

৯. নাম : রহিমা বেগম
স্বামী : মো: জসিম উদদীন
গ্রাম : তাকিয়া পাড়া, ডাকঘর : বড় তাকিয়া,
উপজেলা: মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

১০. নাম : হাসিনা আকতার
স্বামী : মো: হোসেন
গ্রাম : পূর্ব খৈয়াছরা (তাকিয়া পাড়া), ডাকঘর : বড় তাকিয়া, উপজেলা : মিরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম

## চট্টগ্রাম অঞ্চলের *তালপাতার হাতপাখা* কারুশিল্পের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী

১. নাম : মো: আবুল কালাম
পিতা : মরহুম দানু মিয়া
গ্রাম : দক্ষিণ জোয়ারা, ডাকঘর : পূর্ব জোয়ারা,
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম
প্রশিক্ষক : ০১৯৩০-৫৩০৮৭৫

২. নাম : মনোয়ারা বেগম
স্বামী : মো: আবুল কালাম
গ্রাম : দক্ষিণ জোয়ারা, ডাকঘর : পূর্ব জোয়ারা,
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম
প্রশিক্ষক : ০১৮৩৪-৪৯১১০৬

১. নাম : মাহফুজা খাতুন
স্বামী : মোস্তাফিজুর রহমান
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়িয়া, উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

২. নাম : মিনু আরা বেগম
স্বামী : মনির আহাম্মদ
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়িয়া, উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৩. নাম : সাহেদা বেগম
স্বামী : কবির আহামদ
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়িয়া, উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৪. নাম : সামিনা খাতুন
স্বামী : আবু নূর মোহাম্মদ সোহেল
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়িয়া,
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম

৫. নাম : ফরিদা ইয়াসমিন
স্বামী : নুরুল ইসলাম
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়িয়া, উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৬. নাম : সাবিনা ইয়াসমিন রুমি
স্বামী : মোহাম্মদ হোসাইন
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর: সাতবাড়িয়া,
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম

৭. নাম : ইয়াছমিন আক্তার
পিতা : আব্দুর রহমান
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়িয়া,
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৮. নাম : তাজরিন সুলতানা
পিতা : আব্দুল হাকিম
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়িয়া, উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৯. নাম : সেবু আকতার
পিতা : মো: মাইনুল হক চৌধুরী
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়িয়া,
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

১০. নাম : এলবিন আক্তার
পিতা : টুনু মিয়া
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়িয়া,
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম

## মাগুরা জেলার *শোলাশিল্পের* প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী

১. নাম : শংকর মালাকার
পিতা : মৃত- রাধা বল্লভ মালাকার
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর : হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা
প্রশিক্ষক : ০১৯৩৯-৪০৬১৫৫

২. নাম : নিখিল চন্দ্র মালাকার
পিতা : শংকর মালাকার
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর : হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা
প্রশিক্ষক : ০১৭৪৬-৬০৭০৩৮

১. নাম: জহুরা খাতুন
স্বামী: মৃত ইউসুফ মোল্লা
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর: হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা

২. নাম : নিশা রানী মালাকার
পিতা : শংকর মালাকার
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর : হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা

৩. নাম : দিপালী রানী মালাকার
স্বামী : রামপ্রসাদ মালাকার
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর : হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা

৪. নাম : মিতালী রানী মালাকার
স্বামী : নিখিল মালাকার
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর : হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা

৫. নাম : রামপ্রসাদ মালাকার
পিতা : শংকর মালাকার
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর : হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা

৬. নাম : মোছা: রেবেকা খাতুন
স্বামী : মো: শাহাজান আলী শেখ
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর : হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা

৭. নাম : মোছা: রুবি খাতুন
স্বামী : মো: আক্তার আলী শেখ
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর : হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা

৮. নাম : রত্না রানী মালাকার
স্বামী : রতন কুমার মালাকার
বাড়ীনং এ-৬২/১, দক্ষিণপাড়া, সাভার, ঢাকা

৯. নাম : কুমারী লক্ষ্মী মালাকার
পিতা : নিখিল মালাকার
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর : হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা

১০. নাম : রতন কুমার মালাকার
পিতা : মৃত- শান্তি কুমার মালাকার
গ্রাম : শতপাড়া, ডাকঘর : হাজরাহাটি,
উপজেলা : শালিখা, জেলা : মাগুরা

**কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ ২০১৬-১৭ কর্মসূচিতে**
**অংশগ্রহণকারীদের তথ্যাবলী :**
**জেলা : ঠাকুরগাঁও, মাধ্যম : বাঁশের কারুশিল্প**

১. নাম : গলিবালা
স্বামী : অবিনাশ রায়
মাতা : মৃত: উলো রানী
গ্রাম : কিসমত কেশুরবাড়ি, ডাকঘর : কিসমত কেশুরবাড়ি, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও।
প্রশিক্ষক : মোবাইল ০১৭৯৪-৯৭৮১২২

২. নাম : মো: মহসিনুর হক
পিতা : মৃত মোজাহারুল হক চৌধুরী
মাতা : কহিনুর বেগম
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া
উপজেল : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও
প্রশিক্ষক : মোবাইল: ০১৭২২-৩০৭১৮০

১. নাম : প্রমিলা রানী
স্বামী : কৈল্যাস চন্দ্র দাস
মাতা : পাতানী বেওয়া
গ্রাম : লাউথুতী, ডাকঘর : শুখানপুকুরী
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

২. নাম : কৈলাস চন্দ্র দাস
পিত : ধদই চন্দ্র দাস
মাতা : লক্ষ্মীশ্বরী
গ্রাম : লাউথুতী, ডাকঘর : শুখানপুকুরী
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৩. নাম- শ্রীমতি অলোকা হাজেরা
স্বামী : মৃত: সত্যেন্দ্রনাথ হাজেরা
মাতা : শ্রীমতি বালা হাজেরা
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৪. নাম : মো. শাহাজান শেখ
পিতা : মৃত : হরফ আলী শেখ
মাতা : মৃত সাজিরন
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৫. নাম : শচিন্দ্র নাথ রায়
পিতা : নগেন্দ্র নাথ বর্মন
মাতা : সুশিলা রাণী
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৬. নাম : শরিফুল ইসলাম
পিতা : মৃত সমির উদ্দীন
মাতা : মোছা: স্বরবান
গ্রাম : ছোট বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৭. নাম : মো. আ: সামাদ
পিতা : মো: আবু বক্কর
মাতা : মৃত বাহেলা খাতুন
গ্রাম : সিংগিয়া কোলনীপাড়া, ডাকঘর সবদল হাট
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৮. নাম : ধনি চন্দ্র রায়
পিতা : বিরফুল্ল চন্দ্র রায়
মাতা : জিতি রানী
গ্রাম : কিসমত কেশুরবাড়ি, ডাকঘর : কিসমত কেশুরবাড়ি
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

৯. নাম : অমল টুডু
পিতা : সুনিল টুডু
গ্রাম : বড় বালিয়া, ডাকঘর : বালিয়া
উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

১০. নাম : অবিনাশ রায়
পিতা : নন্দ রায়
মাতা : চকচকি বালা
গ্রাম : কিসমত কেশুরবাড়ি, ডাকঘর কিসমত কেশুরবাড়ি, উপজেলা : ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা : ঠাকুরগাঁও

## জেলা : চট্টগ্রাম, মাধ্যম : তালপাতার হাতপাখা শিল্প

১. নাম : মো: আবুল কালাম
পিতা : মৃত : দানুমিয়া
গ্রাম : দক্ষিণ জোয়ারা
ডাকঘর : পূর্ব জোয়ারা
উপজেলা : চন্দনাইশ
জেলা : চট্টগ্রাম
প্রশিক্ষক : মোবা : ০১৯৩০-৫৩০৮৭৫

২. নাম- মনোয়ারা বেগম
পিতা- মৃত: মোফাজ্জল আহমদ
গ্রাম : দক্ষিণ জোয়ারা
ডাকঘর : পূর্ব জোয়ারা
উপজেলা : চন্দনাইশ
জেলা : চট্টগ্রাম
প্রশিক্ষক : মোবা : ০১৮৩৪-৪৯১১০৬

১. নাম : মাহবুজা খাতুন
স্বামী : মোস্তাফিজুর রহমান
মাতা : মৃত আনজুমন খাতুন
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়ীয়া
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম
প্রশিক্ষণার্থী

২. নাম : মিনু আরা বেগম
স্বামী : মনির আহামদ
মাতা : আছমা খাতুন
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়ীয়া
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৩. সাহেদা বেগম
স্বামী : কবির আহামদ
মাতা : কুলচুমা খাতুন
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়ীয়া
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৪. নাম : সামিনা খাতুন
স্বামী : আবু নূর মোহাম্মদ সোহেল
মাতা : নাছিমা আক্তার
গ্রাম : বৈলতলী, ডাকঘর : বৈলতলী
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৫. নাম : ফরিদা ইয়াছমিন
পিতা : নূরুল ইসলাম
মাতা : মিনা আকতার
গ্রাম : সাতবাড়ীয়া, ডাকঘর : সাতবাড়ীয়া
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৬. নাম : সাবিনা ইয়াছমিন রুমি
পিতা : মোহাম্মদ হোসাইন
মাতা : জরিনা বেগম
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়ীয়া
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৭. নাম : ইয়াছমিন আকতার
পিতা : আব্দুর রহমান
মাতা : রুনু বেগম,
গ্রাম : নগর পাড়া,ডাকঘর : সাতবাড়ীয়া
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৮. নাম : তাজরিন সোলতানা
পিতা : আবদুল হাকিম
মাতা : শাহীন আকতার
গ্রাম : সাতবাড়ীয়, ডাকঘর : সাতবাড়ীয়া
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

৯. নাম :সেবু আকতার
পিতা : মোহাম্মদ মাইনুল হক চৌধুরী
মাতা : রেজিয়া বেগম
গ্রাম : সাতবাড়ীয়, ডাকঘর : সাতবাড়ীয়া
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

১০. নাম : এলবিন আকতার
পিতা : টুনু মিয়া
মাতা : জোহরা খাতুন
গ্রাম : নগরপাড়া, ডাকঘর : সাতবাড়ীয়া
উপজেলা : চন্দনাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম

## জেলা : বান্দরবান, মাধ্যম : বাঁশ শিল্প

১. নাম : লাল সাং নুয়াম বম
স্বামী : লাল নুয়াই বম
মাতা : লাল মুয়ান কিম বম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা : বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান
প্রশিক্ষক : মোবা: ০১৫৫৩-০৬৭৩৪৫

২. নাম : জেম সাং পুই বম
পিতা : দাওথন বম
মাতা : সুমনিয়ার বম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা : বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান
প্রশিক্ষক : মোবা : ০১৮৮২-২৮৬৭৭৯

১ নাম : ক্রম এংময় বম
পিতা : সান লুয়াই থাং বম
মাতা : দননেম বম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা : বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান

২. নাম :দাংসিং বম
পিতা : রাম আল বম
মাতা : জিং থিলয়ার বম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা , বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান

৩. নাম : পারকিম বম
পিতা : বনসাং বম
মাতা : মুনহয় বম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা : বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান

৪. নাম : জিংধানেম বম
পিতা : রিয়াং তিস্নর বম
মাতা : পার এং বম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা : বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান

৫. নাম : রুন রেম সাং বম
পিতা : লাল সাং নন বম
মাতা : লাল জিংঙক বম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা : বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান

৬. নাম : নিমই বম
স্বামী : জায়েন থাং বম
মাতা : থোয়াম ত্রং বম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা : বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান

৭. নাম : বেই সেই লুসাই
পিতা : বিয়াক লিয়ান লুসাই
মাতা : তুম কিম লুসাই
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা , বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান

৮. নাম : ভাল লাল থার বম
পিতা : রামঠল বম
মাতা : মুনতোয়ার বম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা , বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান

৯. নাম : লাল রুন কিম বম
পিতা : লাল সাং নন বম
মাতা : লাল জিঙ্ক বম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা , বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান

১০ নাম : লাল রিং সাং বম
পিতা : বুয়াল তিস্নরবম
মাতা : থুয়াম এংবম
গ্রাম : ফারুখ পাড়া, ডাকঘর : সুয়ালক
উপজেলা , বান্দরবান সদর, জেলা : বান্দরবান

## জেলা : মৌলভীবাজার, মাধ্যম : শীতলপাটি শিল্প

১. নাম : গীতেশ চন্দ্র দাস
পিতা : গীরিশ চন্দ্র দাস
গ্রাম : তুলাপুর, ডাকঘর : মোকামবাজার
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার
প্রশিক্ষক : মোবা: ০১৭৪৩-৭২৭৮০৩

২. নাম : হরেন্দ্র কুমার দাস
পিতা : ধীরেন্দ্র কুমার দাস
গ্রাম : ধুলিজুরা, ডাকঘর : মেদিনীমহল
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার
প্রশিক্ষক : মোবা: ০১৭৪৩-৭২৭৮০৩

১. নাম : কালাচাঁদ
পিতা : গীতেশ দাস
গ্রাম : তুলাপুর, ডাকঘর : মোকাম বাজার
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার

২. নাম : আরতি রানী দাশ
স্বামী : রথিন্দ্র দাশ
মাতা : নীলা বালা দাশ
গ্রাম : ধুলিজুরা, ডাকঘর : মেদিনীমহল
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার

৩. নাম : সুনীল দাস
পিতা : সীতানাথ দাস
মাতা : মাতঙ্গিনী বালা দাস
গ্রাম : তুলাপুর, ডাকঘর : মোকামবাজার
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার

৪. নাম : রাখাল চন্দ্র দাস
পিতা : মৃত: গোপেন্দ্র কুমার দাস
মাতা : তমাদিনী বালা দাস
গ্রাম : লামা বিলবাড়ী , ডাকঘর : মোকামবাজার
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার

৫. নাম : পলি রাণী দাস
পিতা : ধীরেন্দ্র দাস
মাতা : চামেলি দাস
গ্রাম : তুলাপুর, ডাকঘর : মোকামবাজার
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার

৬. নাম : নমিতা রাণী দাস
স্বামী : কালা চান দাস
মাতা : লক্ষ্মী রানী দাস
গ্রাম : ধুলিজুরা, ডাকঘর : মোদিনীমহল
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার

৭. নাম : সুষমা দাস
পিতা : নিকুঞ্জ দাস
মাতা : মৃত সুকুমারি দাস
গ্রাম : তুলাপুর, ডাকঘর : মোকামবাজার
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার

৮. নাম : হেপী রানী দাস
পিতা : মুকুন্দ দাস
মাতা : আরতী দাস
গ্রাম : তুলাপুর, ডাকঘর : মোকামবাজার
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার

৯. নাম : নিভা দাস
পিতা : গীতেশ দাস
মাতা : প্রীতি রানী দাস
গ্রাম : তুলাপুর, ডাকঘর : মোকামবাজার
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার

১০. নাম : প্রীতি রানী দাস
স্বামী : গীতেশ চন্দ্র দাস
গ্রাম : তুলাপুর, ডাকঘর : মোকামবাজার
উপজেলা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার

**জেলা : নারায়ণগঞ্জ, মাধ্যম : বেতের কারুশিল্প**

১. নাম : পরেশ চন্দ্র দাস
পিতা : যুধিষ্ঠি
মাতা : রায়মণি
গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর :আমিনপুর
উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
প্রশিক্ষক : মোবাইল নম্বর : ০১৬৮০-৩৮১১৯১

২. নাম : রাজকুমার দাস
পিতা : পরেশ চন্দ্র দাস
গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর : আমিনপুর
উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
প্রশিক্ষক : মোবাইল নম্বর : ০১৬৮০-৩৮১১৯১

১. নাম : জুবরাজ
পিতা : রামু চন্দ্র দাস
মাতা : কৌশালী রাণী
গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর : আমিনপুর
উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ

২. নাম : শুভ চন্দ্র দাস
পিতা : শিবু চন্দ্র দাস
মাতা : ববিতা
গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর : আমিনপুর
উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ

৩. নাম : রাহিমা আক্তার
পিতা : মনিরুল ইসলাম
মাতা : হাছিনা বেগম
গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর : আমিনপুর
উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ

৪. নাম : সুমি আক্তার
পিতা : ইসাহাক মাতুব্বর
মাতা : সাহিদা বেগম
গ্রাম : তিথিরপাড়া, ডাকঘর : কে, আলী
উপজেলা : মাদারীপুর, জেলা : মাদারীপুর

৫. নাম : বিউটি আক্তার
স্বামী : মো. মাজেদুল হক
মাতা : ফাতেমা বেগম
গ্রাম : কোনাপাড়া, ডাকঘর : গৌরীপুর
উপজেলা : গৌরীপুর, জেলা : ময়মনসিংহ

৬. নাম : মাহমুদা আক্তার
পিতা : মো: মাজেদুল হক
মাতা : বিউটি আক্তার
গ্রাম : আমিনপুর, ডাকঘর : আমিনপুর
উপজেলা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়ণগঞ্জ

৭. নাম : ববিতা
পিতা : শিবু দাস
মাতা : বিউটি আক্তার
গ্রাম : বাগমুছা, ডাকঘর : আমিনপুর
উপজেলা : সোনারগাঁও, জেলা : নারায়ণগঞ্জ

৮. নাম : লাকী এমরান
স্বামী : দেওয়ান এমরান আলী সোহেল
গ্রাম : বেতবাড়ী কামান্না, ডাকঘর : কামান্না
উপজেলা : দেলদুয়ার, জেলা : টাঙ্গাইল

৯. নাম : শাহনাজ পারভীন
পিতা : মো: সোহরার হোসেন
গ্রাম : জোড়দহ, আলহেরানগর, ডাকঘর : বেড়া
উপজেলা : বেড়া, জেলা : পাবনা

১০ নাম : মোছা: মেহেরুন নাহার সাবা
পিতা : মো. এমরান আলী
গ্রাম : বেতবাড়ী, কামান্না, ডাকঘর : কামান্না
উপজেলা : দেলদুয়ার, জেলা : টাঙ্গাইল

## জেলা : সিরাজগঞ্জ, মাধ্যম : মৃৎশিল্প শখের হাঁড়ি

১. নাম : সুচিত্রা রানী পাল
স্বামী : কুষণ চন্দ্র পাল
মাতা : মমতা রানী পাল
গ্রাম : বালিয়া বাট্টা, ডাকঘর : চৌহদ্দী টোলা
উপজেলা : গোদাগাড়ী, জেলা : সিরাজগঞ্জ
প্রশিক্ষক : মোবাইল নম্বর : ০১৬৮০-৩৮১১৯১

২. নাম : অনিল কুমার পাল
পিতা : অচিন্ত পাল
মাতা : শ্রী বাসন্তী রানী
গ্রাম : জাম নগর পাল পাড়া
ডাকঘর : জামনগর বাজার
উপজেলা : বাগাতি পাড়া, জেলা : নাটোর
মোবাইল নম্বর : ০১৬৮০-৩৮১১৯১

১. নাম : কুষন চন্দ্র পাল
পিতা : গোপাল চন্দ্র পাল
মাতা : মৃত : পবিত্র রানী পাল
গ্রাম : বালিয়াঘাটা, ডাকঘর : চৌহদ্দি টোলা
উপজেলা : গোদাগাড়ি, জেলা : রাজশাহী

২. নাম : সন্ধ্যা রানী পাল
স্বামী : বাসুদেব পাল
মাতা : ফুল কুমারী পাল
গ্রাম : আদাচাকি, ডাকঘর : আদাচাকি
উপজেলা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ

৩. নাম : বিষ্ণুপদ পাল
পিতা : দিজেন চন্দ্র পাল
মাতা : কনকলতা রানী পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

৪. নাম : নিখিল কুমার পাল
পিতা : অচিন্ত পাল
মাতা : বাসন্তী রানী
গ্রাম : জামনগর পালপাড়া, ডাকঘর : জামনগর বাজার
উপজেলা : বাগাতি পাড়া, জেলা : নাটোর

৫. নাম : কনকলতা রানী
স্বামী : দিজেন চন্দ্র পাল
মাতা : মৃত : অল্কা পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

৬. নাম : অচিন্ত কুমার পাল
পিতা : প্রান বন্দ পাল
মাতা : মৃত: বেজুবালা পাল
গ্রাম : জামনগর পালপাড়া, ডাকঘর : জামনগর বাজার
উপজেলা : বাগাতি পাড়া, জেলা : নাটোর

৭. নাম : বিশ্বজিত কুমার পাল
পিতা : বিষ্ণু কুমার পাল
মাতা : পদ্ম রানী
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

৮. নাম : কুমারী পূর্ণিমা পাল
পিতা : সন্তোষ কুমার পাল
মাতা : জোসনা রানী পাল
গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : বাগধানী
উপজেলা : পবা, জেলা : রাজশাহী

# প্রশাসন শাখা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা প্রদান করে এই শাখা।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ফাউন্ডেশনের সার্বিক কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রতিমাসে একটি করে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভাসহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এর উপর ৩টি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**ক. ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের শূন্যপদ পূরণের তথ্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।**

| ক্রমিক নং | প্রথম শ্রেণি | দ্বিতীয় শ্রেণি | তৃতীয় শ্রেণি | চতুর্থ শ্রেণি | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | – | – | ১ | ৩ | ৪ |
| | | | | | |

**খ. নতুন পদ সৃজনে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ:**

| ক্র: নং | পদের নাম | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | সহকারী পরিচালক | ০১ |
| ২ | নিরাপত্তা সুপারভাইজার | ০১ |
| ৩ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ নিম্নমান সহকারী কাম-টাইপিস্ট | ০১ |
| ৪ | প্লাম্বার | ০১ |
| ৫ | টিকিট সেলার | ০২ |
| ৬ | অফিস সহায়ক/ এমএলএসএস | ০১ |
| ৭ | মালী | ০৩ |
| ৮ | নিরাপত্তা প্রহরী/গার্ড | ০৮ |
| ৯ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী/সুইপার | ০২ |
| | মোট= | ২০টি |

**গ. ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওর্য়াকশপে অংশগ্রহণ**

| ক্র: নং | পরিদর্শন/প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | উদ্যোগী সংস্থার নাম | কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম পদবী | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | বিদেশে | | |
| ১. | দক্ষিণ কোরিয়া গোয়াংজো ফোক মিউজিয়াম পরিদর্শন | ১-৩ সেপ্টেম্বর ১৬ | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | রবীন্দ্র গোপ পরিচালক | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২. | দক্ষিণ কোরিয়া গোয়াংজো ফোক মিউজিয়াম পরিদর্শন | ১-৩ সেপ্টেম্বর ১৬ | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মো: রবিউল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক | |
| ৩. | শ্রীলংকা কলম্বোতে হ্যান্ডি ক্রাফটস্ প্রদর্শনী ও ওয়ার্কসপ | ১৭-২০ নভেম্বর ১৬ | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | মো: ইয়ামিন খান রেজিস্ট্রেশন অফিসার | |
| ৪. | সেকেন্ড কাঠমুণ্ড কালচারাল কনফারেন্স | ১৮-২১ ডিসেম্বর ১৫ | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | একেএম আজাদ সরকার ডিসপ্লে অফিসার | |

| ক্র: নং | প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | উদ্যোগী সংস্থার নাম | কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম পদবী | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | দেশে | | |
| ১. | শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন | দিনব্যাপী | বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন | ফাউন্ডেশনের ১ম, ২য় ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারী | |
| ২. | অনলাইন সেবা/তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন | দিনব্যাপী | বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন | ঐ | |
| ৩. | তথ্য অধিকার বিষয়ক | ১১-১২ জুন ১৬ | বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন | ঐ | |
| ৪. | পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক | ১৮-২০ জুন ১৬ | বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন | ঐ | |

# ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত

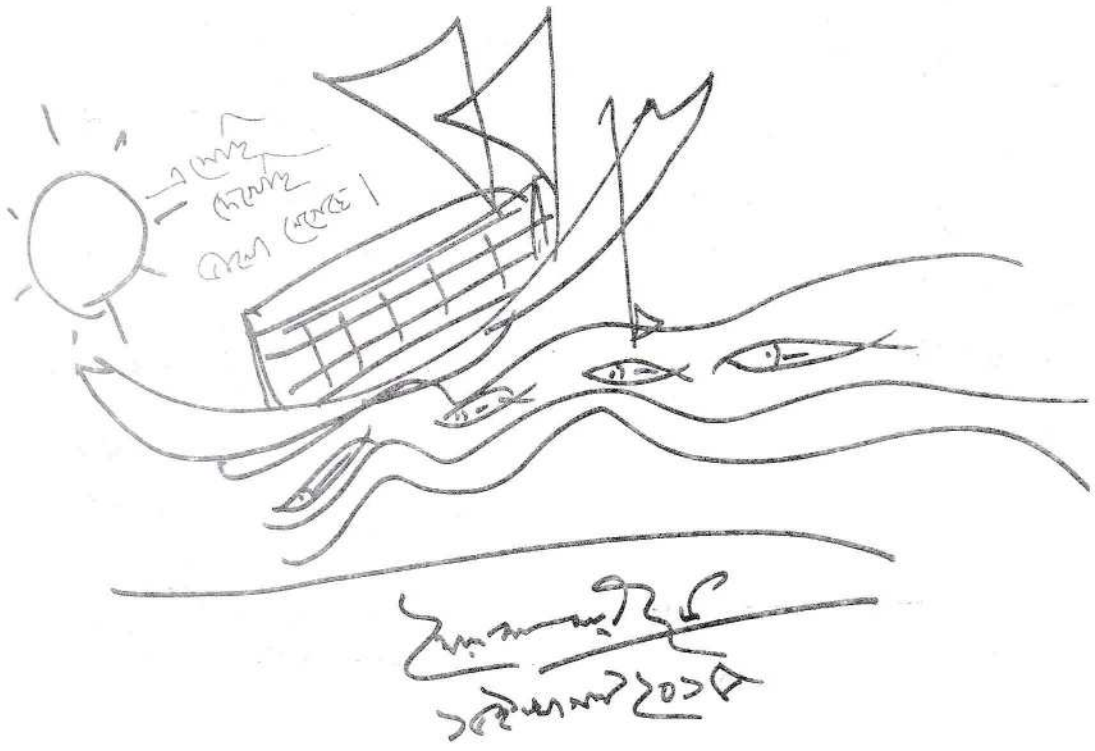

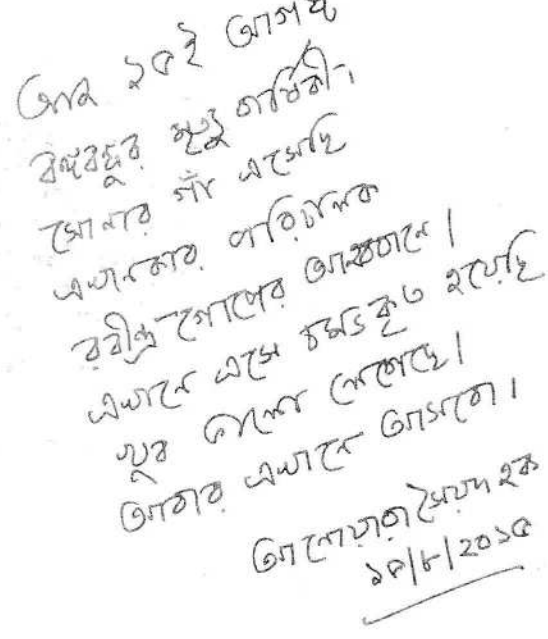




আজ ১৫ই আগস্ট
বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু বার্ষিকী,
সোনার গাঁ এসেছি
এখানকার পারিবারিক
রবীন্দ্র গোষ্ঠের আস্তানে।
এখানে এসে চমৎকৃত হয়েছি
খুব ভালো লেগেছে।
আবার এখানে আসবো।
আনোয়ারা সৈয়দ হক
১৫/৮/২০১৫

প্রয়াত সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক ও আনোয়ারা সৈয়দ হক এর ফাউন্ডেশন পরিদর্শন বহিতে লিখিত অভিমত

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের লোকসংস্কৃতি, বৈশাখী উৎসব ও নববর্ষের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। উদ্যোক্তাদের আন্তরিকতার ও সৌজন্যের উচ্চ প্রশংসা করি। সকলের ও হৃদয়ে এরকম নিয়ে নববর্ষ দেখেছিলেন, তা সার্থক হোক।

১২.৪.১৫

অ্যামেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান এর ফাউন্ডেশন পরিদর্শন বহিতে লিখিত অভিমত

মো: হামিদুর রহমান
মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,
কৃষি মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর দেখতে যতবার সোনার গাঁয়ে এসেছি ততবারই মুগ্ধ হয়েছি। বাঙালির লোকজ আর ঐতিহ্য মিলে মিশে একাকার এখানে। এখন অলক্ষ্যে আমি নিজেই এর অংশ হয়ে উঠি, বিভূত হই অতীতে ও ভবিষ্যতে তার বুঝি কূল-কিনার হয় না। বাংলাদেশ ও বাঙালি যতদিন থাকবে সোনার গাঁ নিয়ে আমাদের মুগ্ধতা থাকবে অম্লান।

৪।১২।২০১৫

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-এর ফাউন্ডেশন পরিদর্শন মন্তব্য

A very well kept & well displayed museum. My wife & I enjoyed the visit and learnt a lot about the culture and art of Bangladesh.

[illegible]
25/4/15
Chief Justice, High Court of Tripura, India

ভারতের ত্রিপুরা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করে তাঁর অভিমত লিখেন

25 April 2015
Thank you for this wonderful visit which was a great opportunity to discover the beautiful past of Bangladeshi Art and culture.
French Ambassador. Sophie Aubert.

Great! Honorable! Dignitfull!
Without knowledge its past no people deserve future!
Joy Bangla! Alexander A Nikolaev
Russian Ambassador
April 25, 2015

Thank you for welcoming our delegation!
The restoration project by Youngone proves to be wonderfully proceeding as scheduled.
We are so pleased that the Korean company, Youngone, contributes a lot to the preservation of the beautiful heritage of Bangali culture. I hope that this pioneering initiative promote and facilitate the next cultural preservation projects which will help Bangladesh to successfully attract foreign & domestic tourists.
Long Live Korea-Bangla Friendship!

Lee Yun-Young
Korean Ambassador

ঢাকায় নিযুক্ত প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত ফাউন্ডেশন পরিদর্শনকালে তাঁর অভিমত লিখেন

Absolutely delighted with the progress in restoring such a beautiful place. We are enchanted by it. The artistic performance gives an impetus to our hearts to share the delights of this gorgeous environment.

Agnese Bardo Rizzi

Our visit to see the restoration of the Bara Sardar's Bari was truly an inspiring experience & a testimony to human endeavour. The project has brought back the house to its splendorous past. A heart warming experience.

Jeanne Rizzi
25/4/15

Thank you very much for excellent hospitality; Professor Sayeed's informative explanation; and exceedingly enticing Baul songs! My words of thanks also go to Chairman of Young One Mr Kihak Sung and Mr Jahangir for organizing this visit. I am greatly impressed by the company's path-finding work of restoration of the historic site. Last but not the least, many thanks for the Embassy of Korea, ambassador and my colleagues for this memorable visit.

Thank you!!

Takeshi Matsunaga
DCM Embassy of Japan.

I am delighted to have the opportunity to see the restoration work that is being done to this monumental project. When completed, it will be an iconic statement of the rich heritage of this very ancient land. We look forward to the completion of this work of love.

Derryl Tan
Singapore Consulate
25/4/15

I would like to congratulate all the stakeholders in this project, This gave me the opportunity to discover a treasury of Bangladesh. I hope it will generate many more effort similar to this one.

Benoît P. Préfontaine
High Commissioner of Canada

This trip is definitely an enjoyable and educational trip as it give me an opportunity to see another part of Bangladesh. It's a beautiful project that deserved to be preserved. A national treasure to be enjoyed and maintain for the future generation.

[illegible signature]
High Commissioner of Malaysia

Thank you for the visit to this wonderful heritage site. Hope to come back when it is completed.

[illegible signature]
Ambassador of Bhutan

ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণ ফাউন্ডেশন পরিদর্শনকালে উল্লিখিত অভিমত লিখেন

০৭/০৬/২০১৮

পরিদর্শন করলাম। খুবই ভাল লাগল। পরিদর্শনকালে বিভিন্ন [illegible] ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মগুলোর [illegible] [illegible] খুবই মনোরম। [illegible] কর্মকর্তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় [illegible] পরিবেশ, [illegible] [illegible], সুন্দর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।

বিচারপতি মো: আব্দুল হাই,
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

[illegible] শিল্প [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] নতুন [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]; শিল্পের সন্ধানে
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।

[illegible]
বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
২৭/৩/২০১৬

বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট-এর মাননীয় বিচারপতিগণ ফাউন্ডেশন পরিদর্শনকালে তাঁদের অভিমত লিখেন

13 DEC 2016 CONGRATULATIONS ON A WONDERFUL MUSEUM. YOU SHOULD BE PROUD OF YOUR HERITAGE. BANGLADESH IS A MOST BEATIFUL AND WELCOMING COUNTRY. I WISH YOU THE VERY BEST

JORGE LOMONACO
AMBASSADOR OF MEXICO IN GENEVA

Thank you for organizing this visit to the old capital Sonar Gaon and the heritage museum. It is important to preserve this site for future generations to see and learn about the history of this part of the world.

Sonargaon 31 January 2016

John Frisell
and family
Ambassador of Sweden

It is wonderful to be back in Smargaon for the second time. It already feels like home.
We are all very impressed by the dedicated and professional work.

On behalf on my whole family – 31 January 2016

Hanne Fugl Eskjær

Ambassador of Denmark

25 April 2015

Thank you for a most wonderful experience visiting the Sonargaon Museum today! The restoration work is very impressive and the buildings amazing.
Hoping to come back soon.

All the best
Ambassador of Denmark, Hanne Fugl Eskjær

## বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড

| | |
|---|---|
| | জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি<br>মাননীয় মন্ত্রী<br>সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা<br>ফ্লাট নং-৪/এ, বেইলী হাইটস<br>২নং নওরতন কলোনী,<br>নিউ বেইলী রোড, ঢাকা |
| | জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা<br>মাননীয় জাতীয় সংসদ-সদস্য<br>নারায়ণগঞ্জ-০৩<br>ভবন-৫, ফ্লাট-৯০২<br>মানিকমিয়া এভিনিউ<br>ঢাকা |
| | জনাব সুকুমার রঞ্জন ঘোষ<br>মাননীয় জাতীয় সংসদ-সদস্য<br>১৭১ মুন্সিগঞ্জ-১<br>ইয়াকুব সাউথ সেন্টার ( ৫ম তলা)<br>১৬৫ লেকসার্কাস, কলাবাগান<br>ঢাকা |
| | বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন<br>মাননীয় সংসদ-সদস্য<br>১৭২ মুন্সিগঞ্জ-২<br>ভবন-৪, ফ্লাট-৭০২<br>মানিকমিয়া এভিনিউ<br>ঢাকা |

## বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড

| | |
|---|---|
| | জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খান<br>সচিব<br>সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>বাংলাদেশ সচিবালয়<br>ঢাকা |
| | জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন<br>যুগ্মসচিব (রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান)<br>অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়<br>বাংলাদেশ সচিবালয়<br>ঢাকা |
| | জনাব শামসুজ্জামান খান<br>মহাপরিচালক<br>বাংলা একাডেমী<br>রমনা<br>ঢাকা |
| | জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী<br>মহাপরিচালক<br>বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর<br>শাহবাগ<br>ঢাকা |

## বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড

জনাব মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার
চেয়ারম্যান
বিসিক
ঢাকা

জনাব আখতারুজ্জামান খান কবির
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
৮৩-৮৮ মহাখালি
ঢাকা ১২১২

শিল্পী হাশেম খান
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী
বাসা নং-০৩ (এ্যালবাট্রস)
রোড নং-৩১, সেক্টর নং-৭
উত্তরা
ঢাকা ১২৩০

অধ্যাপক নিসার হোসেন
ডিন
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

## বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড

| | |
|---|---|
| | অধ্যাপক মইনুদ্দীন খালেদ<br>লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী<br>প্রফেসর<br>বাংলা বিভাগ<br>ঢাকা সিটি কলেজ |
| | জনাব চন্দ্র শেখর সাহা<br>বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী<br>৩/১২, ব্লক-ই ফ্লাট নম্বর : এ /৪<br>মোহাম্মদপুর<br>ঢাকা |
| | জনাব রাব্বী মিয়া<br>জেলা প্রশাসক<br>নারায়ণগঞ্জ |
| | হাসনা জাহান খানম<br>উপসচিব -৪<br>সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়<br>বাংলাদেশ সচিবালয়<br>ঢাকা |
| 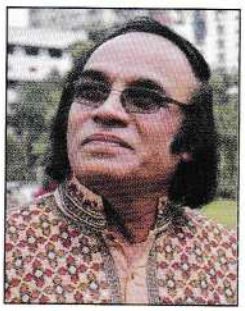 | জনাব রবীন্দ্র গোপ<br>পরিচালক<br>বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন |

# স্মৃতির পাতা থেকে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করেন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ এর স্মারকে স্বাক্ষর করে শুভ উদ্বোধন করছেন

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের ১১৫ তম সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, সঙ্গে আছেন সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন খানসহ অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কন্যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউ এইচও) 'শুভেচ্ছা দূত' অটিজম বিষয়ক বাংলাদেশের জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করেন, সঙ্গে আছেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, সঙ্গে আছেন মাননীয় সাংসদ জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, ফাউন্ডেশনের পরিচালক প্রমুখ

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি বেগম সিমিন হোসেন রিমিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করেন, সঙ্গে আছেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ উপলক্ষে মৃৎশিল্পের অতীত ঐতিহ্য ও আধুনিতার মেলবন্ধন প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, সঙ্গে আছেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ

ফাউন্ডেশনের শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, সঙ্গে আছেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ

ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী মেলায় কর্মরত কারুশিল্পদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অ্যামিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সঙ্গে আছেন শিল্পী চন্দ্রশেখর সাহা এবং ফাউন্ডেশনের পরিচালক

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে সোনারগাঁ উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমান্ড কাউন্সিলকে ফাউন্ডেশন প্রদত্ত অনুদানের চেক প্রদান করেন নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, সঙ্গে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ

ফাউন্ডেশন আয়োজিত দিনব্যাপী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মসিউর রহমান

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রয়াত সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক ও আনোয়ারা সৈয়দ হক

ফাউন্ডেশন প্রদত্ত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিল্পী সবিতা মোদি, সুধন্য দাস, মানিক সরকার, সুফিয়া আক্তারকে কারুশিল্পী পদক প্রদান শেষে ফটোসেশনে অংশনেন শিল্পী হাশেম খান, স্থপতি রবিউল হুসাইন, অধ্যাপক মইনুদ্দীন খালেদ, পরিচালক রবীন্দ্র গোপ প্রমুখ

ফাউন্ডেশন আয়োজিত মৎস্য অবমুক্ত করণ ও বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে বৃক্ষ রোপণ করছেন পরিচালক, সঙ্গে আছেন কর্মকর্তাবৃন্দ

ফাউন্ডেশন আয়োজিত মহান বিজয় উৎসব ও পৌষমেলার অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন ভাষাসংগ্রামী জনাব আহমদ রফিক

মহান বিজয় উৎসব ও পৌষমেলা উপলক্ষে জাদুঘরের অনলাইন টিকিট সেবা ই-টিকিটিং-এর শুভ উদ্বোধন করেন ভাষাসংগ্রামী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনাব কামাল লোহানী। এতে বক্তব্য রাখেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ, সঙ্গে আছেন জনাব আব্দুল্লাহ-আল-ফারুক

পৌষমেলা উদ্‌যাপন উপলক্ষে গ্রামবাংলার পিঠা উৎসব

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন আয়োজিত আনন্দ শোভাযাত্রা

ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজ পরিদর্শন করছেন ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান মি. কিহাক সাং, সঙ্গে আছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মি. জাহাঙ্গীর সাদাত, পরিচালক রবীন্দ্র গোপ, অধ্যাপক ড. আবু সাইদ এম আহমদ প্রমুখ

ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন শেষে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার অ্যালিসন ব্লেক, অতিথিবৃন্দ এবং ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০২ তম জন্মবার্ষিকিতে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, ফাউন্ডেশনের পরিচালক রবীন্দ্র গোপ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ, শিল্পী মীরা মণ্ডল, ড. নিমাই মণ্ডলসহ কর্মকর্তাবৃন্দ

ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সোনারগাঁয়ের বাঁশের কারুশিল্পে কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন পরিচালক

জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত বঙ্গবন্ধু ভক্তদের ৭ মার্চের ভাষণ আবৃত্তি অনুষ্ঠানের একাংশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুকিশোরদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্ষুদে আঁকিয়েদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ

ফাউন্ডেশন আয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক আনন্দভ্রমণ অনুষ্ঠানে কিউট মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ প্রদত্ত শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণ করছেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ

ফাউন্ডেশনে বছরব্যাপী কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা সেবা

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করছেন ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি শিল্পী ফকির আলমগীর, সঙ্গে আছেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ ও আফরোজা কণা

লোকজ উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করছেন শিল্পী কিরণ চন্দ্র রায়

লোকজ উৎসব ২০১৭ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকসংগীত পরিবেশন করছেন শিল্পী আব্দুল কুদ্দুস বয়াতি

বর্ষবরণ উৎসব ১৪২৪ উপলক্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মসিউর রহমান, পরিচালক রবীন্দ্র গোপ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

ফাউন্ডেশনের ঝিলের জলে মাঙ্গলিক উৎসবে নৌকাবিলাস

বর্ষবরণ উৎসব ১৪২৪ উপলক্ষে ঝিলের জলে স্থাপিত আনন্দধারা মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ফাউন্ডেশন আয়োজিত ঈদ আনন্দমেলা উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একাংশ

রেস্টোরেশন কাজ সমাপ্তির পর ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন অঙ্গন

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবে আনন্দমেলা

বর্ষবরণ উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে সোনারতরী মঞ্চে দর্শনার্থীদের অনুষ্ঠান উপভোগ

গ্রামীণ মেলার প্রধান আকর্ষণ নাগরদোলা

ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে আগত শিক্ষার্থীগণকে জঙ্গিবাদ বিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন পরিচালক রবীন্দ্র গোপ

মেলায় যাইরে

বাঙালির বায়স্কোপ

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলায় গ্রামীণ ঐতিহ্য হাতপাখা শিল্পে কর্মরত শিল্পী

গাঁয়ের খেলায় জমছে মেলা

বীর বাঙালির লাঠিখেলা